BANGLA POST Year: 22 ◆ Issue: 1034 ◆ Friday 01 Nobember - Thursday 07 Nobenber 2024 FREE

বাংলা পোস্ট

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED FREE BANGLA NEWSPAPER

BANGLA POST- 22 YEARS OF KEEPING YOU POSTED! | বাংলা পোস্ট -২২ বছর আপনাদের সাথে!
To advertise in Bangla Post
Please call 020 3633 2545 or advertising@banglapost.co.uk
www.banglapost.co.uk

ভারতে বসে শেখ হাসিনার হুঙ্কার

স্টাফ রিপোর্টার : ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে সেনাবাহিনীর বিমানে করে ৫ অগাষ্ট দেশ ছাড়েন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দেশ ছাড়ার পর থেকে তার পদত্যাগ নিয়ে শুরু হয় নানা বিতর্ক। রাষ্ট্রপতি প্রথমে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে শেখ হাসিনার পদত্যাগের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতির একটি সংবাদ মাধ্যমকে দেয়া স্বাক্ষাৎকারকে ঘিরে এ নিয়ে দেখা দেয় নানা বিতর্ক। আর এই বিতর্ক দেখা দেয়ার পর রাষ্ট্রপতির অপসারন দাবী করে শুরু হয় আন্দোলন। সমন্বয়করা এই আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। পরবর্তীতে সাংবিধানিক নানা দিক বিবেচনায় এনে তারা আন্দোলন থেকে সরে পড়েন। তবে রাষ্ট্রপতিকে তাঁর পদ থেকে সরাতে আইনের নানা দিক খতিয়ে দেখছেন সংশ্লিষ্টরা।

এদিকে দেশের এই অবস্থার মধ্যেও সরকার শৃঙ্খলা ফেরাতে কাজ করছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী দায়িত্ব পালন শুরু করলেও দেশে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই এবং অরাজকতা কিছুতেই কমছে না। নিত্যপণ্যের দাম আকাশচুম্বি হওয়া জনগণের নাবিশ্বাস উঠতে শুরু করেছে। সরকারের পক্ষ থেকে মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে কিন্তু সিন্ডিকেটের কাছে তারা

অনেকটা অসহায়। আর এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আওয়ামীলীগ আবার ভেতরে ভেতরে সংগঠিত হচ্ছে। বিভিন্ন স্থানে তারা প্রকাশ্যে মিছিল করে তাদের অবস্থান জানান দিচ্ছে। সরকার ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করলেও তারা সংগঠিত হচ্ছে।

অপরদিকে দিল্লিতে বসে শেখ হাসিনা একের পর এক হুঙ্কার দিচ্ছেন। ইতোমধ্যে দেশে ফিরে প্রতিশোধ নেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন তিনি। আত্মগোপণে থাকা নেতাকর্মীরা নেত্রীর হুঙ্কার ও দেশে ফেরার ঘোষণায় উজ্জিবীত হচ্ছেন। ভেতরে ভেতরে তারা আবার সংগঠিত হওয়ার জন্য কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

তবে বিশ্লেষকরা বলছেন, শেখ হাসিনার দেশে ফেরার ঘোষণার নেপথ্য শক্তি হচ্ছে বিদেশে পাচার করা টাকা। গত কয়েক বছরে তিনি বোন শেখ রেহানা, পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয়, মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুলসহ আত্মীয়-স্বজন ও অনুগত ধনকুবেরদের মাধ্যমে হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার করেছেন। সেই টাকার জোরেই তিনি এখন দিল্লিতে বসে দেশের রাজনীতিতে হুঙ্কার দিচ্ছেন।

বিশ্বের বহু দেশের উদাহরণ টেনে তারা বলছেন, স্বৈরশাসকরা গণঅভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে বিদেশে পালিয়ে গিয়ে কয়েক বছর পর পাচার করা টাকার জোরেই দেশে ফিরে রাজনীতিতে সক্রিয় হয়েছেন। বয়সের কারণে পতিত স্বৈরশাসকরা প্রেসিডেন্ট-প্রধানমন্ত্রী না হলেও তাদের পুত্র, কন্যা, জামাতাকে ক্ষমতার শীর্ষে বসাতে সক্ষম হয়েছেন। কেউ কেউ ক্ষমতায় যেতে না পারলেও রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তন করেছেন টাকার জোরেই। শেখ হাসিনা বিদেশে পাচার করা টাকার জোরে ফের দেশে ফিরে আসতে পারবেন না এমন কথা জোর দিয়ে বলা সত্যিই দুষ্কর। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শেখ হাসিনাকে থামাতে চাইলে আগে তার বিদেশে পাচার করা অর্থের খুঁটি ভেঙে দিতে হবে। অর্থনৈতিকভাবে তাকে পঙ্গু করতে হবে। নেতাকর্মীদের বিপদে ফেলে পালিয়ে যাওয়ার কারণে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী ও সাবেক মন্ত্রী-এমপিরা তার ওপর প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধ। তবে দলের অনেক নেতাকর্মীরা --১৬ পৃষ্ঠায়

নভেম্বরে লন্ডন আসছেন খালেদা জিয়া

স্টাফ রিপোর্টার : উন্নত চিকিৎসার জন্য নভেম্বরে লন্ডন আসছেন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। তাঁর সঙ্গে যাবেন মেডিকেল বোর্ডের সাত চিকিৎসক। ৮ নভেম্বর যাওয়ার সম্ভাব্য দিন ধরে সব প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। গত মঙ্গলবার সাংবাদিকদের এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক অধ্যাপক এ জেড এম জাহিদ হোসেন।

খালেদা জিয়ার --১৬ পৃষ্ঠায়

হজের সর্বনিম্ন খরচ ৪ লাখ ৭৮ হাজার টাকা

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : আগামী বছর হজে যেতে সরকারিভাবে দুটি প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে। ঘোষিত সাশ্রয়ী প্যাকেজ অনুযায়ী খরচ ধরা হয়েছে ৪ লাখ ৭৯ হাজার ২৪২ টাকা। সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রায় প্রত্যেক হজযাত্রীর চলতি বছরের চেয়ে এক লাখ ৫৯৮ টাকা কম খরচ হবে। অন্য প্যাকেজে খরচ ধরা হয়েছে ৫ লাখ ৭৫ হাজার ৬৮০ টাকা। এবার সরকারিভাবে হজে যেতে সাধারণ প্যাকেজে ৫ লাখ ৭৮ হাজার ৮৪০ টাকা খরচ হয়েছিল। বিশেষ হজ প্যাকেজের --১৬ পৃষ্ঠায়

১০ মাসে তৈরী হবে নতুন ভোটার তালিকা, কখন নির্বাচন?

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : একটি সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রথম ধাপ হবে যথাযথ ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা। এর জন্য ৯ থেকে ১০ মাস সময় লাগতে পারে। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সম্পর্কে অক্টোবরের শুরুতে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে অবহিত করেছে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়। দ্রুত সময়ে নির্বাচনের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর চাপও বাড়ছে।

নির্বাচন আয়োজনের প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত শীর্ষ সরকারি কর্মকর্তাদের কাছ থেকে জানা গেছে, সাধারণত

প্রধান নির্বাচন কমিশনার রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করার মাধ্যমে নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। তবে, নির্বাচন কমিশন বর্তমানে কার্যকর না থাকায় প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়কে এই প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন কমিশন

--১৬ পৃষ্ঠায়

লেবার সরকারের প্রথম বাজেট পেশ বেতন ও স্ট্যাম্প ডিউটি বাড়ছে

স্টাফ রিপোর্টার: চ্যান্সেলর র‍্যাচেল রিভস লেবার সরকারের প্রথম বাজেট প্রকাশ করেছেন।

তিনি যা বলেছেন তার বেশিরভাগই আপনাকে এবং আপনার অর্থকে সরাসরি প্রভাবিত করতে পারে।

আপনি যদি কম বেতনে থাকেন তবে আপনার মজুরি বাড়ানো উচিত নিয়োগকর্তাদের দেওয়া ন্যূনতম মজুরি এপ্রিল মাসে যুক্তরাজ্য জুড়ে বাড়বে। এর অর্থ: ২১ বছর বা তার বেশি বয়সী কর্মচারীদের জন্য জাতীয় জীবন মজুরি ঘন্টায় ১১.৪৪ পাউন্ড থেকে বেড়ে ১২.২১ পাউন্ড হবে আপনার বয়স ১৮ , ১৯ বা ২০ হলে, জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ঘন্টায় ৮.৬০থেকে বেড়ে ১০ হবে, ১৬ বা ১৭ বছর বয়সীদের জন্য, ন্যূনতম মজুরি ঘন্টায় ৬.৪০ থেকে বেড়ে ৭.৫৫ হবে,

পৃথক শিক্ষানবিশ হার যা ১৯ বছরের কম বয়সী যোগ্য ব্যক্তিদের জন্য প্রযোজ্য - অথবা যারা শিক্ষানবিশের প্রথম বছরে ১৯ -এর বেশি - --১৬ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশে হাসিনার 'ফ্যাসিস্ট' দলের কোনো স্থান নেই : ড. ইউনূস

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : 'ফ্যাসিবাদের সকল বৈশিষ্ট্য' প্রদর্শনের জন্য ক্ষমতাচ্যুত স্বৈরাচারী নেত্রী শেখ হাসিনার রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগকে অভিযুক্ত করেছেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি বলেছেন, দেশের রাজনীতিতে তাদের কোনো স্থান নেই। যুক্তরাজ্যভিত্তিক গণমাধ্যম ফিন্যান্সিয়াল টাইমসকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে এমন মন্তব্য করেছেন ড. ইউনূস।

জুলাই-আগস্ট ছাত্রজনতা নেতৃত্বাধীন অভ্যুত্থানের পর যখন হাসিনার পতন হয়েছে তখন বাংলাদেশের প্রাচীন দল আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান ব্যক্ত করেছেন ৮৪ বছর বয়সী শান্তিতে নোবেলজয়ী ড. ইউনূস।

তিনি আরও বলেছেন, এখনই তার সরকার ভারতে পালিয়ে যাওয়া শেখ হাসিনাকে দিল্লির কাছে ফেরত চাইবে না। কেননা এ বিষয়টি প্রতিবেশী দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক উত্তেজনা আরও বাড়িয়ে দিতে পারে। ড. ইউনূস বলেছেন, নিশ্চিতভাবেই বাংলাদেশে স্বল্পমেয়াদে তার কোনো জায়গা হবে না, তার দল আওয়ামী লীগেরও কোনো জায়গা হবে না। কেননা তারা দেশের জনগণ এবং রাজনৈতিক কলকব্জা নিয়ন্ত্রণ করেছে। তারা --১৬ পৃষ্ঠায়

লন্ডনে বর্ণবাদ বিরোধী বিশাল সমাবেশ

পিকাডিলিতে ২৬ অক্টোবর শনিবার বর্ণবাদ বিরোধী একটি বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। পিকাডিলি থেকে শুরু করে ট্রাফালগার স্কোয়ার হয়ে মিছিল করে, "স্মেশ ডি ফার রাইট " লেখা ব্যানার নিয়ে হোয়াইটহলে গিয়ে শেষ হয়।

'স্ট্যান্ড আপ টু রেসিজম' দ্বারা টমি রবিনসন এবং ইংলিশ ডিফেন্স লিগের বিরুদ্ধে এই বিক্ষোভটি সংগঠিত হয় ডানপন্থী ঠেকাতে। ব্যাপক ফ্যাসিবাদ বিরোধী বিক্ষোভে রাস্তায় নামার আহ্বান জানানোর পর হাজার হাজার মানুষ যোগদান করে। জেরেমি করবিন এবং ডায়ান অ্যাবট এবং

ট্রেড ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক সহ সহ আরও অনেক বর্ণবাদ বিরোধী এক্টিভিস্টরা বক্তব্য রাখেন।

ব্রিটেন জুলাই মাসের শেষের দিকে সাউথপোর্টে একটি ওয়ার্কশপে তিন তরুণীকে হত্যার পরিপ্রেক্ষিতে সারা দেশে শহর ও শহরগুলিতে দাঙ্গা দেখা দিয়েছিলো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভুল তথ্যের পরে সন্দেহভাজন খুনিকে একজন মুসলিম অভিবাসী হিসাবে চিহ্নিত করার পরে।

দক্ষিণপন্থীরা যারাও শনিবার মিছিল করে তারা নিজেদেরকে "দেশপ্রেমিক" বলে বর্ণনা করে এবং বলে যে ব্রিটেন অভিবাসী এবং ইসলামিকরণের হুমকির মধ্যে রয়েছে।

সারা লন্ডন থেকে বহু বাঙালিও বর্ণবাদবিরোধী মিছিলে যোগ দেয়। পূর্ব লন্ডন থেকে, ইউনাইটেডের ব্যানারে, বর্ণবাদ বিরোধী এক্টিভিস্ট নূরউদ্দিন আহমেদ, রাজনউদ্দিন জালাল, আলা মিয়া আজাদ, সৈয়দ গুলাব আলী, জাভেদ আখতার, আনসার আহমেদ উল্লাহ, সাবেক কাউন্সিলর শহীদ আলী, স্মৃতি আজাদ, আব্দুল মুকিত, মায়া চৌধুরী, আহমেদ ফকর কামাল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন ডেমো ও মিছিলে।

বার্মিংহামে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের দাওয়াতী মাহফিল অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস বার্মিংহাম ও মিডল্যান্ড শাখার উদ্যোগে এক দাওয়াতী মাহফিল গতকাল ২৮ অক্টোবর বার্মিংহামের একটি কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের যুক্তরাজ্য শাখার সহ সভাপতি ও বার্মিংহাম শাখার সভাপতি ব্যারিস্টার মাওলানা বদরুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত দাওয়াতী মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক ও যুক্তরাজ্য শাখার সভাপতি শায়খুল হাদীস প্রিন্সিপাল মাওলানা রেজাউল হক। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক শায়খ মাওলানা ফয়েজ আহমদ, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও যুক্তরাজ্য শাখার সহ সভাপতি আলহাজ্ব মাওলানা আতাউর রহমান, যুক্তরাজ্য শাখার সহ সভাপতি হাফিজ মাওলানা শায়খ ইকবাল হোসাইন, সহ সভাপতি হাফিজ মাওলানা শায়খ ছালেহ আহমদ।

দাওয়াতী মাহফিল যৌথ ভাবে উপস্থাপনা করেন মিডল্যান্ড শাখার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আহমদ হোসাইন ও বার্মিংহাম শাখার সাধারণ সম্পাদক হাফিজ সৈয়দ শিহাব উদ্দিন।

অন্যান্যদের মধ্য বক্তব্য রাখেন বার্মিংহাম শাখার সহ সভাপতি মাওলানা এনামুল হক খান, মিডল্যান্ড শাখার সহ সভাপতি মাওলানা এনামুল হক, বার্মিংহাম শাখার সহ সাধারণ আলহাজ্ব শায়খুল ইসলাম জাকারিয়া, মিডল্যান্ড শাখার সহ সাধারণ সম্পাদক হাফিজ মাওলানা মুশফিকুর রাহমান মামুন।

অন্যান্যদের বক্তব্য উপস্থিত ছিলেন বার্মিংহাম শাখার সহ সভাপতি হাফিজ মনসুর আহমদ রাজা, মাওলানা আনোয়ার হোসাইন, মাওলানা আশরাফ আলী, হাফিজ মাওলানা মুহসিন হাক্কানী, প্রমূখ।

দাওয়াতী মাহফিলে বেশ কয়জন দ্বীনি ভাই বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও কর্মসূচির সাথে একমত পোষণ করে সংগঠনে যোগদান করেন।

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ওল্ডহ্যাম শাখার নতুন কমিটি গঠন সম্পন্ন

মাওলানা শায়খ কমর উদ্দিন সভাপতি ও হাফিজ শাহ নজির আহমদ সাধারণ সম্পাদক

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস নর্থ ইংল্যান্ডের ওল্ডহ্যাম শাখার নতুন কমিটি গঠন উপলক্ষে এক সভা গতকাল ২৯ অক্টোবর মাদানী একাডেমি মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়।শাখার আহবায়ক মাওলানা কমর উদ্দিন (মুহাদ্দিস সাহেব) এর সভাপতিত্বে ও মাওলানা বুরহান উদ্দিন ও হাফিজ শাহ নজির আহমদ যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন দলের কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক ও যুক্তরাজ্য শাখার সভাপতি শায়খুল হাদীস প্রিন্সিপাল মাওলানা রেজাউল হক। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক শায়খ মাওলানা ফয়েজ আহমদ, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও যুক্তরাজ্য শাখার সহ সভাপতি আলহাজ্ব মাওলানা আতাউর রহমান, যুক্তরাজ্য শাখার সাধারণ সম্পাদক মুফতী ছালেহ আহমদ, সহ সাধারণ সম্পাদক ও লীডস শাখার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ছাদিকুর রহমান।

সভায় উপস্থিত সকলের পরামর্শের ভিত্তিতে নর্থ ইংল্যান্ড বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের প্রবীণ নেতা মাওলানা শায়খ মুহাম্মদ ইয়াহইয়া কে প্রধান উপদেষ্টা, মাওলানা শায়খ কমর উদ্দিন (মুহাদ্দীস সাহেব)কে সভাপতি, হাফিজ শাহ নজির আহমদ কে সাধারণ সম্পাদক করে ২১ বিশিষ্ট ওল্ডহ্যাম শাখার নতুন কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। নবগঠিত কমিটির অন্যান্য দায়িত্বশীলবৃন্দ হলেন সহ সভাপতি হাজী তৈয়ব আলী, সহ সভাপতি হাজী ফিরোজ আলী, সহ সভাপতি হাজী আরব আলী, সহ সভাপতি হাজী আব্দুল হাই। সহ সাধারণ সম্পাদক হাফিজ মাতিউর রহমান জাকির, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা বুরহান উদ্দিন বাহার, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক হাজী শামছুল ইসলাম চৌধুরী, বায়তুলমাল সম্পাদক হাজী ফখর উদ্দিন কামালী, প্রচার সম্পাদক হাজী নুরুল ইসলাম, সহ প্রচার সম্পাদক হাজী জিল্লুর রহমান, সমাজকল্যাণ সম্পাদক হাজী মনছুর আলী, প্রমূখ।

পরিশেষে শায়খ মাওলানা ইয়াহইয়া সাহেব এর দ্রুত আরোগ্য ও দেশ জাতির কল্যাণ ও সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

লন্ডনে মানিকগঞ্জ জেলা ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ইউকের অভিষেক ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত

কামরুল আই রাসেল, লন্ডনঃ জমকালো আয়োজনে মানিকগঞ্জ জেলা ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ইউকের অভিষেক ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা ২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার পূর্ব লন্ডনের একটি হলে এ অভিষেক ও সাংস্কৃতিক সন্ধাটি অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি মোস্তাক আহমেদের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ হোসেন আলীর পরিচালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেম্বার অব ব্রিটিশ পার্লামেন্টে এমপি রোশনারা আলী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রেডব্রিজের সাবেক মেয়র কাউন্সিলর জোৎস্না ইসলাম, সাম ইসলাম, সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা মোঃ বিল্লাল হোসেন। প্রধান আলোচক ছিলেন সংগঠনের প্রতিষ্টাতা উপদেষ্টা নুরুল হাসান নরু, বক্তব্য রাখেন প্রচার সম্পাদক মোঃ রিপন মাহমুদ, সাংগঠনিক সম্পাদক শাহজাহান সাজু, যুগ্ম সাধরন সম্পাদক মোঃ কামাল হোসেন, সহ-সাগংঠনিক সম্পাদক পাভেল হাসান আলমগীর, সহ-সভাতি মোঃ জসিম উদ্দিন মোল্লা, সহ-সভাতি-লুৎফর রহমান, প্রধান উপদেষ্টা বিল্লাল হোসেন, সদস্য মোঃ লুৎফর রহমান, সহ-সভাতি- মতিউর রহমান মতি, উপদেষ্টা - আব্দুলাহ আল মামুন, মোঃ আক্তার হোসেন, মোঃ তোবারক হোসেন, মোঃ মিজানুর বল্টু,শাহানাজ সুমি প্রমুখ।

আলোচনা সভা শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সব শেষে সভাপতি মোস্তাক আহমেদের সমাপনি বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে শেষ অনুষ্ঠান শেষ করা হয়।

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস রচডেল শাখার নতুন কমিটি গঠন সম্পন্ন

মাওলানা হাবিবুর রহমান সভাপতি ও মাওলানা হোসাইন আহমদ সাধারণ সম্পাদক

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস যুক্তরাজ্যের রচডেল শাখার নতুন কমিটি গঠন উপলক্ষে এক সভা গতকাল ২৯ অক্টোবর মাদানী একাডেমি মসজিদে শায়খ মাওলানা কমর উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন দলের কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক ও যুক্তরাজ্য শাখার সভাপতি শায়খুল হাদীস প্রিন্সিপাল মাওলানা রেজাউল হক। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক শায়খ মাওলানা ফয়েজ আহমদ, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও যুক্তরাজ্য শাখার সহ সভাপতি আলহাজ্ব মাওলানা আতাউর রহমান, যুক্তরাজ্য শাখার সাধারণ সম্পাদক মুফতী ছালেহ আহমদ, সহ সাধারণ সম্পাদক ও লীডস শাখার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ছাদিকুর রহমান।বক্তব্য রাখেন ওল্ডহ্যাম শাখার সাধারণ সম্পাদক হাফিজ শাহ নজির আহমদ, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা বুরহান উদ্দিন বাহার।

সভায় উপস্থিত সকলের পরামর্শের ভিত্তিতে শায়খ মাওলানা কমর উদ্দিন (মুহাদ্দীস সাহেব)কে প্রধান উপদেষ্টা, মাওলানা আব্দুল হক কে উপদেষ্টা, সাবেক ছাত্র নেতা মাওলানা হাবিবুর রহমান কে সভাপতি, মাওলানা হোসাইন আহমদ কে সাধারণ সম্পাদক করে ১৫ বিশিষ্ট রচডেল শাখার নতুন কমিটি গঠন করা হয়। নবগঠিত কমিটির অন্যান্য দায়িত্বশীলবৃন্দ হলেন সহ সভাপতি মাওলানা ছায়েফ আহমদ সেবুল, সহ সভাপতি মাওলানা রুহুল আমীন, সহ সাধারণ সম্পাদক মাওলানা রফিকুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা বদরুল আলম, বায়তুলমাল হাফিজ শামছুল আলম, প্রচার সম্পাদক মতিউর রহমান।

নির্বাহী পরিষদ সদস্য আব্দুল আজিজ ও আফসার উদ্দীন, প্রমূখ।

পরিশেষে দেশ জাতির কল্যাণ ও সমৃদ্ধি কামনা করে মোনাজাত করা হয়। মোনাজাত পরিচালনা করেন শায়খুল হাদীস প্রিন্সিপাল মাওলানা রেজাউল হক।

নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলকে বদলে ফেলার ষড়যন্ত্রে সমন্বকদের বিরুদ্ধে লন্ডনে প্রতিবাদ সভা

কামরুল আই রাসেল, লন্ডনঃ নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলনের প্রেক্ষাপটকে উপেক্ষা, ইতিহাসকে বদলে ফেলা এবং নিসচার প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান দেশের বরেণ্য চিত্রনায়ক ইলিয়াস কাঞ্চনকে সমন্বকদের অসম্মান ও তাঁর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিবাদে নিসচা যুক্তরাজ্য শাখার পক্ষ থেকে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার সন্ধায় পুর্বলন্ডের একটি রেষ্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয় এ প্রতিবাদ সভাটি।

নিরাপদ সড়ক চাই যুক্তরাজ্যে শাখার সভাপতি আব্দুল হেলাল চৌধুরী সেলিমের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক সোহেল আহমেদের পরিচালনায় এসময় সভায় বক্তব্য রাখেন নিরাপদ সড়ক চাই যুক্তরাজ্যের সহ-সভাপতি আনসার মিয়া, সহ-সভাপতি আরিফুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, আবদুল বেলাল চৌধুরী, অর্থ সম্পাদক তায়েফ সারওয়ার। সাংগঠনিক সম্পাদক আলী হোসাইন, দুর্ঘটনা অনুসন্ধান ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক কাজী তানভীর হাসান।

প্রচার সম্পাদক রিপন ভূঁইয়া, সমাজকল্যাণ ও ক্রীড়া সম্পাদক সৈয়দ পার্থ, এক্সিকিউটিভ মেম্বার আব্দুর রহিম,খালিছ আহমদ, আলীম উদ্দিন, শাহীর আহমদ সহ আরো অনেকে।

অনুষ্ঠানে নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলনের প্রেক্ষাপট ও ইতিহাসকে উপেক্ষা করা ও নিরাপদ সড়ক চাই (নিসচা)র চেয়ারম্যান ইলিয়াস কাঞ্চনের প্রতি সমন্বয়কদের বৈষম্যমূলক আচরণের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হয়।

বক্তারা বলেন নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলন একটি জাতীয় আন্দোলন এবং বাংলাদেশের ১৮ কোটি মানুষের আন্দোলন। এই সংগঠনটি কোন রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত নয়। একটি কুচক্রী মহল ও কিছু সমন্বয়কদের জোগসাদৃশ্যে এই আন্দোলনের কৃতিত্ব তাদের নামে চালিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা করিতেছে। চিত্রনায়ক ইলিয়াস কাঞ্চনের ৩২ বছরের অর্জনকে তারা কেড়ে নেওয়ার যে দুঃসাহস দেখিয়েছে ভবিষ্যতে তার কড়া জবাব দেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

বাংলাদেশ ছাত্রলীগকে অবৈধ সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষণা করার প্রতিবাদে কার্ডিফে সাবেক ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের প্রতিবাদ সভা

এম এ সালাম: "উপমহাদেশের সর্ববৃহৎ ও প্রাচীনতম ছাত্র সংগঠন ঐতিহ্যবাহী বাংলাদেশ ছাত্রলীগকে দেশের বর্তমান দখলদার ও অবৈধ সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষণা করার প্রতিবাদে গত গত ২৭ শে অক্টোবর রোববার লন্ডন সময় ১ ঘটিকায় বৃটেনের ওয়েলসের রাজধানী কার্ডিফ শহরের সিটি রোডস্থ রেষ্টুরেন্টে বাংলাদেশের সাবেক ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের এক প্রতিবাদ সভা ওয়েলস আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক প্রাক্তন ছাত্রনেতা আলহাজ্ব লিয়াকত আলীর সভাপতিত্বে এবং সাবেক ছাত্রনেতা কাউন্সিলার আমিনুর রহমান কাবিদ এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সদস্য ও ওয়েলস আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সাবেক ছাত্রনেতা মোহাম্মদ মকিস মনসুর, বিশেষ অতিথি ছিলেন ওয়েলস আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক প্রাক্তন ছাত্রনেতা এম এ মালিক, অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সোয়ানসী আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক আব্দুর রহমান মনা, সাবেক ছাত্রনেতা আব্দুল ওয়াহিদ বাবুল, প্রাক্তন ছাত্রনেতা আলমগীর আলম, ওয়েলস যুবলীগ সাধারণ সম্পাদক মফিকুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এ বি রুনেল, সাবেক ছাত্রনেতা আব্দুল কাদির বাদল, ওয়েলস আওয়ামীলীগের দফতর সম্পাদক শেখ মোহাম্মদ আনোয়ার, সাবেক ছাত্রনেতা আলমগীর আলম, শেখ সুমন তরফদার,শাহেনশাহ্ কামার সুহার্ত, আব্দুস সালাম, শহীদুল ইসলাম, শাহ্ মুমিন আহমেদ, সৈয়দ সীপার করিম, শামীম চৌধুরী, আব্দুর রহমান, এম এ সবুর, ওয়েলস ছাত্রলীগের সভাপতি মোহাম্মদ বদরুল হক মনসুর ও সাধারন সম্পাদক শাহজাহান তালুকদার শাওন সহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

সভায় ছাত্রলীগকে ঘিরে বর্তমান অবৈধ ও দখলদার সরকারের হঠকারীও স্বেচ্ছাচারী সিদ্ধান্তের তীব্র ক্ষোভ নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ওয়েলস আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ৯০ এর গণআন্দোলনের সাবেক কেন্দ্রীয় ছাত্রনেতা মোহাম্মদ মকিস মনসুর বলেছেন "শিক্ষা, শান্তি ও প্রগতির পতাকাবাহী ছাত্রসংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ দেশের ইতিহাসে আজ অবধি সংগঠিত সকল গৌরবময় অধ্যায়ের অপরাজেয় সাক্ষী। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ৫৮'র আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন, ৬২'র শিক্ষা আন্দোলন, ৬৬'র ৬ দফা আন্দোলন, ৬৯'র গণঅভ্যুত্থান, ৭০'র নির্বাচন এবং ৭১'র মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের গৌরব গাঁথা অর্জন রয়েছে। শুধু তাই নয় স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সৃষ্ট দেশ-বিদেশী শক্তির ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ লড়াই সংগ্রাম করেছে। বাংলাদেশ ছাত্রলীগের নেতৃত্বে স্বাধিকার আন্দোলন হয়েছে এবং ছাত্রলীগের নেতৃত্বেই বারবার বাংলাদেশের গণতন্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। বাংলাদেশের ছাত্রসমাজের আবেগ ও ভালোবাসার শ্রেষ্ঠ ঠিকানা বাংলাদেশ ছাত্রলীগ। স্বেচ্ছাচারিতার মাধ্যমে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আইন করে বাংলাদেশ ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করা বাংলাদেশের ছাত্রসমাজ ও বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ ও প্রবাসী বাঙালিরা মেনে নিবে না।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ওয়েলস আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক প্রাক্তন ছাত্রনেতা এম এ মালিক, বলেন, বাংলাদেশের ১৮ কোটি মানুষের ঘরে,ঘরে যে সংগঠনটি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, তা নিষিদ্ধ করা যায় না। "বাঙ্গালীর সাহস,ইতিহাস,গৌরব ও ঐতিহ্যের ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগ নিষিদ্ধ করা মানে বাংলাদেশের ইতিহাসের একটি গৌরবময় অধ্যায় মুছেফেলার চেষ্টা, বাংলাদেশ ছাত্রলীগের লক্ষ-কোটি নেতাকর্মীর হৃদয় থেকে ছাত্রলীগের আদর্শকে মুছে ফেলা সম্ভব নয়।দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে অন্য স্বার্থ হাসিলের গভীর ষড়যন্ত্র। মনে রাখবেন ছাত্রলীগের ইতিহাস মানেই বাংলাদেশের ইতিহাস।বাংলাদেশ ছাত্রলীগের লক্ষ-কোটি নেতাকর্মীর হৃদয় থেকে ছাত্রলীগের আদর্শকে মুছে ফেলা সম্ভব নয়।

"এ সমস্ত ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িতরা ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হবে বলে উল্লেখ করে সাবেক ছাত্রনেতা কাউন্সিলার আমিনুর রহমান কাবিদ বলেন, দেশের প্রতিটি ঐতিহাসিক অধ্যায়ে ছাত্রলীগের অবদান অবিস্মরণীয়। ছাত্রলীগ শুধু একটি সংগঠন নয়, এটি বাঙালীর সংগ্রাম ও স্বাধীনতার অপরাজেয় প্রতীক।

সভাপতির বক্তব্যে ওয়েলস আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক প্রাক্তন ছাত্রনেতা আলহাজ্ব লিয়াকত আলী ছাত্রলীগকে ঘিরে এদেশে ষড়যন্ত্র মেনে নেয়া হবে না, ছাত্রলীগ ছিলো, আছে এবং থাকবে দৃঢ়তার সাথে প্রত্যয় ব্যাক্ত করার পাশাপাশি বাংলাদেশ ছাত্রলীগই প্রজন্মের অনুপ্রেরণা, আমাদের শক্তি, আমাদের সাহস। বাংলাদেশ ছাত্রলীগ অচিরেই তার স্বমহিমায় উদ্ভাসিত হবে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ তার সোনালি অতীতের মতো আবার ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ গড়বে বলে তিনি অভিমত ব্যাক্ত করেছেন।

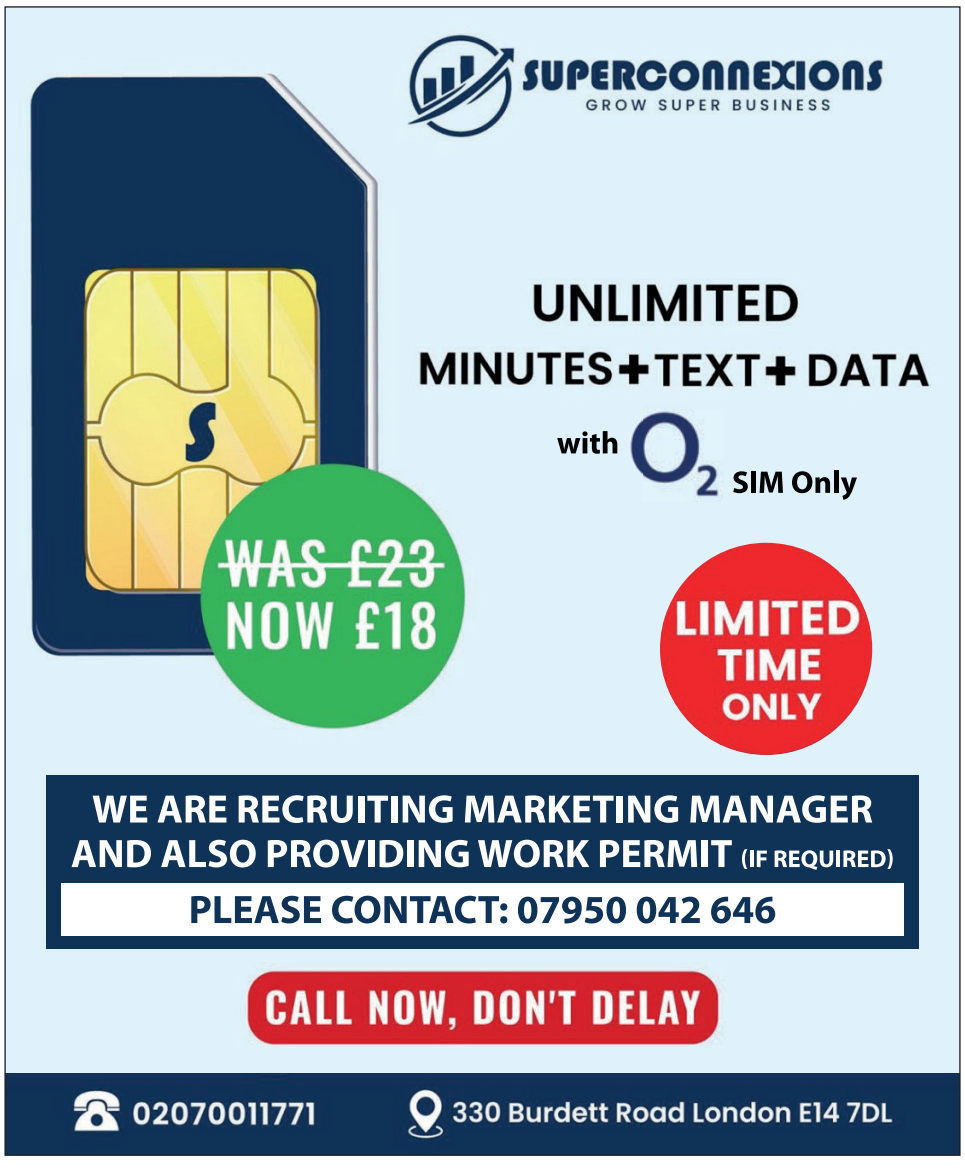

জমজমাট আয়োজনে করবিতে ফুটবল টুর্নামেন্ট সম্পন্ন

এহসানুল ইসলাম চৌধুরী শামীম: বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে দিয়েই দ্বিতীয়বারের মতো অনুষ্ঠিত হলো করবি কমিউনিটি চারটি শিল্ড ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৪। রবিবার করবির ট্রেশাম কলেজ ক্যাম্পাসের মাঠে দশটি দলের অংশগ্রহণের ফুটবল খেলার অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমবারের মতো দুটি শিশু দল ও অংশগ্রহণ করে। প্রায় ২০ শতাধিক ফুটবলপ্রেমী দর্শকদের উপস্থিতিতে ফাইনালে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা পূর্ণ খেলায় ট্রাইব্যাগারে অল স্টার এফ সি কে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে এফসি লেজেন্ড।

খেলায় চমৎকার ক্রিড়ানৈপুন্য দেখিয়ে গোল্ডেন গ্লাভস দিতেন এফসি লেজেন্ড গোলকিপার মুসা চৌধুরী। টুর্নামেন্টে বৃটেনের বিভিন্ন শহর থেকে পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাও শিশুদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। ব্রিটেনে জন্ম ও বড় হওয়া নতুন প্রজন্মকে শিকড়ের সাথে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে এই টুর্নামেন্টে আয়োজন করা হয় বলে করবি

মুসলিম কমিউনিটি চেয়ারম্যান ইউসুফ চৌধুরী জানান। খেলা শেষে চ্যাম্পিয়ন রানার্সআপ সহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে মেডেল, ট্রফি তুলে দেন করবি মুসলিম কমিউনিটি চেয়ারম্যান ইউসুফ চৌধুরী, সেক্রেটারি মুজিবুর রহমান, ট্রেজারার আব্দুল খালিক, সাবেক চেয়ারম্যান সুনা রাজা চৌধুরী,ট্রাস্টি হাজি সমির মিয়া, হাজি ফকর উদ্দিন, আবদুল করিম, সেলিম খান,জাকির হোসেন, আনোয়ার খান, আলহাজ্ব আবুল বশর, জয়নুল আবেদিন সহ আর অনেকেই।

উক্ত ফুটবল টুর্নামেন্টে থেকে ২০১২ পাউন্ড ২৬ পেনি অর্থ করবি সেন্ট্রাল মসজিদে দেওয়া হয়।

লন্ডনে অনুষ্ঠিত হলো শমসেরনগরের আমরা ক'জনের প্রবাস পূর্ণমিলনী

কামরুল আই রাসেল, লন্ডনঃ ব্যপক উচ্ছাস উদ্দিপনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে বিলেতে শমসেরনগরের আমরা ক'জনের আয়োজনে শমশেরনগর বাসীর প্রবাস পূর্ণমিলনী। পুর্ব লন্ডনের একটি হলে রোববার দিন ব্যাপি অনুষ্ঠিত এ পুর্ন মিলনীতে উপস্তিথি ঘটে বৃটেনের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসরত শমশেরনগর বাসির। অনুষ্টানে এলাকার বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ড নিয়ে আলোচনা সভাও অনুষ্ঠিত হয়। সভায় রমিজ আলীর সভাপতিত্বে ও মিজানুর রহমান এবং আব্দুল কাইয়ুম কয়েছের যৌথ সঞ্চালনায় এসময় বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের সমন্বয়ক আমিনুর রহমান লিটন, মাইনুল ইসলাম খান, কুতুব আলী, আব্দুল হাদী জুয়েল, তরিকুর রশিদ চৌধুরী শওকত, আলাউর রহমান শাহিন, মুহিবুর রহমান, মাহবুবুর রাহমান বাবলু, সাইফুর রহমান বাপ্পি, তানভীর আহমেদ রাসেল, গোলাম রাব্বানী তৈমুর,জাকারিয়া মুন্না, এসানুল হক মাহিন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সকলের সম্মতি ক্রমে গ্রুপের নাম পরিবর্তন 'ইউনাইটেড শমসেরেরনগর' রাখা হয় এবং নতুন লোগো উন্মোচন করা হয়। এই গ্রুপের প্রথম থেকে মূল উদ্দেশ্য বিলেতে শমসেরনগরের সকলকে নিয়ে দেশে-বিদেশে একত্রে নিজের এলাকার লোকজনের পাশে থাকা, সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজে সহযোগিতা করা।

বৃটেনের ওল্ডহ্যামে বিপুল সংখ্যক আলেম ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসে যোগদান

গতকাল ২৯ অক্টোবর বৃটেনের বাংলাদেশী অধ্যুষিত ওল্ডহ্যাম শহরে দাওয়াতী মাহফিল করেছে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ওল্ডহ্যাম ও রচডেল শাখা।ওল্ডহ্যাম মাদানী একাডেমি মসজিদে শাখার আহবায়ক মাওলানা কমর উদ্দিন (মুহাদ্দিস সাহেব) এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত দাওয়াতী মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন দলের কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক ও যুক্তরাজ্য শাখার সভাপতি শায়খুল হাদীস প্রিন্সিপাল মাওলানা রেজাউল হক। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক শায়খ মাওলানা ফয়েজ আহমদ, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও যুক্তরাজ্য শাখার সহ সভাপতি আলহাজ্ব মাওলানা আতাউর রহমান, যুক্তরাজ্য শাখার সাধারণ সম্পাদক মুফতী ছালেহ আহমদ, সহ সাধারণ সম্পাদক ও লীডস শাখার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ছাদিকুর রহমান, প্রমূখ।

দাওয়াতী মাহফিল যৌথ ভাবে পরিচালনা করেন মাওলানা বুরহান উদ্দিন বাহার ও হাফিজ শাহ নজির আহমদ।

অন্যান্যদের মধ্য বক্তব্য রাখেন মাওলানা হাবিবুর রহমান, মাওলানা ছায়েফ আহমদ সেবুল, মাওলানা হোসাইন আহমদ, মাওলানা রফিকুল ইসলাম, আলহাজ্ব তৈয়ব আলী, আলহাজ্ব ফিরোজ আলী, আলহাজ্ব আরব আলী, প্রমূখ।

দাওয়াতী মাহফিলে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও কর্মসূচির সাথে ঐক্যমত পূষন করে বিপুল সংখ্যক আলেম ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসে যোগদান করেন।এসময় যুক্তরাজ্য শাখার নেতৃবৃন্দ সংগঠনের বিভিন্ন প্রকাশনা সামগ্রী যোগদান কারিদের হাতে তুলে দিয়ে তাদের বরণ করে নেন।

নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির অবসান ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার আহবান ইআরআইয়ের

স্টাফ রিপোর্টার : আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় না থাকলেও বিগত ১৬ বছরের বিদ্যমান অনিয়মের কারনে সারা দেশে হত্যা ও রাহাজানির ঘটনা ঘটছে। অন্তর্বর্তী সরকার শান্তি প্রতিষ্টার চেষ্টা করলেও সন্ত্রাসীরা এই সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে নানা অপতৎপরতা চালাচ্ছে। এছাড়া আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর বিচার বহির্ভূত অত্যাচার ও জুলুম নির্যাতনে সংখ্যালঘুরা ছাড়াও অনেক নিরপরাধ মানুষ মারা যাচ্ছে। সোমবার লন্ডনে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন ইকুয়াল রাইটস ইন্টারন্যাশনালের আয়োজনে অনুষ্ঠিত সেমিনারে এসব কথা বলেন বক্তারা।

সংগঠনের উপদেষ্টা সাংবাদিক হাসান আল জাবেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হওয়া উক্ত সেমিনারটি পরিচালনা করেন সংগঠনের সহ-সভাপতি মোঃ ওসমান গনি।

সংগঠনের ক্যাম্পেইন সেক্রেটারি মোহাম্মদ বদরুল ইসলামের পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াতের মাধ্যমে সেমিনারের মূল কার্যক্রম শুরু হয়। সেমিনারের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সংগঠনের সেক্রেটারি নওশীন মস্তানি মিয়া সাহেব। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্ট্যান্ড ফর হিউম্যান রাইটসের সভাপতি চদরুল ইসলাম লোকমান।

বক্তারা আরো বলেন, ২০১৩ সালের শাপলা চত্বরে হেফাজতের কর্মীদেরকে হত্যা এবং সাম্প্রতিক সময়ের ১৬ জুলাই থেকে ৫ই আগস্ট ২০২৪ এর গণহত্যা বাংলাদেশের ইতিহাসে এক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । কিন্তু থেমে নাই এই হত্যার সিলসিলা । বিগত সরকারের ১৬ বছরের বিদ্যমান নানান অনিয়মের কারনে সারা দেশে হত্যা ও রাহাজানির ঘটনা ঘটছে। জনগণের বিশ্বাস নিয়ে গঠিত বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ব্যার্থতার পরিচয় দিচ্ছে। আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর বিচার বহির্ভূত অত্যাচার ও জুলুম নির্যাতনের শিকার হচ্ছে সাধারণ মানুষ। সরকার ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর ব্যার্থতায় সংখ্যালঘুদের বাড়ি ঘর ভেঙে দিচ্ছে উগ্র সাম্প্রদায়িক গৌষ্ঠী। মব জাস্টিসের শিকার হচ্ছে বিগত সরকারের মন্ত্রী এমপি রাজনৈতিক নেতাকর্মী সহ অনেক পেশাদার ব্যাক্তি বৃন্দ। এছাড়াও অনেক নিরপরাধ মানুষ মারা যাচ্ছে প্রতিনিয়ত।

উক্ত সেমিনারের বক্তব্য রাখেন ই আর আইয়ের সহ-সভাপতি মোঃ রোকতা হাসান, জয়েন্ট সেক্রেটারি মোহাম্মদ মহিবুল্লাহ, জয়েন্ট সেক্রেটারি লুকমান হেকিম, পাবলিক রিলেশন সেক্রেটারি হাসনাত আল হাবিব, জয়েন্ট সেক্রেটারি শাহজান আহমেদ, ক্যাম্পেইন সেক্রেটারি আবু জেহাদ, মাইনোরিটি রাইটস সেক্রেটারি সৌরভ উদ্দিন চৌধুরী, ক্যাম্পেইন সেক্রেটারি সায়েম আহমদ, মাইনোরিটি রাইট সেক্রেটারি আইনুদ্দিন, ক্যাম্পেইন সেক্রেটারি শাহীন আহমেদ, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি মো: ফজল আহমেদ, ক্যাম্পেইন সেক্রেটারি মোহাম্মদ বদরুল ইসলাম, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি বাবুল তালুকদার, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি মাহমুদুল হক ইমরান, মিডিয়া বিষয়ক সম্পাদক বেলাল আহমেদ রনি, পাবলিক রিলেসন সেক্রেটারি সৈয়দ আব্দুল আজিজ মিলাদ, মিডিয়া বিষয়ক সম্পাদক ফারিয়া আখতার সুমি, ক্যাম্পেইন সেক্রেটারি সোহরাব উদ্দিন রোমান, মিডিয়া বিষয়ক সম্পাদক শাকিল আহমেদ সোহাগ,অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি মোঃ ইমদাদুল হক, মাইনোরিটি রাইট সেক্রেটারি তাহমিনা আক্তার, সেক্রেটারি মোঃ শাফায়েত সরকার প্রমুখ।

এ ছাড়াও উক্ত সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন, জয়েন্ট সেক্রেটারি হানিফ রব্বানী, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি মোঃ আশরাফুল আলম, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি তোফায়েল আহমেদ, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি আব্দুল আলিম, সদস্য আব্দুল রশিদ, মোঃ জাহাঙ্গীর আলম শিমুল, আরিফ হোসাইন, মোহাম্মদ আব্দুল মুকিত, ইনফরমেশন এন্ড টেকনোলজি সেক্রেটারি ইমদাদুর রহমান ফাহিম, জয়েন্ট সেক্রেটারি ও ব্লগার ইয়াস কাউসার তাহিন ইসলাম, আলী আশরাফ, আমিনুল ইসলাম, একেএম রুহুল আমিন সরকার, খালেদ আহমেদ প্রমূখ।

বিলেতে বসবাসরত শমশেরনগরবাসীর পুনর্মিলনী

আন্দঘন পরিবেশের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে ইংল্যান্ডে শমসেরনগরের আমরা ক'জনের আয়োজনে শমশেরনগর বাসীর প্রবাস পুনর্মিলনী। গত রোববার পুর্ব লন্ডনের এন্টারপ্রাইজ একাডেমি হলে দিনব্যাপি অনুষ্ঠিত এ পুনর্মিলনীতে উপস্থিতি ঘটে বৃটেনের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসরত শমশেরনগর বাসীর। অনুষ্ঠানে এলাকার বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ড নিয়ে আলোচনা সভাও অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় শমশেরনগরের সন্তান রমিজ আলীর সভাপতিত্বে এবং মিজানুর রহমান ও আব্দুল কাইয়ুম কয়েছের যৌথ সঞ্চালনায় এতে বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের সমন্বয়ক আমিনুর রহমান লিটন, মাইনুল ইসলাম খান, কুতুব আলী, আব্দুল হাদী জুয়েল, তরিকুর রশিদ চৌধুরী শওকত, আলাউর রহমান খান শাহিন, মুহিবুর রহমান, মাহবুবুর রাহমান বাবলু, সাইফুর রহমান বাপ্পি, তানভীর আহমেদ রাসেল, গোলাম রাব্বানী তৈমুর,জাকারিয়া মুন্না, এসানুল হক মাহিন প্রমুখ।

অনুস্ঠানে বক্তারা চমৎকার এ আয়োজনের ভূয়সী প্রসংশা করে বলেন, ঐতিহ্যবাহী শমসেরনগরের ইতিহাস তথা দেশি সংস্কৃতি বিকাশ ও মানব কল্যানে কাজ করার অভিপ্রায় নিয়ে এ সংঘটন অনেক দূর এগিয়ে যাবে । শমসেরনগর বিমান বন্দর চালু, রেল স্টেশনের আধুনিকায়ন সহ স্থানীয় এলাকার অবকাঠামোগত উন্নয়নে সরকারের দৃস্টি দেয়া জরুরী বলে অভিমত ব্যাক্ত করেন সকলে ।

সর্ব সম্মতি ক্রমে গ্রুপের নাম পরিবর্তন 'ইউনাইটেড শমশেররনগর' রাখা হয় এবং নতুন লোগো উন্মোচন করা হয়। এই গ্রুপের প্রথম থেকে মূল উদ্দেশ্য বিলেতে শমশেরনগরের সকলকে নিয়ে দেশে-বিদেশে একত্রে নিজের এলাকার লোকজনের পাশে থাকা, সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজে সহযোগিতা করা।

উল্লেখ্য বিগত প্রায় দুই বছর ধরে ইংল্যান্ডে শমশেরনগর আমরা ক'জনা ব্যানারে শমশেরনগরে আর্থ পীড়িত অসহায়, বন্যাক্রান্তদের সহায়তা, অসহায় অসুস্থ্য রোগীদের সহায়তা সমন্বয়ক আমিনুর রহমান লিটনের নেতৃত্বে মুহিবুর রহমান, মাহবুবুর রাহমান বাবলু, তানভীর আহমেদ রাসেল,এসানুল হক মাহিন,সাইফুর রহমান রিপনসহ অনেকেই এই দায়িত্ব পালন করেছেন।

অনুস্ঠানের শেষ অংশে সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিলেতের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্প সুমন শরিফ ও লাবনী বড়ুয়া।

লন্ডনের ওটুতে বর্ণাঢ্য আয়োজনে বিসিএ'র ১৭তম এওয়ার্ড বিতনী অনুষ্টান

মতিয়ার চৌধুরী লন্ডনঃ ২৮ অক্টোবর সোমবার সন্ধ্যায় লন্ডনের পাঁচতারকা ওটু ইন্টারকন্টিনাল হোটেলে ব্রিটিশ মন্ত্রী, এমপি, লর্ড সভার সদস্য বিভিন্ন বারার মেয়র, মূলধারার রাজনীতিবিদ সহ মালটিক্যালচারাল সোসাইটির হাজারও অতিথির উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হলো ব্রিটেনে ব্রিটিশ বাঙ্গালীদের প্রাচীনতম সংগঠন বাংলাদেশ ক্যাটারার্স এসোসিয়েন বিসিএ-এর ১৭তম এওয়ার্ড বিতরনী ও গালাডিনার। সিবিবিসি'র জনপ্রিয় উপস্থাপক অ্যাঞ্জেলিকা বেল এবং টক রেডিও এর ইয়ান কলিন্স এর মনোমুগ্ধকর উপস্থাপনায় চারটি ক্যাটাগরিতে মোট ২৫টি সম্মাননা পুরস্কার প্রদান করা হয়। এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্র, কমনওয়েলথ ও উন্নয়ন অফিস মন্ত্রী হ্যামিশ ফ্যালকনার এমপি, প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী স্টিফেন মরগান এমপি, ও কর্মসংস্থান ও পেনশন বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী স্টিফেন টিমস এমপি, লর্ড করোন বিলিমরিয়া সিবিএ,ডিএল সহ ৩০ জন এমপি, লর্ডস ও বিভিন্ন বারা কাউন্সিলের মেয়র ।

এবছর ১০টি রেষ্টুরেন্ট অব দ্যা ইয়ার, ৩টি ওনার অফ দ্যা ইয়ার , ১০টি শেফ অফ দ্যা ইয়ার ও ২টি টেকওয়ে অব দ্যা ইয়ার-এই চারটি ক্যাটাগরিতে মোট ২৫টি বিসিএ সম্মানা পুরষ্কার প্রদান করা হয়। এবারের বিসিএ এওয়ার্ড এর শ্লোগান হচ্ছে-"টহরঃরহম ঐবৎরঃধমব রিঃয ঋৎবংয চবৎংঢ়বপঃরাব"।

বিসিএর 'কিংস অব স্পাইস' শিরোনামের বাংলাদেশী কারির অর্জন উদযাপন অনুষ্টানে বক্তারা উদবেগ প্রকাশ করে বলেন আগামী মার্চে সরকারের স্মল বিজনেস রিলিফ বাতিলের পরিকল্পনা ব্রিটেনের কারি ইন্ডাষ্টির জন্য সুফল বয়ে আনবেনা । অতিথিরা তাদের বক্তব্যে বলেন, বৃটেনের জাতীয় প্রবৃত্তি ও খাবার সংস্কৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে বাংলাদেশী কারি শিল্প। দক্ষ ও অদক্ষ স্টাফ সংকটে থাকা এই ইন্ড্রাস্ট্রি বর্তমানে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সমস্যায় নানাভাবে নিমজ্জিত। বিসিএ ধারাবাহিকভাবে কারি শিল্পের সমস্যা ও সংকট উত্তরণে সুনিদৃষ্ট দাবী জানিয়ে আসছে। যৌক্তিক দাবী বাস্তবায়নে সরকারের দ্রুত পদক্ষেপ নেয়ার জরুরী। নতুবা এশিল্পকে টিকিয়ে রাখা যাবেনা। ১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত বিসিএ এর ধারাবাহিক কাজের ভূয়সি প্রশংসা করে বক্তারা বলেন, বৃটেনে জাতীয় দুর্যোগ সহ লোকাল কমিউনিটির সামাজিক ও মানবিক কাজে বিসিএ-এর ভুমিকা প্রশংসনীয় সরকারের অসহযোগিতায় বাংলাদেশী রেস্টুরেন্ট দিন দিন বন্ধ হচ্ছে। বৃটেনের কারী লাভার্সরা বাংলাদেশী কারির অমৃত স্বাদ থেকে বঞ্চিত হতে চায় না।

ওলি খান এমবিইঃ বিসিএ'র প্রেসিডেন্ট ওলী খান এমবিই বলেন, সরকার প্রবর্তিত ব্যবস্থা অনুযায়ী রিটেইল, হসপিটালিটি ও লেজার প্রোপার্টিজ ৭৫শতাংশ কর রেহাই পাবে, যার সর্বোচ্চ সীমা প্রতি ব্যবসায় এক লক্ষ দশ হাজার পাউন্ড । এটি আগামী ছয় মাসেরও কম সময়ের মধ্যে শেষ হবে। আমাদের নায্য দাবীকে যদি সরকার উপেক্ষা করে তাহলে বিশেষ করে হসপিটালিটি সেক্টরের শত শত ব্যবসার অপমৃত্যু ঘটবে। এই সেক্টরটি অতীতে বহুবার বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে । ক্যাটারার্সরা সব্বোচ্চ ত্যাগ ও সংগ্রাম করে আসলেও এবারের বিপর্যকে আমাদের পক্ষে সামাল দেয়া অসম্ভব । আমাদের দরকার সকলের সাহায্য ও সহযোগিতা। আমরা দ্রুত আশ্বাস চাই যে, বিজনেস রেইটস রিলিফ আরও দীর্ঘ সময়ের জন্য বাড়ানো হোক । অন্যথায় মন্ত্রীদের হাত ধরেই বৃটেনের প্রিয় খাবারটির বিদায় ঘন্টা বাজবে।

মিঠু চৌধুরীঃ বিসিএ'র সেক্রেটারি জেনারেল মিঠু চৌধুরী বলেন, আমরা জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি থেকে শুরু করে কঠোর অভিবাসন আইন ইত্যাদি বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছি। আমাদের সকল সদস্যদের পক্ষ থেকে, আমরা নিশ্চিত করতে চাই- বৃটেনের প্রতিটি রেস্টুরেন্টের কণ্ঠস্বর যেন ক্ষমতাসীনদের কাছে পৌঁছে। লেবার পার্টির প্রতি আমাদের আহ্বান , কারি ইন্ড্রাস্ট্রির এই দু:সময়ে আমাদের দাবিগুলোকে সমর্থন করে আমাদের পাশে দাঁড়ান।

টিপু রহমানঃ চীফ ট্রেজারার টিপু রহমান বলেন, গত কয়েক বছর ধরে রেষ্টুরেন্ট পরিচালনায় আমরা যেভাবে নানাবিদ কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছি এর আগে আমরা কখনও এমন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হইনি। বাংলাদেশী কারী ইন্ড্রাস্ট্রিকে টিকিয়ে রাখতে এখন সবচেয়ে বড় প্রয়োজন সকলের ঐক্যবদ্ধ সমর্থন ও সহযোগিতা। আমরা দেখছি, বৃটেনের বিভিন্ন স্থানে প্রতি সপ্তাহেই রেষ্টুরেন্ট বন্ধ হচ্ছে। আমরা এভাবে গ্রেট ব্রিটিশ কারি হারানোর মতো পরিস্থিতি মেনে নিতে পারি না। সংশ্লিষ্টদের এখনই পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।

নাজ ইসলামঃ প্রেস ও পাবলিকেশনস সেক্রেটারি নাজ ইসলাম বলেন, বাংলাদেশি কারি আধুনিক ব্রিটিশ জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এবং এই সম্মাননা পুরস্কারগুলো আমাদের কারি শিল্পের মধ্যে থাকা আলোকিত ও অনন্য প্রতিভার একটি সম্মিলিত উদযাপন। আমাদের শেফ ও রেস্টুরেন্টগুলো সব সময়ই নতুন কিছু উপস্থাপনের চেষ্টা করছে। যাতে ভোজনরসিকরা সর্বোত্তম স্বাদ ও অভিজ্ঞতা উপভোগ করতে পারেন।

জমকালো আয়োজনে ছিল নানা বৈচিত্র ও সৃজনশীলতার ছাপ। ১২শ আমন্ত্রিত অতিথিদের নিয়ে সন্ধ্যা ৪টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত অনুষ্ঠানে ছিল ব্রিটেনের সেলিব্রেটিদের অংশগ্রহণে মুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সাথে অতিথিরা আথিয়েতায় উপভোগ করেছেন ব্রিটিশ- বাংলাদেশী কারী ইন্ড্রাষ্টির নানা স্বাদ ও পদের মৌলিক খাবার। বিসিএ এওয়ার্ড-২০২৪ অনুষ্ঠানের এবছর স্পন্সর করেছে, কোবরা বিয়ার,কিংফিশার বিয়ার, সুপার পলো,মাইগোয়াভা বিজনেস, ইকবো, পজিটিভ এনার্জি, ডাবলিউপিসি,দুবাইথ,ইউরো ফুডস, স্কয়ার মাইল ইন্সুরেন্স, রাধুঁনী, ন্যানো সফট, এমআর প্রিন্টার্স, স্পাইস ভিলেজ, গ্যোফ, পেটাপ, এনসিএল ট্যাভেলস ,বিসিএ ফাউন্ডেশন।

অনার অব দ্য ইয়ারঃ এছাড়া কমিউনিটিতে বিশেষ অবদানের আরো তিনটি অনার অব দ্য ইয়ার ২০২৪ প্রদান করা হয় এওয়ার্ড প্রাপ্তরা হলেন কারি ইন্ডাষ্ট্রিতে বিশেষ অবদান রাখায় মোহাম্মদ আব্দুল মোনিম ওবিই , ব্রিটিশ বাংলাদেশী কমিউনিটিতে বিশেষ অবদানের জন্য ঈকবাল আহমদ ওবিই ডিবিএ, ব্রিটিশ কারি ইন্ডাষ্ট্রিতে বিশেষ সাপোর্টের জন্য আফসানা বেগম এমপি।

বিসিএ রেষ্টুরেন্ট অব দ্য ইয়ারঃ এবছর যাদের সম্মানা প্রদান করা হয় এর মধ্যে বিসিএ রেষ্টুরেন্ট অব দ্য ইয়ার ২০২৪ বিজয়ীরা হলেন সোহেল আহমদ ''বাবুলস'' ডার্লিংটন নর্থ ইষ্ট রিজিওন, মিয়া জাহান মিয়া '' দি বোম্বে'' অর্পিংটন কেন্ট সাউথ ইষ্ট রিজিওন-৫, মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান '' হান্নান রেষ্টুরেন্ট'' লেষ্টার ওয়েষ্ট মিডল্যান্ড রিজিওন, রোকন আহমদ রিকি '' দি করিয়েন্ডা লাউঞ্জ'' ইপিং এসক্স ইষ্ট অব ইংল্যান্ড রিজিওন-২, সাইদুর রহমান চৌধুরী '' স্পাইচ লাউঞ্জ'' কেম্বাররী সারে সাউথ ইষ্ট রিজিওন-২, আব্দুল রউফ '' সুন্দরবন'' সাউথ গ্রীণফোর্ড সাউথ ইষ্ট রিজিওন-৩, আব্দুস সালাম '' স্পাইচ লাউঞ্জ'' ব্রেকলী ইষ্ট মিডল্যান্ড রিজিওন, রব্বি মালিক ''মেলফোর্ড ভেলী'' লংমেলফোর্ড সাফক ইষ্ট অব ইংল্যান্ড রিজিওন-৩, বাবুল হোসাইন ''লে-স্পাইস'' নিউ এল্টহ্যাম কেন্ট সাউথ ইষ্ট রিজিওন -৫, শামীম আহমদ ''জলসা '' নর্টন স্টকেনটন, টিইস নর্থ ইষ্ট রিজিওন, রোমান মিয়া ''মসলা'' ব্রিকলেন লন্ডন রিজিওন-১, মোহাম্মদ খাইরুল ইসলাম '' স্পাইস অব পারাডাইস'' হ্যারল্ড বেডফোর্ড , ইষ্ট মিডল্যান্ড রিজিওন, জাহির আবিদিন ''নীলাকাশ'' এম-ওয়েল-ইন্ড ওয়ার লন্ডন রিজিওন-২, খাইরুল ইসলাম '' আচারী ইন্ডিয়ান কিচেন'' ক্লথহ্যাম হিল ব্রিষ্টল সাউথ ওয়েষ্ট রিজিওন-১, ।

বিসিএ সেফ অব দ্য ইয়ার ২০২৪ঃ মিফতাউর চৌধুরী '' লালবাগ'' ব্রউন কেমব্রীজ ইষট অব ইংল্যান্ড রিজিওন-৩. মশরফ আলী '' দি কারয়েন্ডা'' অর্টিংটন কেন্ট সাউথ ইষ্ট রিজিওন-৫, মোহাম্মদ আলম '' দি স্পাইজ বালতি হাউজ'' পেটার্স ফিল্ড হান্ট সাউথ ইষ্ট রিজিওন-৪, আব্দুল হাই '' সাফরান রেষ্টুরেন্ট '' নর্থহ্যামটন ইষ্ট মিডল্যান্ড রিজিওন, আজাদ খান '' ইন্ডিয়ান সামার'' ওয়েষ্টারহ্যাম কেন্ট সাউথ ইষ্ট রিজিওন-৫, মোহাম্দ লিলু মিয়া, '' দি স্পাইস টি'' সার্নব্রক ব্রেডফোর্ড ইষ্ট মিডল্যান্ড রিজিওন, কবির হোসেন '' ট্রি ইলিফেন্ট'' ল্যান্ডইবোড নিউপোর্ট ওয়েলস রিজিওন, নেছার আহম ''মুনলাইট তান্দরি'' হারলো এসক্স ইষ্ট অব ইংল্যান্ড রিজিওন-২, হাবিব সিদ্দিক '' দি চিনামন স্কয়ার'' হিলডেন বারা কেন্ট সাউথ ইষ্ট রিজিওন -৫, এম এ কুদ্দুস '' মিন্ট লিফ'' বিসফ ষ্টাটফোড ইষ্ট অব ইংল্যান্ড রিজিওন-৩,

টেকওয়ে অব দ্য ইয়ার ২০২৪ঃ জাকারিয়া চৌধুরী '' মোগল এক্সপ্রেস'' সাডবারি সাফোক ইষ্ট অব ইংল্যান্ড রিজিওন-৩, আব্দুল হামিদ ''কারি রাজ'' ব্রিষ্টল সাউথ ওয়েষ্ট রিজিন।

আওয়ামী ন্যারোটিভ, সিভিলাইজেশন স্টেট ও সাম্রাজ্যবাদের ম্যাটিকুলাসের পর কী

হাবীব ইমন

এক।

আত্মজীবনীতে আফ্রিকার কিংবদন্তি নেলসন ম্যান্ডেলা উল্লেখ করেছেন, 'কারাগার থেকে বের হয়ে যখন সাদাদের সঙ্গে মিটিংয়ে বসলাম, তখন দেখলাম, আমাদের কারও মাথায় শিং নেই। অর্থাৎ কেউ কারও অত বড় শত্রু নয়। কিন্তু তাদের একসঙ্গে বসা হয়নি। ঘৃণা সংযুক্তির সম্ভাবনা ধ্বংস করে দেয়।' এমন সম্প্রীতির সহাবস্থান দেখি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষেত্রেও। তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে রাজনৈতিক সহাবস্থানের বহু ঘটনার উল্লেখ রয়েছে।

জগলুয়ার 'কনস্ট্রাক্টটে ট্রুথ অ্যান্ড নলজে ইন এ পোস্ট ট্রুথ ওয়ার্ল্ড' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার শাসনামলে মোট ৩০ হাজার ৫৭৩টি অসত্য কথা বলেছেন। গড়ে প্রায় প্রতিদিন ২০টি করে ফেইক নিউজ টুইট করতেন।

নোবেলজয়ী ফিলোফিনো সাংবাদিক মারিয়া রোসা তার 'হাউ টু স্ট্যান্ড আপ টু আ ডিক্টেটর' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, সত্যের তুলনায় মিথ্যা দৌড়ায় ছয় গুণ গতিতে। ঘৃণাও দ্রুত ছড়ায়। কেবল অসত্যের ক্রেতা নয়, রয়েছে ঘৃণারও ক্রেতা।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের শাসনামল থেকে মানুষ মূলত সত্য-উত্তর দুনিয়ায় প্রবেশ করতে শুরু করেছে। সত্য-উত্তর দুনিয়ায় মানুষ ফ্যাক্টের চেয়ে ফিকশনের প্রতি বেশি আসক্ত। কঠিন সত্যের চেয়ে স্বস্তিদায়ক মিথ্যা শুনতে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে।

গৌতম বুদ্ধ বলেছিলেন, যোগাযোগ হলো কর্ম। সেই কর্ম এখন অকর্মের দিকে টার্ন করছে। যথাযথভাবে যোগাযোগ করা কঠিন হচ্ছে। মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী রবার্ট ই পার্ক বলেছেন, যোগাযোগ হলো একধরনের মিথস্ক্রিয়া, যার সঙ্গে ইগো বা অহং যুক্ত। যোগাযোগের ক্ষেত্রে অহংয়ের দাপট বাড়ছে। ঘৃণা হলো সবচেয়ে নিম্নমানের যোগাযোগ।

আমাদের মধ্যে বেশ সহজাত হয়ে উঠছে অন্যকে ছোট করে দেখা। অন্যকে ছোট দেখানোর জন্য আমাদের আচরণ বা বিদ্বেষ ছড়ানো শব্দমালা কেন 'হেট স্পিচ' হিসেবে গণ্য হবে না? এ কথা শুনে শুনে আমরা বড় হয়েছি-অন্যকে ছোট করে কেউ কখনো বড় হতে পারে না, কিংবা অন্যের মতপ্রকাশকে সম্মান জানানো উচিত। প্রাত্যহিক জীবনে এসবের উপস্থিতি খুবই কম। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সবারই আছে। কিন্তু ঘৃণা বা বিদ্বেষ উদ্গারের অধিকার কারোরই নেই।

দুই।

২০০১ সালের কথা। বিএনপি সবেমাত্র ক্ষমতায় এলো। নোয়াখালীতে মুক্তিযুদ্ধের বিজয় মেলা পুরোপুরি বিএনপির সাংস্কৃতিক সংগঠন জাতীয়তবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থার (জাসাস) নিয়ন্ত্রণে। ওই সময়ে আমি পলাশকুঁড়ি খেলাঘর আসরের সাধারণ সম্পাদক। বিজয় মেলায় আমরা অংশগ্রহণ করি। মাই মুক্তিযুদ্ধ শব্দটি উচ্চারণ করা মাত্রই জাসাসের সভাপতি আমাকে মঞ্চ থেকে নামিয়ে আনলেন। তিনি আমাকে প্রশ্ন করেন, মুক্তিযুদ্ধ কেন বললাম। এ শব্দটি আওয়ামী লীগের। এটা বলা যাবে না। প্রশ্ন হলো, মুক্তিযুদ্ধ কি আওয়ামী লীগের? কারা আওয়ামী লীগকে মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধুকে তাদের ফ্রেমে নেওয়ার সুযোগ দিল। সেই হিসাব আমাদের কষতে হবে।

আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো ইতিহাসকে দলীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবেচনা করে বসি। যেটা মস্ত ভুল। যার কারণে আওয়ামী লীগ বারবার মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে ন্যারেটিভ করার সুযোগ পেয়েছে, সংকীর্ণ করার প্রয়াস পেয়েছে। এ কাজটা বিএনপি তার মতো করে জিয়াউর রহমানকে নিয়েও করেছে, তাকে দলে অন্তর্ভুক্তিকরণ করেছে। বিএনপি শাসনামল যদি ভুলে না যাই, এমনটা তো দেখা গেছে, হয়তো পরিমাণ কম ছিল। যার ফলে এ দেশের মুক্তিযুদ্ধে কিংবা তার পরবর্তী আন্দোলনগুলোতে কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষের অংশগ্রহণকে পুরোপুরি বাতিল করা হয়েছে। জনমানসের চরিত্রটাকে অস্বীকার করা হয়েছে।

সম্প্রতি শেখ হাসিনা সরকারের পতনে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বেশ জটিল প্রশ্ন উঠছে। তবে কি বঙ্গবন্ধুকে বাদ দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পড়ব? মনে রাখতে হবে, কেউ চূড়ান্ত নন। যে কাউকে নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়। প্রশ্ন জারি রাখাটা বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার জন্য খুব অপরিহার্য। আলাপ-আলোচনা, বিচার-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে সত্য চিহ্নিত হবে। বঙ্গবন্ধুও সমালোচনার উর্ধ্বে নন, চূড়ান্ত নন। কিন্তু যখন কেউ বঙ্গবন্ধুকে সংকোচনবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখছেন বা তাঁর সম্পর্কে দ্রুত উপসংহারমূলক মন্তব্য করছেন, তখন তা জটিল মনে হচ্ছে। আমরা কি বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে নির্বিচার মন্তব্য করব, সংকোচনবাদী দৃষ্টিভঙ্গির আশ্রয় নেব। নাকি খোলামন নিয়ে দেখব।

ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে এ নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন মনের ভেতর জাগছে, বাঙালির মননে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কে নির্মাণ করেছেন? না তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে উঠেছে? কোনো মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস কি নেতৃত্বশূন্য হয়?

তিন।

২০২১ সালে বিএনপি ৭ মার্চ পালন করেছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তারা আর ৭ মার্চ পালন করেনি। ওই সময় আয়োজিত আলোচনা সভায় বিএনপি নেতারাই বলেছেন, '৭ মার্চ বাংলাদেশের ইতিহাসের একটি দিন। সেই সময়ের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান।' যে আঙ্গিকে হোক, যে দৃষ্টিভঙ্গিতে হোক, বিএনপির উচিত ছিল ৭ মার্চ পালনের ধারাবাহিকতা ঠিক রাখা। হতে পারতো ইতিহাসের পুরো সত্যটা বিএনপি গোপন করতো। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে আওয়ামী লীগের ফ্রেমের বাইরে পড়ার সুযোগ হতো, বঙ্গবন্ধু অনেক বেশি নির্মোহ হতে পারত। কিন্তু সেদিকে বিএনপি যায়নি, হয়তো তাদেরও মনে হয়েছে, বঙ্গবন্ধুকে সামনে আনা যাবে না। সুতরাং মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধুকে আওয়ামী লীগ তাদের বয়ানে নেওয়ার দায় বিএনপির আছে।

চর্চার ভেতর দিয়ে বিএনপি ইতিহাসকে নিরপেক্ষ করতে পারত। খোদ জিয়াউর রহমান যখন নিজেও একটি লেখায় ৭ মার্চের ভাষণকে 'গ্রিন সিগন্যাল' হিসেবে চিহ্নিত করে গেছেন। ১৯৭৪ সালে সাপ্তাহিক বিচিত্রায় প্রকাশিত এক লেখায় জিয়াউর রহমান নিজেই লেখেন, বঙ্গবন্ধুর ভাষণই ছিল তার স্বাধীনতাসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রেরণা। বঙ্গবন্ধুকে জাতির জনকের স্বীকৃতি দিতে বিএনপির হীনমন্যতা থাকলেও ওই লেখায় জিয়া নিজেই শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির জনক বলে উল্লেখ করেন। শুধু তা-ই নয়, পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রামের নায়ক বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কীভাবে বিষোদগার করা হতো, তা-ও উঠে এসেছে জিয়ার লেখায়। প্রশ্ন হলো, তিনি কি পেরেছেন ইতিহাসকে রিসেট বাটনে টিপ দিতে? কিংবা ইতিহাসের অমোচনীয় সত্যকে খারিজ করে দিতে পেরেছেন?

বিএনপি ঘরানার অনেকে লেখেন, 'শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তিযুদ্ধ করেননি, সেই সময় তিনি পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ করেছেন জিয়াউর রহমান।' কথা হলো, বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী ছিলেন এবং ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের কারণেই। ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণা ও পরম্পরা কারও অজানা নয়।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক সেলিম রেজা নিউটন তার ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন, 'শেখ মুজিব ছিলেন দুজন। প্রথমজন স্বাধীন বাংলাদেশের অবিসংবাদিত স্থপতি। দ্বিতীয়জন খোদ সংবিধান জখম করে একদলীয় শাসন কায়েম করা একনায়ক।' এ বিশ্লেষণের মধ্যে একধরনের অবস্থান বোঝা যায়। বিষয়টি বাতিল না করে ঘটনাপরম্পরার সঠিক বিশ্লেষণ তুলে ধরা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

বঙ্গবন্ধু যদি কারও হাতে চরমভাবে নিগ্রহ হয়ে থাকেন, সেটা হলো শেখ হাসিনার সরকার। একদিকে তার ছিল দুঃশাসন, অন্যদিকে প্রতিনিয়ত বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের আওয়ামী বয়ান। বঙ্গবন্ধুর অপ্রয়োজনীয় পুনঃপুন উপস্থাপনের ফলে তাকে টক্সিক করে ফেলা হয়েছিল। শেখ হাসিনা সব অপশাসন এ ন্যারেটিভের চাদরে ঢাকতে চেয়েছিলেন। শেখ হাসিনার সরকার বঙ্গবন্ধুকে একক সম্পদে পরিণত করেছিল। জনগণের ভেতর বঙ্গবন্ধুকেন্দ্রিক মালিকানাবোধ সৃষ্টি করতে দেয়নি। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে পাঠ্যপুস্তক থেকে শুরু করে নানা মাধ্যমে পুনঃপুন উপস্থাপন করেছেন। এতে বঙ্গবন্ধু মানুষের কাছ থেকে ক্রমে দূরে সরে গেছেন। প্রশ্ন হলো, সারা দেশে এত এত বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনী বিতরণ করা হলো, সেগুলোর ফল কী হলো? মদ্দা কথা হলো, শেখ হাসিনা তার ন্যারেটিভগুলো চূড়ান্ত বিচারে দাঁড় করাতে পারেননি। শেখ হাসিনার পতন মূলত তার ন্যারেটিভের পতন।

চার।

খুব বেশি দূরে নয়। কেউ ফখরুদ্দিন-মইন ইউ আহমেদের কথা ভুলে যাবেন না। রিসেট বাটনে টিপ দিতে গিয়ে তাদের পরিণতি কোন পর্যায়ে গেছে, এটা স্মরণে রাখুন। ইতিহাস যত পুরোনো হোক, সেটাকে নিশ্চিহ্ন করে কেউ কোনো জন-আকাঙ্ক্ষা পূরণে সুবিধা করতে পারেনি। কেউ অতীত মুছতে পারে না। সেটা কোনো শুভ প্রচেষ্টা নয়। কিন্তু আমরা বর্তমানে দাঁড়িয়ে অতীত মুছতে তৎপর হয়েছি। অতীত যখন মুছতে থাকি, তখন মূলত ভবিষ্যৎ এসে খুন হয় বর্তমানের ভেতর। ভবিষ্যৎ শূন্য হওয়ার আশঙ্কায় তৈরি হয়। ইতিহাসের এটাই সবচেয়ে বড় মাজেজা, ইতিহাস থেকে কেউ কেউ শিক্ষা নেয় না। মনে রাখতে হবে, রিসেট থাকলে রিবুটও আছে।

প্রশ্ন হলো, জন-আকাঙ্ক্ষাটা কী? আমরা প্রকৃতপক্ষে জন-আকাঙ্ক্ষার দিকে দৃষ্টি মেলাতে পারছি? নাকি কতগুলো সংস্কার, সুশাসন নামক পুরানো শব্দবন্ধীর দিকে আটকা পড়ছি। যেখানে মানুষ তার নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের নিশ্চয়তা পাচ্ছে না, জননিরাপত্তার প্রশ্নটা যেখানে এখনো ঝুলন্ত আছে। বাজার অর্থনীতি ঠিক রাখা, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখা, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটানো, প্রতিহিংসা প্রতিহত করা এবং মানুষের বাকস্বাধীনতা ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার মতো কাজগুলো খুব সতর্কভাবে করতে হবে। না হলে সরকারের সংস্কার উদ্যোগগুলো মুখথুবড়ে পড়বে-যা দেশকে আরেকটি অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দেবে। মনে রাখতে হবে, পরিবেষ্টিত ছাত্র বা শিক্ষার্থীই তো জনমানস নয়, এর বাইরে একটা বৃহৎ জনগোষ্ঠী আছে, তাদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি কই?

একদিনের একটা ঘটনা বলি। সপ্তাহখানেক আগের কথা। একটা বাইকে মোহাম্মদপুর যাচ্ছিলাম, যেতে যেতে আলাপে জিনিসপত্রের দাম বাড়া নিয়ে বেশ উষ্মা পেলাম ওই বাইকচালকের। তিনি যেটা বললেন, এটা আমার কাছে মারাত্মক ব্যাপার মনে হলো। হয়তো আমি তার মতো এমনটা ভাবিনি। সেই বাইকচালক বললেন, "এই যে 'সংস্কার-সংস্কার' করছে সরকার, সংস্কার আসলে কারা করছে, আমরা জনগণ কই? আমরা কি ধরনের সংস্কার চাইছি, এটা তো কেউ জানতে চাইছে না। সংস্কারটা আসলে সুশীল সমাজে চাপিয়ে দেওয়া এক ধরনের পাণ্ডিত্য। আমরা জনগণ সেগুলো খালি গিলবো।"

ক্ষমতায় থাকতে আওয়ামী লীগের নেতারা মনে করতেন তারাই বাংলাদেশ। এখনো কি সেই অবস্থা চলছে? চেহারায়ও বদলাল, কিন্তু চরিত্রে বদলাল না। আগে আমরা শুনেছি সোনার বাংলা ও চেতনার কথা, এখন শুনছি অন্তর্ভুক্তিমূলক রাষ্ট্রের কথা। প্রশ্ন হলো, কাদের অন্তর্ভুক্তি? সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম জিইয়ে রেখে, পাহাড়ে সেনাশাসন অব্যাহত রেখে, সমাজে ভিন্নমত দমন করে, মুক্তিযুদ্ধের সময় মানবতাবিরোধী অপরাধ যারা করেছে তাদের সমাদর করে, এলজিবিটি কমিউনিটির মানুষের অমর্যাদা দেখিয়ে, কোন ধরনের অন্তর্ভুক্তি চাওয়া হচ্ছে এখন? বলা হচ্ছে সিভিলাইজেশন স্টেটের কথা, যার মূলে রয়েছে আধুনিক জাতিরাষ্ট্রকে ছাপিয়ে উঠে সভ্যতা, ইতিহাস ও সংস্কৃতির ওপর ভর দিয়ে নতুন ধরনের রাষ্ট্রীয় দর্শনের ভিত্তি স্থাপন করা। এখন সিভিলাইজেশন স্টেটের উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ভারত, চীন ও ইরানের কথা। সেসব দেশে কি মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে? বাংলাদেশে হয়েছে। বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে জাতিসত্তার উন্মেষ এবং তারই ধারাবাহিকতায় জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা থেকে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর প্রতিষ্ঠা হয়েছে বাংলাদেশ।

পাঁচ।

জন-আকাঙ্ক্ষা থেকে গণবিস্ফোরণ। ফলে শেখ হাসিনার পতন ছিল তার অনিবার্য পরিণতি। এটিই মূল ঘটনা। যে ঘটনার পরম্পরায় সামনে পেছনে কাঙ্ক্ষিত-অনাকাঙ্ক্ষিত আরও অনেক ঘটনাই ঘটেছে। একক কোনো গোষ্ঠী এর পুরোপুরি কৃতিত্ব বা কুশীলব নয়। এ ঘটনা সম্পাদনে এক অভূতপূর্ব শুভশক্তি সমাবেশে যেমন জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও প্রতিরোধ ছিল, আত্মোৎসর্গ করতে নিঃশঙ্কোচিত্ত তারুণ্য ছিল, রাজনৈতিক দল ও সংগঠনগুলোর দীর্ঘদিনের সংগ্রাম ছিল, তেমনি শেখ হাসিনা সরকারের সীমাহীন দুরাচার, লুণ্ঠন, একরোখা গোঁয়ার্তুমি ছিল। আর ছিল অশুভ শক্তি সাম্রাজ্যবাদের ম্যাটিকুলাস তৎপরতা, পেইড অ্যাক্টিভিস্টিং। মূল ঘটনাকে সংহত করতে আমরা নিশ্চয়ই সংশ্লিষ্ট সব শুভ শক্তিকে মহিমান্বিত করব। কিন্তু একই সঙ্গে অশুভ শক্তি সাম্রাজ্যবাদ ও তার অনুচর উগ্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর তৎপরতাকেও ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করব। মুশকিল হচ্ছে, অনেকেই জেনেশুনে সাম্রাজ্যবাদের বিষপেয়ালা গ্রহণ করেছেন। বিশেষ এবং সামগ্রিক বিবেচনাকে গুলিয়ে ফেলেছেন। অশুভ শক্তির প্রসঙ্গ আলোচনায় শুভ শক্তিকে খাটো করা হবে বলে আলাপ দিচ্ছেন। কিন্তু অশুভের উপাদান ৯৯ শতাংশ হলেও তা কখনোই ১ শতাংশ শুভকেও ম্লান করতে পারে না। আদতে তারা নানা কুযুক্তিতে সাম্রাজ্যবাদের ম্যাটিকুলাস অনুপ্রবেশকে আড়াল করতে চাইছেন। অথচ বিশ্বইতিহাসে যেখানেই সাম্রাজ্যবাদের উপস্থিতি, সেখানেই অবশ্যম্ভাবী দুর্যোগ আছড়ে পড়েছে। দেশের নতুন রাজনৈতিক এ বাস্তবতায় আমদের সতর্ক থাকা প্রয়োজন। আমরা ফ্যাসিজমের পুনরুত্থান চাই না, তেমনি সাম্রাজ্যবাদের মুখচোরা, সুবিধাভোগীদেরও ঘৃণা করতে চাই। কিন্তু ঘৃণার বাতাবরণ নয়।

হাবীব ইমন : রাজনৈতিক বিশ্লেষক।

সিলেটে সাবেক মেয়র ও এমপিসহ ২৫৮ জনের বিরুদ্ধে মামলা

সিলেট অফিস : সিলেট নগরীর বন্দরবাজারস্থ আবু তুরাব জামে মসজিদের সামনে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ও অস্ত্র নিয়ে আন্দোলনকারীদের উপর হামলার অভিযোগ সাবেক আইমন্ত্রী আনিসুল হক, সিসিক'র সাবেক মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী, সিলেট-৫ আসনের সাবেক এমপি হুসাম উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলি, সিলেট-৩ আসনের সাবেক এমপি হাবিবুর রহমান হাবিবসহ ৫৮ জনের নাম উল্লেখ করে মোট ২৫৮ জনের নামে মামলা হয়েছে।

সোমবার (২৮ অক্টোবর) দুপুরে সিলেট কোতোয়ালি মডেল থানায় দণ্ডবিধির ১৪৮/১৪৯/৩২৩/৩২৫/৩২৬/৩০৭/১০৯/১১৪ ধারায় এই মামলাটি দায়ের করেন নগরীর লালবাজার এলাকার বাসিন্দা মো. আক্তার আলী।

মামলার আসামীরা হলেন সিলেট-৩ আসনের সাবেক এমপি হাবিবুর রহমান হাবিব, যুবলীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. আহমদ আল কবির (৫৫), সিলেট-৫ আসনের সাবেক এমপি হুসাম উদ্দিন চৌধুরী, গোলাপগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি লুৎফুর রহমান (৫৬), সিলেট সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী (৫০), সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক (৬০), সাবেক আইনমন্ত্রীর ঘনিষ্ট সহচর ইউসুফ মিয়া (৪৮), আওয়ামী লীগ নেতা নূর আহমদ ওরফে নূর মুহাম্মদ (২৭), হেদায়েত হোসেন খোকন (৪৫), জেলা ছাত্রলীগ নেতা তানিম আহমদ (২৪), পারভেজ হোসেন (২৫), আওয়ামী লীগ নেতা ইয়াকুল ইসলাম (৪০), যুবলীগ নেতা বোরহান আহমদ (৪০), আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল হান্নান (৪৫), জেলা ছাত্রলীগ নেতা রিফাত আহমদ লিমন (২৮), হাবিবুর রহমান (৪৫), সিফাত আহমদ (২৫), আফতাব মিয়া (৫০), ৭নং ওয়ার্ড মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি নাজমা আক্তার নাজু (৩৭), আওয়ামী লীগ নেতা মো. সাবু মিয়া (৫২), রুহেল আহমদ আনছার (৪০), সিহাব বখত (৩৫), সিলেট জেলা মৎস্যজীবী লীগ সভাপতি হেলাল আহমদ চৌধুরী ওরফে কানা হেলাল (৬০), ছাত্রলীগ নেতা রাশেদ আহমেদ সাহেদ (২৯), আওয়ামী লীগ নেতা নাইম আহমদ চৌধুরী (৪২), ওলামা লীগ নেতা নিজাম উদ্দিন (৪৫), যুবলীগ নেতা আব্দুল গফুর (৫০), মো. সাইদুর রহমান রাকিব (২৫), সাজ্জাদুর রহমান রাজীব (২৬), কাজল মিয়া (৪৪), ফখরুল ইসলাম ওরফে চুর ফখই (৬০), সাদেক আহমদ চৌধুরী (৩৫), শফিক আহমদ আদনান (৩০), তৌহিদুল ইসলাম (৩৫), মো. জিয়ায়ুল ইসলাম শানুর (৪০), সালিক আহমদ (৩৫), হেলাল মিয়া (৪০), মাহতাব উদ্দিন (৪৫), জাকির হোসেন (৩০), লাল মিয়া (৪৫), তারেক আহমদ (৩২), আব্দুর রহিম (৪০), হানফি আলী, কয়েস মিয়া (৪৫), হাবিবুর রহমান (৪০), রনি মিয়া (৩৮), সুবাস দাস (৪৭), আহবাব হোসেন তপু (৪৮), শামীম আহমদ ওরফে সীমান্তিক শামিম (৫২), জগলু মিয়া তালুকদার (৪০), আব্দুস সালাম (৪২), শফিকা বেগম দিলারা (৪৮), আব্দুল কালাম (৩৬), ইমাম উদ্দিন গনি (৫০), রেজান আহমদ প্রিন্স (৪৫), আহমেদ লিমন উরফে কুটি মনা (৩৩), সৈয়দ শামীম আহমদ (৪০)।

মামলায় মোট ৫৮ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

অজ্ঞাতপরিচয় আসামি করা হয়েছে ১০০ থেকে ২০০ জনকে।

হবিগঞ্জে মেহেদির রঙ মুছার আগেই প্রতিপক্ষ কেড়ে নিল প্রবাসীর প্রাণ

হবিগঞ্জ সংবাদদাতা : হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ উপজেলার ইনাতগঞ্জে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষের হামলায় সোহান আহমদ (২৩) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও দুইজন। সোমবার সন্ধ্যায় ইনাতগঞ্জ বাজারে হামলার ঘটনা ঘটে। নিহত সোহান উপজেলার ইনাতগঞ্জ ইউনিয়নের নোয়াগাঁও গ্রামের সিরাজ মিয়ার পুত্র। প্রায় ৮ বছর পর সৌদি আরব থেকে দেশে এসে সম্প্রতি বিয়ে করেন সোহান। হাতের মেহেদীর রঙ মুছার আগেই প্রাণ হারালেন তিনি। এ ঘটনায় নববধূ ও পরিবারের মাঝে চলছে শোকের মাতম। এ ঘটনায় আহতরা হলেন, সোহানের চাচাতো দুই ভাই সৌদি আরব প্রবাসী নুর আলমের পুত্র মোসাদ্দেক আলম (২৪) ও আবু সায়েদের পুত্র শহীদুল্লা (২৫)।

স্থানীয়রা জানান, ইনাতগঞ্জ ইউনিয়নের উমরপুর গ্রামের মৃত গিয়াস উদ্দিনের ছেলে নুরকাছ ও তার সহযোগীদের সাথে সোহানের তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে বাকবিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে সোহানের উপর হামলা চালায় নুরকাছ ও তার সহযোগীরা। এ সময় সোহানকে কুপিয়ে ও ছুরিকাঘাত করে শরীরের বিভিন্ন অংশ ক্ষত বিক্ষত করে নুরকাছ ও তার সহযোগীরা।

সোহানকে বাঁচাতে তার চাচাতো দুই ভাই এগিয়ে আসলে তাদেরকে ছুরিকাঘাত করা হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় সোহান ও মোসাদ্দেককে সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হলে রাত সাড়ে ৭টার সময় সোহানের মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত মোসাদ্দেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। এঘটনায় এলাকায় শোকের পাশাপাশি থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে।সিলেটের রেস্তোরাঁ

এ বিষয়ে নবীগঞ্জ থানার ওসি মো. কামাল হোসেন জানান, তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে দু'পক্ষের সংঘর্ষে একজন নিহত হয়েছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ রয়েছে।

সিলেটে গ্যাস খুঁজতে তেলের সন্ধান

সিলেট অফিস : সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেডের (এসজিএফএল) আওতাধীন ১২টি গ্যাসকূপ রয়েছে। আরও তিনটি নতুন কূপ খননে সম্প্রতি টেন্ডার হয়েছে। এতে গ্যাসের সন্ধান করতে গিয়ে মিলেছে তেল। সিলেট তামাবিল মেইর রোডে গোয়াইনঘাট উপজেলার আলীর গাঁও ইউনিয়নে ১০ নম্বর কূপ খননের সময় গ্যাসের পাশাপাশি তেলের সন্ধান পাওয়া গেছে। কূপটি গ্যাস উত্তোলনের জন্য ইতোমধ্যে প্রস্তুত করা হয়েছে। শিগগিরই এই গ্যাস যোগ হবে জাতীয় গ্রিডে। পাশাপাশি ওই কূপের পাশেই শুধু তেলের জন্য আরেকটি কূপ খনন করার প্রস্তুতি প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে। এমন আশার কথা জানিয়েছেন এসজিএফএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী মো. মিজানুর রহমান।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সিলেট গ্যাসক্ষেত্রের ১০ নম্বর কূপে প্রতি ঘণ্টায় ৩৫ ব্যারেল তেলের প্রবাহ পাওয়া গেছে। যা থেকে প্রতিদিন প্রায় ৮০০ ব্যারেল তেল উৎপাদন হবে। ধারণা করা হচ্ছে, ওই এলাকায় প্রায় ১৫-২০ মিলিয়ন ব্যারেল তেল মজুত থাকতে পারে। তাই এই তেল উত্তোলনে সরাসরি তেল কূপ খননের উদ্যোগ নিচ্ছে সরকার।

এসজিএফএলের দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, নতুন এই কূপ খননের লক্ষ্যে ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে ২৫৬ কোটি টাকা। ইতোমধ্যে 'সিলেট-১২ নম্বর কূপ (তেল কূপ) খনন' নামে একটি প্রকল্প প্রস্তাব বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশনে পাঠানো হয়েছে। এ ব্যাপারে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভায় সিদ্ধান্ত হলে এসজিএফএল অক্টোবর ২০২৪ থেকে জুন ২০২৬ পর্যন্ত মেয়াদের মধ্যে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে।

জ্বালানি বিশেষজ্ঞ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বদরুল ইসলাম বলেন, ভূতাত্ত্বিক গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশ গ্যাসের জন্য সম্ভাবনাময়। গ্যাসের পাশাপাশি তেলেরও সম্ভাবনা আছে। তবে গ্যাসের তুলনায় তেলের স্তর ছোট।

তিনি জানান, ১৯৮৬ থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত মোট ৫ লাখ ৫০ হাজার ব্যারেল তেল উৎপাদিত হয়েছিল সিলেটে আবিষ্কৃত দেশের প্রথম তেল কূপ থেকে। বর্তমানে বাংলাদেশে কোনো সক্রিয় তেল কূপ নেই। অথচ দেশে বর্তমানে বছরে তেলের চাহিদা প্রায় ৭২ লাখ টন। সিলেটে কূপ খনন হলে এটা হবে বিরাট সম্ভাবনার।

অধ্যাপক বদরুল বলেন, তবে তেলক্ষেত্রে শুধু খনন করলেই হবে না। যথাযথ প্রক্রিয়ায় উত্তোলন করা জরুরি। আন্তর্জাতিকমানের প্রক্রিয়া অনুসরণ করা না হলে তেল কূপের মতো গুরুত্বপূর্ণ খনির অনেক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।

কূপ খনন বিশেষজ্ঞদের মতে, এসজিএফএলের ১০নং কূপের দেড় হাজার মিটার নিচের স্তরে মিলেছে 'ক্রুড' বা অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের মজুত। বাকি সব স্তর শুধু গ্যাসের। 'ড্রিল স্টিম টেস্ট' বা 'ডিএসটি' চলাকালে কূপটিতে ঘণ্টায় ৩৫ ব্যারেল তেলের প্রবাহ নিশ্চিত হওয়া গেছে।

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী মো. মিজানুর রহমান বলেন, গ্যাসের পর আমরা তেলের কূপে হাত দিচ্ছি। এখানে আশানুরূপ তেল পাওয়া গেলে আমদানি নির্ভরতা কমবে।

দেশে গিয়ে দলের শোকজ খেলেন যুক্তরাজ্য বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কয়ছর

সিলেট অফিস : বাংলাদেশ জাতীয়বাদী দলের (বিএনপি) যুক্তরাজ্য শাখার সাধারণ সম্পাদক কয়ছর এম আহমেদকে কারণ দর্শানোর (শোকজ) নোটিশ দিয়েছে দলের কেন্দ্রীয় দফতর। রোববার বিএনপির কেন্দ্রীয় দফতর শোভাযাত্রা পরিহার করার জন্য কেন্দ্রীয়সহ তৃণমূল নেতাকর্মীদের নির্দেশ দিয়েছে বিএনপি। এছাড়াও পোস্টার, ব্যানার, ফেস্টুন প্রদর্শন করা থেকে নেতাকর্মীদের বিরত থাকার জন্যও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

থেকে শোকজের চিঠি পাঠানো হয়েছে বলে গণমাধ্যমকে একটি সূত্র নিশ্চিত করেছে।

জানা গেছে, কয়েকদিন আগে তার নিজ এলাকা সুনামগঞ্জে মোটর শোভাযাত্রা করে কর্মসূচি পালন করায় তাকে শোকজ করা হয়েছে। এর আগে দীর্ঘ এক যুগ পর গত ২০ অক্টোবর দেশে ফিরেন কয়ছর এম আহমদ।

গত ৮ সেপ্টেম্বর এক চিঠিতে জনগণকে দুর্ভোগের মধ্যে না ফেলে মোটরসাইকেল বহর বা অন্য কোনো যানবাহনের দলটি বলেছে, যেহেতু বিএনপি জনসম্পৃক্ত একটি রাজনৈতিক দল, সেহেতু জনগণের সমস্যা হয়- এমন কাজ থেকে নেতাকর্মীদের বিরত থাকতে হবে। জাতীয় নির্বাহী কমিটি, চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা কাউন্সিল, সব সাংগঠনিক জেলা ও মহানগর এবং এর সব অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনকে দুই বার্তা দিয়ে এ সংক্রান্ত চিঠি পাঠানো হয়।

সেই হিসেবে দলীয় শৃঙ্খলা ও নির্দেশ অমান্য করে শোকজ হলেন যুক্তরাজ্য বিএনপির এ নেতা।

সিলেটে ব্রিটিশ যাত্রী আটক, অতঃপর...

সিলেট অফিস : অতিরিক্ত খাবার চাওয়া নিয়ে তুলকালাম কান্ড ঘটেছে ম্যানচেস্টার থেকে সিলেটে আসা এক বিমান যাত্রীর সাথে। ইএ-২০৮ ফ্লাইটে আসা ওই যাত্রীর নাম ফয়েজ আহমেদ। তার বাড়ি ফেঞ্চুগঞ্জে। বিমানে খাবার চেয়ে সময়মতো না পেয়ে ওই যাত্রী হট্টগোল করেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

তবে, বিমান কর্তৃপক্ষের অভিযোগ ওই যাত্রী, ক্রু ও পাইলটের সাথে অসদাচরণ করেছেন। পরে বিষয়টি গড়ায় থানা পুলিশ পর্যন্ত। পুলিশ দু'পক্ষের বক্তব্য শুনে জিডি'র মাধ্যমে ওই ব্রিটিশ নাগরিককে পরিবারের জিম্মায় ছেড়ে দেয়। গত সোমবার বিকেলে সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এ ঘটনা ঘটে।

ওসমানী বিমানবন্দরের একটি সূত্র জানায়, যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টার থেকে ছেড়ে আসা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ইএ-২০৮ ফ্লাইটটি সিলেট এয়ারপোর্টে ট্রানজিট দিয়ে ঢাকায় হযরত শাহজালাল (র.) বিমানবন্দরে যাবার কথা ছিল। ওই ফ্লাইটের যাত্রী ছিলেন ফয়েজ আহমদ। তার ঢাকায় যাবার কথা ছিল। অভিযোগ রয়েছে, উড়ন্ত অবস্থায় কয়েকজন যাত্রীর সঙ্গে অসদাচরণ করেন ওই ব্যক্তি।

গণঅভ্যুত্থান সংক্রান্ত বিশেষ সেল গঠন করলো সরকার

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের ইতিহাস সংরক্ষণ, শহীদ ও আহতদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা চূড়ান্তকরণ, আহতদের চিকিৎসা এবং তাদের পরিবারকে সহায়তা দিতে এবার 'বিশেষ সেল' গঠন করেছে সরকার। ১০ সদস্যের এই সেলের দলনেতা অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা নাম রাখা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সিনিয়র সচিব বিশেষ সেলের কার্যক্রম নিয়মিতভাবে তত্ত্বাবধান করবেন বলে অফিস আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে।

গত সোমবার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের অধীনে এ সেল গঠন করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে অফিস আদেশ জারি করা হয়েছে। অফিস আদেশে বলা হয়, জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের ইতিহাস সংরক্ষণ, শহীদ ও আহতদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা চূড়ান্তকরণ, আহতদের চিকিৎসা এবং তাদের পরিবারকে সহায়তা দিতে গত ১৭ অক্টোবর অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের সিদ্ধান্তে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের আওতায় এ 'গণ-অভ্যুত্থান সংক্রান্ত বিশেষ সেল' গঠন করা হলো। সেলে উপ-সচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব পর্যায়ের চারজন কর্মকর্তা, চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি দু'জন, ছাত্র প্রতিনিধি আব্দুল্লাহ সালেহীন অয়ন ও সিনথিয়া জাহিন আয়েশা এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের পিআইডির একজন প্রতিনিধি সদস্য হিসেবে থাকবেন। বিশেষ সেল জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের শহীদদের তালিকা পূর্ণাঙ্গ করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনা করবে এবং এক্ষেত্রে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সংগৃহীত তালিকার ধারাবাহিকতায় অন্যান্য সূত্রে প্রাপ্ত তালিকা বিবেচনায় নিয়ে যাচাই-বাছাইপূর্বক তালিকাভুক্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বিশেষ সেল শহীদদের তালিকা চূড়ান্ত করতে সম্ভাব্য সব উৎস থেকে নতুন তথ্যাদি সংগ্রহ করার উদ্যোগী ভূমিকা পালন করবে এবং প্রয়োজনে তথ্য সংগ্রহের জন্য দেশের বিভিন্ন জায়গায় সরেজমিন তথ্যানুসন্ধানে যাবে ও স্থানীয় সংশ্লিষ্টদের সহায়তা গ্রহণ করবে।

অফিস আদেশে আরো বলা হয়, জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানে আহতদের হাসপাতালে সুচিকিৎসা পেতে সহায়তা করবে এবং শহীদ ও আহতদের পরিবারকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয়া ছাড়াও গুরুতর আহতদের প্রয়োজনে বিদেশে চিকিৎসার বিষয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে উদ্যোগ নিতে সহায়তা করবে এ সেল। বিশেষ সেল জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানে গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সংগ্রহ ও সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি এ জন্য তথ্যানুসন্ধ্যান ও ডকুমেন্টেশনের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং গণ-অভ্যুত্থানের ছবি, ভিডিও, বক্তব্য, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশিত নিবন্ধ, রিপোর্ট সংগ্রহ করবে। ক্লাউড সোর্স থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, যাচাই-বাছাই এবং সংরক্ষণ করবে। এক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসন নিবিড়ভাবে সহযোগিতা করবে বলে অফিস আদেশে জানানো হয়েছে।

বিশেষ সেল জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের ডকুমেন্টারি তথা তথ্যচিত্র তৈরি করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে। গণমাধ্যমে এ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রকাশিত সংবাদের তথ্য যাচাই করে ব্যবস্থা নেবে এবং ভুল তথ্যের বিষয়ে প্রতিবাদলিপি পাঠিয়ে সঠিক তথ্য তুলে ধরবেন। সেলের কার্যক্রম পরিচালনার প্রয়োজনীয় অর্থ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে সময়ে সময়ে ন্যস্ত অর্থ বিভাগের মঞ্জুরি থেকে নির্বাহ হবে। অর্থ বিভাগ এ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করবে। এর আগে গত ১৫ আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানে আহতদের চিকিৎসা ও শহীদ পরিবারকে সহায়তা দিতে একটি নীতিমালা প্রণয়ন এবং শহীদ ও আহত ব্যক্তিদের পরিচিতিসহ একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা করতে কমিটি গঠন করেছিল স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ।

বাতিল হচ্ছে পলাতক পুলিশ কর্মকর্তাদের অফিসিয়াল পাসপোর্ট!

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনামলে বিতর্কিত ও স্বৈরাচার হাসিনার দোসর হিসেবে পরিচিত ছিলেন পুলিশের বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা। এছাড়া বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন দমাতে হত্যা নির্যাতন চালিয়ে নতুন করে বিতর্কিত হয়েছেন আরও অনেকেই।

পলাতক হাসিনা সরকারের অন্যতম দোসর হিসাবে চিহ্নিত প্রভাবশালী পুলিশ কর্মকর্তারা এখনো ধরা ছোঁয়ার বাইরে। গাঢাকা দেয়া কর্মকর্তারা যেন দেশ ছেড়ে পালাতে না পারেন, এ কারণে তাদের পাসপোর্ট বাতিল হচ্ছে। ইতোমধ্যে পাসপোর্ট বাতিলের প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। এসব পুলিশ কর্মকর্তার নাম ও তাদের জাতীয় পরিচয়পত্র চেয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চিঠি দিচ্ছে পাসপোর্ট অধিদপ্তরে। এই চিঠি পুলিশ সদরদপ্তর থেকে নাম ও পরিচয়পত্র সংযুক্তসহ অধিদপ্তরে এলেই তা কার্যকর হবে। পাসপোর্ট অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল নুরুল আনোয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

পাসপোর্ট বাতিল হওয়া কর্মকর্তাদের মধ্যে পুলিশের বিশেষ শাখার সাবেক অতিরিক্ত আইজিপি মনিরুল ইসলাম, ডিএমপির সাবেক কমিশনার হাবিবুর রহমান, ডিআইজি হারুনুর অর রশিদ, অতিরিক্ত ডিআইজি বিপ্লব কুমার সরকারসহ আরও অনেকেই আছেই এই তালিকায়।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, পুলিশের পলাতক কর্মকর্তাদের তালিকায় শীর্ষে আছেন ডিএমপির সাবেক অতিরিক্ত কমিশনার ডিআইজি হারুন অর রশীদ। এখনো চাকরিচ্যুত নন পুলিশ সদর দপ্তরের এই তালিকায় তাকে এক নম্বরে রাখা হয়েছে। ৫ আগস্টের আগে-পরে সংগঠিত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর গুলিতে হতাহতের ঘটনায় দায়ের করা মামলায় আসামির তালিকায়ও তিনি শীর্ষে। এসব মামলার মধ্যে ২০১১ সালে যে ঘটনাকে কেন্দ্র এই কর্মকর্তা লাইমলাইটে আসেন সেই তৎকালীন বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ বিএনপি নেতা জয়নাল আবদিন ফারুককে নির্যাতনের মামলাও আছে। জয়নাল আবদিন ফারুক নিজেই বাদী হয়ে শেরেবাংলা নগর থানায় মামলা করেন। এ পর্যন্ত আলোচিত এই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ৩৮ মামলায় তার নাম পাওয়া গেছে। সর্বশেষ এই কর্মকর্তা ডিএমপি ডিবির অতিরিক্ত কমিশনার হিসাবে বেশি সমালোচিত হন। ৫ আগস্টের পর থেকে তাকে আর প্রকাশ্যে দেখা যাচ্ছে না। তবে তিনি দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছেন বলে আলোচনা হয়। জালিয়াতির মাধ্যমে নেয়া এই কর্মকর্তা তার অফিসিয়াল পাসপোর্ট ছেড়ে সাধারণ পাসপোর্ট গ্রহণ করেছেন। তার এই পাসপোর্টও বাতিল হয়ে যাবে বলে সূত্র বলছে।

পুলিশ সদস্যদের পলাতক তালিকায় আলোচিত পাঁচ জন অতিরিক্ত ডিআইজি। তাদেরও কর্মস্থলে অনুপস্থিত হিসেবে দেখানো হয়েছে।

পলাতক পুলিশ কর্মকর্তাদের মধ্যে দ্বিতীয় সারিতে আছেন ডিএমপির সাবেক অতিরিক্ত কমিশনার বিপ্লব কুমার সরকার। ছাত্র-জনতাসহ নারকীয় হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় তার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে ২৭টি। ৫ আগস্টের পর তাকেও আর পাওয়া যায়নি। কথিত রয়েছে, এই কর্মকর্তাও ভারতে পালিয়ে গেছেন।

এ ছাড়া কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন অতিরিক্ত ডিআইজি প্রলয় কুমার জোয়ার্দার, অতিরিক্ত ডিআইজি খন্দকার নুরুন্নবী, অতিরিক্ত ডিআইজি এস এম মেহেদী হাসান ও অতিরিক্ত ডিআইজি সঞ্জিত কুমার রায়। যাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে ৫ আগস্টের আগে-পরে সংঘটিত হতাহতের ঘটনায় একাধিক মামলা করা হয়েছে।

অসুস্থতার আবেদন করে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন অতিরিক্ত ডিআইজি উত্তম কুমার পাল, এসপি আবু মারুফ হোসেন, শাহ নুর আলম পাটোয়ারী, র‍্যাবের সাবেক অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রওশানুল হক সৈকত, এএসপি মফিজুর রহমান পলাশ, এএসপি আরিফুজ্জামান, এএসপি আল ইমরান হোসেন, এএসপি ইফতেখার মাহমুদ। চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন বহুল আলোচিত আরেক অতিরিক্ত ডিআইজি মো. মনিরুজ্জামান।

এ ছাড়া এএসপি জন রানা ৫ আগস্টের আগেই চাকরি ছেড়ে দেয়ার তথ্য জানিয়েছে পুলিশ সদর দপ্তর। তিনি ২ আগস্ট পুলিশের চাকরি থেকে ইস্তফা দেন। রংপুর ডিআইজি কার্যালয় থেকে সেটি পুলিশ সদর দপ্তর হয়ে ২৮ আগস্ট স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখায় পাঠানো হয়। পলাতক ১৮৭ জনের এই তালিকায় পাঁচ জন পরিদর্শকও আছেন। এ ছাড়া ১৪ জন এসআই, ৯ জন এএসআই, ৭ জন নায়েক এবং ১৩২ জন কনস্টেবল রয়েছেন। এই কনস্টেবলদের মধ্যে দুজন নারী সদস্যও আছেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পুলিশ সদর দপ্তরের এক কর্মকর্তা বলেন, যেসব কর্মকর্তা পালিয়ে আছেন তাদের গ্রেপ্তারে সারা দেশে পুলিশের অনেক টিম কাজ করছে। যেকোনও মূল্যেই তাদের আইনের আওতায় আনার চেষ্টা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের রাজনীতি করার নৈতিক অধিকার নেই : ডা. শফিকুর রহমান

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, বাংলাদেশে রাজনীতি করার নৈতিক অধিকার আওয়ামী লীগের নেই। যারা জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল তারা নির্বাচনে ভোট চাইবে কার কাছে? তাদের কোনো নৈতিক অধিকার নেই। রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবরের নিহতদের স্মরণে আয়োজিত ঢাকা মহানগর দক্ষিণ জামায়াতের আলোচনা এবং দোয়া মাহফিলে গত সোমবার প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

ডা. শফিকুর রহমান বলেন, আওয়ামী লীগ দেশকে একটা জাহান্নামে পরিণত করেছিল। সেই আওয়ামী লীগ এখন মাথা উঁচু করার চেষ্টা করছে। ১৯৯৬ সালে অতীতের অপরাধের জন্য তারা হাতজোড় করে বিনা শর্তে মাফ চেয়ে বলেছিল, আমাদের একবার ক্ষমতায়

আসার সুযোগ দিয়ে দেশপ্রেম প্রকাশের সুযোগ দিন। জনগণ তাদের সে সুযোগ দিয়েছিল, সেবার ক্ষমতায় এসে তারা কাড়িকাড়ি লাশ আর ছোপ ছোপ রক্ত উপহার দিয়েছিল। তাদের দলীয় প্রধান বলেছিলেন, কেউ যদি তাদের দলের একটা লাশ ফেলে, তাহলে তারা ১০টা লাশ ফেলবেন। অবাক করা বিষয়, দেশের প্রধান নির্বাহী বিনা বিচারের লাশ ফেলার কথা বলছেন। এবার বলেনি কিন্তু করেছেন। জাতির উপর রাগ মেটাতে নিরীহ মানুষদের হত্যার পর লাশ পেট্রোল দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছেন। তারা নাকি আবার এদেশে রাজনীতি ও নির্বাচন করতে চায়।

ডা. শফিকুর রহমান বলেন, ২০০৬ সালের ২৮শে অক্টোবর থেকে শুরু করে ২৪-এর ৫ই আগস্ট পর্যন্ত প্রত্যেকটি হত্যার বিচার করতে হবে। তিনি প্রশ্ন করে বলেন, কে পালায়, চোর পালায়, ডাকাত পালায়, লুটেরা, গুমকারী এবং ধর্ষক পালায়। কোনো ভাল মানুষ পালায় না। বিচারের রায় তো তারা পালিয়ে গিয়ে নিজেরাই দিয়ে দিয়েছেন। এখন বিচারিক প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হয়তো বিচার শেষ করতে পারবে না। কিন্তু শুরুটা করতে হবে। এই বিচারের প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে ২০০৬ সালের ২৮শে অক্টোবর থেকে। যেদিন লগি-বৈঠার তাণ্ডবে দেশ, রাজনীতি, সমাজ তার পথ হারিয়েছিল। মানবতার মৃত্যু হয়েছিল। ২০০৬ সালের ২৮শে অক্টোবর থেকে শুরু করে ২০২৪ সালের ৫ই আগস্ট পর্যন্ত যাদের হত্যা করা হয়েছে, প্রত্যেকটি হত্যার বিচার করতে হবে। তিনি বলেন, দৃশ্যত স্বৈরাচার শেখ হাসিনা ও তার দল ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট তাদের কর্মফল পেয়েছেন। তিনি দেশ থেকে পালিয়ে গেছেন। তার সঙ্গী-সাথীরা পালানোর চেষ্টায় আছেন। কেউ চুরি করে পালিয়েছেন, কেউ পালাতে গিয়ে ধরা পড়েছেন। একজন মানুষ হিসেবে এর থেকে মৃত্যু শ্রেয় ছিল। কোনো রাজনীতিবিদের জন্য পালানো মানায় না। রাজনীতি করবেন রাজকীয় মন নিয়ে, দেশের জন্যে। রাজকীয় মন ও দেশের জন্য রাজনীতি করলে আপনাকে পালাতে হবে কেন? চোর-ডাকাত, খুনি, লুটেরা, ধর্ষক, গুমকারী পালায়। কোনো ভালো মানুষ পালায় না।

দক্ষিণ আমীর মো. নূরুল ইসলাম বুলবুলের সভাপতিত্বে সভায় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস, জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার, নায়েবে আমীর অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য সাইফুল আলম খান মিলন প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

বাংলা পোস্ট

Bangla Post
Unit - S7, The Whitechapel Centre
85 Myrdle Street, London E1 1HL
Tel: News - 0203 674 7112
Sales - 0203 633 2545
Email: info@banglapost.co.uk
Web: www.banglapost.co.uk

Honorary Chairman
Sheikh Md. Mofizur Rahman
Founder & Managing Director
Taz Choudhury
Marketing Director
Sayantan Das Adhikari

Board of Director
Kamruz Zaman Shuheb

Advisers
Mahee Ferdhaus Jalil
Tafazzal Hussain Chowdhury
Shofi Ahmed
Abdul Jalil

Editor in Chief
Taz Choudhury
Editor
Barrister Tareq Chowdhury
News Editor
Hasan Muhammad Mahadi
Head of Production
Shaleh Ahmed
Sub Editor
Md Joynal Abedin
Marketing Manager
Mahfuzur Choudhury

Sylhet Bureau Chief
Hasanul Hoque Uzzal
Birmingham Correspondent
Atikur Rahman

Sylhet Office
Abdul Aziz Zafran
Dhaka Office
Md Zakir Hossen

স্থানীয় সরকারকে সচল রাখতে হবে

উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন ও পার্লামেন্টেও নির্বাচিত প্রতিনিধি নাই। মানুষ সেবা থেকে অনেকটা বঞ্চিত। ৫ আগস্ট ক্ষমতার পালাবদলের পর অন্যান্য স্থানীয় জনপ্রতিনিধির সঙ্গে অনেক ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধেও মামলা দেওয়া হয়েছে। এ কারণে তাঁরা কেবল নিজ নিজ কর্মস্থলে অনুপস্থিত নন, গ্রেপ্তার এড়াতে পালিয়েও বেড়াচ্ছেন।

ইউপি চেয়ারম্যানরা বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতা বিতরণের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত থাকেন। ওয়ারিশ সনদ, চারিত্রিক সনদ, জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধনের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো ইউনিয়ন পরিষদ থেকে হয়ে থাকে। স্থানীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডেও তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের বরাতে খবরে বলা হয়, ৫ আগস্টের পর থেকে সারা দেশে ১ হাজার ৪১৬ জন ইউপি চেয়ারম্যান কার্যালয়ে অনুপস্থিত, যা মোট ইউপির এক-তৃতীয়াংশ। তাঁদের বেশির ভাগের নামে হত্যা মামলা হয়েছে। অনেকে গ্রেপ্তারের আতঙ্কে আছেন। আবার কেউ কেউ হামলা হওয়ার আশঙ্কায় কার্যালয়ে যাচ্ছেন না।

কেন এই অবস্থা তৈরি হলো? যেসব ইউপি চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে মামলা (বেশির ভাগই হত্যা মামলা), তাঁদের পক্ষে কি যথেষ্ট তথ্যপ্রমাণ আছে? বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন হয়েছে মূলত শহরাঞ্চলে, যা সিটি করপোরেশন ও পৌরসভার মধ্যে। জানা যায়, এসব মামলার বেশির ভাগই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও ব্যক্তিগত রেষারেষির কারণে।

সংকট উত্তরণে সরকার সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নে সরকারি কর্মকর্তাদের খণ্ডকালীন নিয়োগ দিয়েছে। কিন্তু সেটা খুব কার্যকর হয়নি। বেশ কয়েকটি ইউনিয়নে গিয়ে কার্যালয়ে তাঁদের কাউকে পায়নি। এ অবস্থায় সেবাপ্রার্থীরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করেও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার দেখা পাননি। আরেক খবরে বলা হয়, গরিব মানুষের ভাতা দেওয়ার কাজও বন্ধ আছে ইউপি চেয়ারম্যানদের অনুপস্থিতিতে।

বর্তমান সরকার ইতিমধ্যে সিটি করপোরেশন, পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদের জনপ্রতিনিধিদের বরখাস্ত করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্যদেরও বাদ দেওয়ার চিন্তাভাবনা চলছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) ভেঙে দিলে কিংবা চেয়ারম্যানদের অপসারণ করলে প্রান্তিক পর্যায়ে সরকারি সেবা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হতে পারে। গ্রামে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতিরও আশঙ্কা রয়েছে। তাই নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও সদস্যদের (মেম্বার) অপসারণ না করার দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ ইউনিয়ন পরিষদ অ্যাসোসিয়েশন।

ইউপিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা স্থানীয় পর্যায়ে সরকারের সহযোগী এবং প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে কাজ করে থাকেন। পরিষদ ভেঙে দিলে সরকারি সেবাদান ব্যাহত হবে। জনগণের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত কাজ করতে চান। সে জন্য অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে সহযোগিতা চান তাঁরা।।গ্রামে বিভিন্ন সালিস, নতুন সড়ক নির্মাণ, পুরোনো সড়ক সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউপি থেকে হয়ে থাকে। স্থানীয় সরকারের সর্বশেষ এ স্তরেও যদি সরকার হাত দেয়, তাহলে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।আত্মগোপনে থাকলেও ইউনিয়ন সচিবদের সঙ্গে চেয়ারম্যানরা যোগাযোগের মাধ্যমে দাপ্তরিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছেন। যদিও কিছুটা সময় লাগছে। প্রতিটা ইউনিয়ন পরিষদে প্যানেল চেয়ারম্যান থাকার কথা থাকলেও কয়েকটি ইউনিয়নে প্যানেল চেয়ারম্যান নেই। যেসব ইউনিয়নে প্যানেল চেয়ারম্যান আছে তাদের মধ্যে প্যানেল চেয়ারম্যানও পালিয়ে গেছেন। স্থানীয় সরকারবিশেষজ্ঞ ড. তোফায়েল আহমেদ প্রশাসক নিয়োগ দেওয়া ঠিক হবে না জানিয়ে বলেন, যেসব ইউপি চেয়ারম্যান অনুপস্থিত, সরকারের উচিত হবে প্রথমে তাঁদের নোটিশ দেওয়া। একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাঁদের পরিষদে উপস্থিত হওয়ার সময় বেঁধে দেওয়া। এ সময়ে না এলে আসন শূন্য ঘোষণা করা। তারপর সদস্যদের মধ্য থেকে একজনকে চেয়ারম্যান নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে। বাংলাদেশ ইউনিয়ন পরিষদ অ্যাসোসিয়েশন বলছে, ইউপি ভেঙে দিলে কিংবা চেয়ারম্যানদের অপসারণ করলে প্রান্তিক পর্যায়ে সরকারি সেবা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে।

কমলা হ্যারিস যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট হতে পারবেন কি?

একেএম শামসুদ্দিন

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আর মাত্র আট দিন বাকি। নির্বাচনি প্রচারের শেষ মুহূর্তে ভোটের জন্য ছুটে বেড়াচ্ছেন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ডেমোক্রেটিক দলের কমলা হ্যারিস ও রিপাবলিকান দলের ডোনাল্ড ট্রাম্প। অনুমান করা হচ্ছে, এবারের নির্বাচনে দোদুল্যমান অঙ্গরাজ্যগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এক জরিপে দেখা গেছে, সাতটি দোদুল্যমান অঙ্গরাজ্য উভয় প্রার্থীর মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা হবে। এ অঙ্গরাজ্যগুলো হলো-পেনসিলভানিয়া, মিশিগান, নর্থ ক্যারোলিনা, অ্যারিজোনা, উইসকনসিন, নেভেদা এবং জর্জিয়া। এ অঙ্গরাজ্যগুলোর প্রতিটি ভোটের জন্য ছুটতে হচ্ছে কমলা হ্যারিস ও ডোনাল্ড ট্রাম্পকে। তাদের লক্ষ দোদুল্যমান অঙ্গরাজ্যগুলোর ভোটারদের আস্থা অর্জন করা। ডেমোক্রেটিক ও রিপাবলিকান উভয় দলই মনে করছে, দোদুল্যমান ভোটাররা যার দিকে ঝুঁকবেন, তার জন্য হোয়াইট হাউজের যাওয়ার পথ সুগম হবে। এবার দেখা যাচ্ছে, দোদুল্যমান অঙ্গরাজ্যগুলোর ডেমোক্রেটিক বলয়ে থাকা লাতিন ভোটারদের টানতে ব্যর্থ হয়েছেন কমলা। এর আগে লাতিন ভোটারদের মধ্যে ডেমোক্রেটিক প্রার্থীদের প্রতি যেমন সমর্থন ছিল, কমলার ক্ষেত্রে তা অনেক কম। তবে কৃষ্ণাঙ্গ নারীদের মধ্যে তার প্রতি সমর্থন বেশি। ২১ অক্টোবর রয়টার্স/ইপসোসের এক জরিপে দেখা গেছে, নিবন্ধিত ভোটারদের মধ্যে ৪৬ শতাংশ কমলা হ্যারিসকে ভোট দেবেন। অপরদিকে ৪৩ শতাংশ ভোটার ডোনাল্ড ট্রাম্পের পক্ষে মত দিয়েছেন। এর আগে তাদেরই করা জনমত যাচাইয়ে কমলা হ্যারিসকে ৪৫ ও ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ৪২ শতাংশ ভোটার সমর্থন জানিয়েছিলেন। তবে ভোট সমীক্ষা সংস্থা ইমারসন কলেজের জনমত রিপোর্টে কমলা হ্যারিস ও ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমর্থনের পার্থক্য আরও কমে এসেছে। তাদের রিপোর্ট অনুযায়ী, ৪৯ শতাংশ ভোটার কমলা হ্যারিসকে বেছে নিয়েছেন। অন্যদিকে ট্রাম্পের প্রতি ৪৮ শতাংশ ভোটার সমর্থন জানিয়েছেন। পাশাপাশি এবিসি নিউজের জরিপ বলছে, ৪৮ শতাংশ কমলা হ্যারিস ও ট্রাম্প ৪৬ শতাংশ ভোটারের সমর্থন পেয়েছেন। জনমত জরিপের এ ফল ডেমোক্রেটিক দলের সমর্থকদের কিছুটা চিন্তা বাড়াবে মনে করা হচ্ছে। এ কারণেই রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, দোদুল্যমান সাতটি অঙ্গরাজ্যের ভোটারদের ভোট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।

যুক্তরাষ্ট্রে জরুরি কাজ, স্বাস্থ্যগত সমস্যা, প্রয়োজনে অন্য অঙ্গরাজ্যে গমন অথবা অন্য কোনো কারণে কেউ ভোটের দিন নির্ধারিত ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত থাকতে না পারলে আগাম ভোট দেওয়ার নিয়ম আছে। এ আগাম ভোট সশরীরে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে অথবা ডাকযোগেও দেওয়া যায়। যুক্তরাষ্ট্রে ভোট দেওয়ার এটি একটি সাধারণ প্রক্রিয়া। নির্বাচনের দিন ভোটকেন্দ্রে ভিড় এড়াতে এ আগাম ভোট দেওয়ার পদ্ধতি সে দেশে একটি কার্যকর উপায় হিসাবে বিবেচিত। তাতে ভোটের দিনে ভোটকেন্দ্রে অতিরিক্ত চাপ কম হয় এবং নির্ধারিত দিনে নির্বিঘ্নে ভোটগ্রহণ করা যায়। সে দেশের রাজনৈতিক দল এবং তাদের প্রার্থীরা আগাম ভোটের ব্যাপারে উৎসাহী। কারণ, তাতে তারা নির্বাচনের আগেই জানতে পারেন তাদের প্রত্যাশিত ভোটটি পেয়ে গেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় প্রতিটি অঙ্গরাজ্যেই কোনো না কোনোভাবে আগাম ভোটের ব্যবস্থা রয়েছে, যদিও প্রতিটি অঙ্গরাজ্যেই নিয়ম ভিন্ন। যেমন-কোনো কোনো অঙ্গরাজ্যে, যাদের জরুরি কাজ বা প্রয়োজন আছে, তাদের ডাকযোগে ভোট দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। অন্য অঙ্গরাজ্যগুলোতে সব ভোটারকেই এ সুযোগ দেওয়া হয়। এবার ওয়াশিংটন ডিসিসহ ৪৭টি অঙ্গরাজ্যে আগাম ভোটের প্রস্তুতি চলছে। অঙ্গরাজ্যগুলোর মধ্যে শুধু আলাবামা, মিসিসিপি ও নিউ হ্যাম্পশায়ারে আগাম ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। আগাম ভোটগ্রহণ মূলত নির্বাচনের দুই সপ্তাহ আগে থেকে শুরু হয়; চলে ৩ নভেম্বর পর্যন্ত। ২৬ অক্টোবর, এ লেখা যখন লিখছি, তখন পর্যন্ত এবারের নির্বাচনে প্রায় ২ কোটি ৮০ লাখ ভোটার আগাম ভোট দিয়েছেন। সর্বশেষ তথ্য অনুসারে, যারা ভোট দিয়েছেন তাদের প্রায় ৪৩ শতাংশ নিবন্ধিত ডেমোক্রেট এবং ৩৯ শতাংশ হচ্ছেন নিবন্ধিত রিপাবলিকান।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করার ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব নির্বাচন পদ্ধতি আছে। সে দেশে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়া মানে ভাইস প্রেসিডেন্টও নির্বাচিত হয়েছে ধরে নেওয়া হয়। জাতীয় পর্যায়ের নির্বাচনি লড়াইয়ের বদলে জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয় একেকটি অঙ্গরাজ্যের নির্বাচনি লড়াইয়ের মাধ্যমে। জনসংখ্যার ভিত্তিতে সব অঙ্গরাজ্য ও ওয়াশিংটন ডিসির জন্য নির্ধারিত রয়েছে আলাদা আলাদা ইলেকটোরাল ভোট সংখ্যা বা 'ইলেকটোরাল কলেজ'। ইলেকটোরাল কলেজ মানে কর্মকর্তাদের একটি প্যানেল বা নির্বাচকমণ্ডলী। প্রতি চার বছর পরপর এটি গঠন করা হয়। কংগ্রেসে প্রতিনিধিত্বের অনুপাতে প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের নির্বাচকমণ্ডলীর সংখ্যা নির্ধারিত হয় সেই অঙ্গরাজ্যের সিনেটরের সংখ্যা এবং প্রতিনিধি পরিষদে প্রতিনিধির যোগফল মিলে। এ ক্ষেত্রে প্রতিটি অঙ্গরাজ থেকে দুজন সিনেটর এবং জনসংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধি পরিষদের প্রতিনিধি নির্ধারিত হয়। যেসব অঙ্গরাজ্যে জনসংখ্যা বেশি, সেসব অঙ্গরাজ্যে ইলেকটোরাল ভোটও বেশি। যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছে ৫০টি অঙ্গরাজ্য এবং একটি ফেডারেল ডিস্ট্রিক্ট অর্থাৎ রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসি। যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার ইলেকটোরাল ভোট সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, চুয়ান্ন। যেসব অঙ্গরাজ্যের জনসংখ্যা খুবই কম, তাদের হাতে অন্তত তিনটি ইলেকটোরাল ভোট আছে। যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে 'উইনার-টেক-অল' নীতি মেনে চলা হয়। অর্থাৎ যে অঙ্গরাজ্যে যে প্রার্থী সবচেয়ে বেশি মানুষের ভোট পাবেন, সেই অঙ্গরাজ্যে সব ইলেকটোরাল ভোট তার হয়ে যাবে। যেমন-ক্যালিফোর্নিয়ায় কমলা হ্যারিস ভোটারদের সরাসরি ভোটের ৫০.১ শতাংশ যদি পেয়ে যান, তাহলে তিনি সেখানকার ৫৪টি ইলেকটোরাল ভোটের সবই পেয়ে যাবেন। যুক্তরাষ্ট্রে সব অঙ্গরাজ্য এবং ওয়াশিংটন ডিসি মিলিয়ে মোট ইলেকটোরাল ভোট সংখ্যা ৫৩৮। প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য প্রার্থীকে এর অর্ধেকের চেয়ে একটি বেশি অর্থাৎ ২৭০টি ইলেকটোরাল ভোট পেতে হবে। কমলা হ্যারিস বা ডোনাল্ড ট্রাম্প যে কোনো একজন সারা দেশে কম ভোট পেলেও ইলেকটোরাল ভোটে এগিয়ে থেকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতে পারবেন। ২০১৬ সালে ডোনাল্ড ট্রাম্প যেমন হিলারি ক্লিনটন থেকে প্রায় ৩০ লাখ ভোটে পিছিয়ে থেকেও প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন।

ভোটের দিন যতই এগিয়ে আসছে, ডোনাল্ড ট্রাম্পের অসংলগ্ন কথাবার্তা ততই বেড়ে চলছে। নির্বাচনি প্রচারের শেষ সপ্তাহে এসেও ট্রাম্প অশ্লীল ও স্বৈরতান্ত্রিক ভাষায় বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কমলাকে ব্যক্তিগত আক্রমণও করছেন। **-১৩ *পাতায়***

সিলেটে ন্যাশনাল ব্যাংকে তালা দিলেন গ্রাহকরা

সিলেট অফিস : সিলেটের গোলাপগঞ্জে ন্যাশনাল ব্যাংক থেকে টাকা তুলতে না পারায় বিক্ষুব্ধ গ্রাহকরা ব্যাংকের গেটে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছেন। ফলে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন ব্যাংক কর্মকর্তারা।

সোমবার (২৮ অক্টোবর) দুপুরে গোলাপগঞ্জ পৌর শহরের চৌমুহনীতে এ ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, গত দুই মাস ধরে তারা ন্যাশনাল ব্যাংক পৌর শহরের চৌমুহনী শাখা থেকে প্রয়োজনীয় পরিমাণ টাকা তুলতে পারছেন না। যদিও গত সপ্তাহে পাঁচ হাজার টাকা তুলতে পেরেছিলেন। কিন্তু বর্তমানে সপ্তাহে তিন হাজার টাকা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তারপরও ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করার পরও টাকা না পেয়ে ফিরে যেতে হচ্ছে গ্রাহকদের।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সোমবার সকালে গ্রাহকরা ব্যাংকে টাকা তুলতে গেলে কর্মকর্তারা জানান, ব্যাংকে টাকা নেই এবং আসতে দেরি হবে। একপর্যায়ে ক্ষুব্ধ হয়ে গ্রাহকরা ব্যাংকের গেটে তালা ঝুলিয়ে দেন। পরে গোলাপগঞ্জ মডেল থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে গ্রাহকদের বুঝিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে।

ন্যাশনাল ব্যাংকের চৌমুহনী শাখার ব্যবস্থাপক মুজাম্মেল হক জানান, সারা দেশে তাদের ব্যাংকের মতো আরও ৮-১০টি ব্যাংকে টাকা সংকট দেখা দিয়েছে।

তিনি বলেন, আমরা গ্রাহকদের চাহিদা পূরণ করতে পারছি না, কারণ সেন্ট্রাল থেকে প্রয়োজনীয় পরিমাণ টাকা পাচ্ছি না। কবে নাগাদ এ সমস্যার সমাধান হবে সে বিষয়ে নির্দিষ্ট কিছু বলতে পারেননি তিনি।

এবার সিলেটে যৌথবাহিনীর সঙ্গে মাঠে আরিফ

বিশেষ সংবাদদাতা : প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সিলেট নগরে বিশৃঙ্খল অবস্থা ছিল। যে যার মতো চলেছেন। দেখারও কেউ ছিল না। পট পরিবর্তনে গা-ঢাকা দেন সাবেক মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী। পরে তার পদও চলে যায়। এরপর তিনি ভারত হয়ে চলে যান লন্ডনে। সাবেক মেয়রের সঙ্গে কাউন্সিলররাও পদ হারান। এ অবস্থায় সিটি করপোরেশনের কর্মকর্তারা রুটিন কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। নগরের পরিবেশ, পরিস্থিতি নিয়ে তেমন ভূমিকা রাখতে পারেননি। সিলেট সিটি করপোরেশনের প্রশাসক বিভাগীয় কমিশনার আবু আহমেদ সিদ্দিকী। তিনি অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করছেন। গুছিয়ে নিচ্ছেন সবকিছু। ধীরে ধীরে গতি ফিরছে সিটি করপোরেশনের কর্মকাণ্ডে। রোববার থেকে নগরের ৪২ ওয়ার্ডের দায়িত্ব নিয়েছেন সিটি করপোরেশনের ১৪ জন কর্মকর্তা। নাগরিক সুবিধা বাড়াতে তারা চলতি দায়িত্ব পালন করবেন। তবে; সিলেটে এই মূহূর্তে বড় সমস্যাটি হয়ে দাঁড়িয়েছে হকার সমস্যা।

৫ই আগস্টের প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নগরের হকার্স মার্কেট মাঠে থাকা হাজারো হকার আগের মতো সড়কে নেমে আসেন। নগরের ফুটপাথে বসান অস্থায়ী বাজারও। এতে নগরে বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখা দেয়। বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনিক উদ্যোগ শুরু হয়। এতে হস্তক্ষেপ করেন পুলিশ কমিশনার মো. রেজাউল করিম। শনিবার হকারসহ সিটি করপোরেশনের কর্মকর্তাদের নিয়ে বৈঠক করেন। সেখানে হকাররা কথা দিয়েছিলেন ফুটপাথ ছেড়ে হকার্স মাঠে চলে যাবেন। তাদের কথার সত্যতা পুরোপুরি মিলছে না। এখনো সড়কে রয়েছে হকারদের অবস্থান। বিকাল হলেই নগরের গুরুত্বপূর্ণ বন্দরবাজার, জিন্দাবাজার সহ কয়েকটি এলাকায় হকাররা সড়কে নেমে আসে। এতে নগরের পরিবেশে যেমনি বিশৃঙ্খলা হচ্ছে তেমনি যানজটও প্রকট হচ্ছে। বিশেষ করে বন্দরবাজার এলাকা পুরোপুরি অচল হয়ে পড়ে। হকাররা কথা না রাখায় রোববার থেকে নগরের ফুটপাথ উচ্ছেদে অভিযান শুরু করে যৌথবাহিনী।

সঙ্গে ছিলেন সিলেট সিটি করপোরেশনের কর্মকর্তারাও। যৌথবাহিনীর সদস্যরা মাঠে নামায় সড়কে থাকা হকাররা দিনের বেলা পিছু হটলেও সন্ধ্যার পর থেকে সড়ক দখলে নেয়। গত সোমবার সকাল থেকে যৌথবাহিনীর সদস্যরা ফের অভিযানে নামেন। সেই অভিযানে যোগ দেন সিলেটের সাবেক মেয়র ও বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আরিফুল হক চৌধুরী। তিনি সিলেট সিটি করপোরেশন ও যৌথবাহিনীর সহযোগী হিসেবে এসে মাঠে নামেন। এ সময় মাঠে সাবেক এই মেয়রকে দেখে কয়েকটি মার্কেটের ব্যবসায়ীরাও এগিয়ে আসেন। নগরের সিটি সুপার মার্কেট এলাকায় তারা অভিযান চালান। এ সময় দেখা যায় ওই মার্কেটের নিচতলার রাস্তা অবৈধভাবে দখল করে মালামাল রেখেছেন। পাশাপাশি দোকানের সামনের বিস্তৃত অংশও দখলে রেখে ব্যবসা করছিলেন। সাবেক মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী এ সময় ব্যবসায়ী নেতাদের সঙ্গে কথা বলেন। পরে আলোচনাক্রমে অবৈধ অংশটি সরিয়ে ফেলা হয়। অভিযানের সময় সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের উপ-পুলিশ কমিশনার (অতিরিক্ত দায়িত্ব ট্রাফিক) বিএম আশরাফউল্লাহ তাহের সাংবাদিকদের জানিয়েছেন- 'নগর পরিষ্কার করতে যৌথবাহিনীর সঙ্গে পুলিশও কাজ করছে। আমরা চাইছি নগরীর ফুটপাথ হকারমুক্ত হোক। এ কারণে সিটি করপোরেশন, সেনাবাহিনী ও পুলিশ একসঙ্গে অভিযান চালাচ্ছে।' তিনি বলেন- 'সিটি করপোরেশনের মার্কেটের অবৈধ অংশ ব্যবসায়ীরাই সরিয়ে ফেলেছেন।

তাদের সহযোগিতা করা হয়েছে। এদিকে নগরের এই জঞ্জাল দূর করতে পুলিশের ভূমিকা অগ্রণী বলে জানিয়েছেন সিলেট সিটি করপোরেশনের বিদ্যুৎ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. রুহুল আলম।

তিনি জানিয়েছেন- পুলিশের অ্যাকশন ঠিক থাকলে হকাররা সড়কে বসতে পারবে না। এজন্য পুলিশকে কঠোর হওয়ার আহ্বান জানান তিনি। বলেন- হকার নেতারা পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে বৈঠকে যে কথা দিয়ে এসেছিলেন- সে কথা কিছু কিছু দৃশ্যমান হচ্ছে। কয়েকজন ফুটপাথ ছেড়ে মাঠে গেলেও এখনো সড়কে অধিকাংশ হকারই রয়ে গেছেন। সিলেট সিটি করপোরেশনের প্রধান প্রকৌশলী নূর আজিজুর রহমান জানিয়েছেন- সিলেটের জঞ্জাল দূর করতে আমরা নগরবাসীর সহযোগিতা কামনা করেছি। এতে সাড়া দিয়ে সাবেক মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী সহযোগিতা করতে এগিয়ে এসেছেন। তিনিও অভিযানে সঙ্গে ছিলেন। সঙ্গে স্থানীয় ব্যবসায়ীরাও সহযোগিতা করেছেন। এ অভিযানে সিটি করপোরেশনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মতিউর রহমান সহ সিটি করপোরেশনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ছিলেন। তিনি বলেন- সিলেট সিটি করপোরেশনের হকার্স মার্কেট মাঠে হকারদের জন্য স্থান বরাদ্দ রয়েছে। ইতিমধ্যে হকাররা যেসব দাবি করেছিলেন সেসব দাবি পূরণ করা হয়েছে। সর্বশেষ নতুন একটি রাস্তা বের করার কাজ চলছে। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে সে কাজও শেষ হয়ে যাবে।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সিলেট জেলা ও মহানগর যুবদলের বর্ণাঢ্য র‍্যালি

সিলেট অফিস : বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের ৪৬ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সিলেট জেলা ও মহানগর শাখার উদ্যোগে বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করা হয়েছে।

সোমবার (২৮ অক্টোবর) বিকেল ৩টায় নগরীর রেজিস্টারি মাঠ থেকে র‍্যালিটি বের হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গিয়ে সমাবেশে মিলিত হয়।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, যুবদল তরুণদের শক্তি এবং তাদের আকাঙ্খার প্রতিনিধিত্ব করে। ১৯৭৮ সালে স্বাধীনতার ঘোষক জিয়াউর রহমানের হাতে গড়া এ দল প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকে দেশের যুবসমাজকে সংগঠিত করে গণতন্ত্র ও দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় অবিচলভাবে কাজ করছে।

বক্তারা বলেন, স্বৈরাচার হাসিনার পতনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল যুবদলের। সারাদেশে বিগত জুলাই-আগস্ট আন্দোলনে যুবদলের অনেক নেতাকর্মী শহীদ ও আহত হয়েছেন। এখন বৈষম্যহীন নতুন বাংলাদেশ বিনির্মানের লক্ষে সারাদেশের ন্যায় সিলেটেও সুসংগঠিত ও শক্তিশালী হচ্ছে যুবদল সহ জাতীয়তাবাদী শক্তি।

বক্তারা তারেক রহমানের দিকনির্দেশনায় আগামীর যেকোন আন্দোলন সংগ্রামে প্রস্তুত থাকার জন্য নেতাকর্মীদের আহবান জানান।

সিলেট জেলা যুবদলের সভাপতি এডভোকেট মোমিনুল ইসলাম মোমিনের সভাপতিত্বে এবং জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক মকসুদ আহমদ ও মহানগর সাধারণ সম্পাদক মির্জা মো. সম্রাট হোসেনের যৌথ পরিচালনায় সমাবেশে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মহানগর যুবদলের সভাপতি শাহ নেওয়াজ বক্ত চৌধুরী তারেক।

সমাবেশে প্রদান অতিথির বক্তব্য রাখেন সিলেট জেলা যুবদলের সাবেক সভাপতি ও কেন্দ্রীয় যুবদলের সাবেক সহ-সভাপতি আব্দুল মান্নান, সম্মানিত অতিথির বক্তব্য রাখেন সিলেট জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এডভোকেক এমরান আহমদ চৌধুরী, বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন সিলেট শহর যুবদলের সাবেক সভাপতি এমদাদ হোসেন টিপু, সিলেট জেলা যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মামুনুর রশিদ মামুন, জেলা যুবদলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক সাদিকুর রহমান সাদিক, সিলেট মহানগর যুবদলের সাবেক আহবায়ক নজিবুর রহমান নজিব, সিলেট জেলা যুবদলের সাবেক আহবায়ক সিদ্দিকুর রহমান পাপলু ও সিলেট জেলা যুবদলের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ফকরুল ইসলাম বাদল, সিলেট মহানগর যুবদলের সিনিয়র সহ সভাপতি তোফাজ্জল হোসেন বেলা, সিলেট জেলা যুবদলের সিনিয়র সহ সভাপতি আলমগীর বক্ত চৌধুরী সোয়েব, মহানগর যুবদলের সহ সভাপতি ময়নুল ইসলাম, মহানগর যুবদলের সহ সভাপতি সুহেল মাহমুদ, মহানগর যুবদলের যুগ্ম সম্পাদক এমদাদুল হক স্বপন,মহানগর যুবদলের যুগ্ম সম্পাদক কল্লোল জ্যোতি বিশ্বাস জয়, জেলা যুবদলের যুগ্ম সম্পাদক কারুজ্জামান হেলাল, জেলার সাংগঠনিক সম্পাদক মসরুল রাসেল। এছাড়াও র‍্যালি ও সমাবেশে জেলা ও মহানগর যুবদল এবং এর অধীন ১৩টি উপজেলা, ৫টি পৌর ও ৪২ টি ওয়ার্ডের নেতৃবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন ও বক্তব্য রাখেন।

টানা ৩য় বার বাফুফে'র সদস্য নির্বাচিত হলেন মাহি সেলিম

সিলেট অফিস : বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) নির্বাচন-২০২৪ এ কার্যনির্বাহী সদস্য পদে বিপুল ভোটে টানা তৃতীয়বার নির্বাচিত হয়েছেন সিলেটের মো. মাহি উদ্দিন আহমদ সেলিম। সিলেট জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদ্য সাবেক সাধারণ সম্পাদক, সিলেট বিভাগীয় ও জেলা ফুটবল এসোসিয়েশনের সভাপতি, বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক মো. মাহি উদ্দিন আহমদ সেলিম এর আগে দুইবার বাফুফে'র নির্বাচিত সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

গত ২৬শে অক্টোবর ঢাকার হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালে বাফুফের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে নির্বাহী কমিটির ২১ পদের মধ্যে ২০টির বিপরীতে নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন ৪৬ জন প্রার্থী। সভাপতি পদে ২ জন, ৪ সহসভাপতি পদে ৬ জন ও ১৫টি সদস্য পদে নির্বাচন করেছেন ৩৭ জন। সভাপতি পদে ১২৩ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন তাবিথ আউয়াল।

এদিকে, সিলেটের মো. মাহি উদ্দিন আহমদ সেলিম টানা তৃতীয়বার বাফুফের সদস্য নির্বাচিত হওয়ায় আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছেন সিলেট বিভাগীয় ও জেলা ফুটবল এসোসিয়েশন, ক্লাব কর্মকর্তা, সাবেক ও বর্তমান খেলোয়াড়বৃন্দসহ ক্রীড়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

তাঁর সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনায় বাংলাদেশের ফুটবল ও সিলেটের ক্রীড়াঙ্গন আবারো নবোদ্যমে উজ্জীবিত হয়ে উঠবে বলেও তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM

UK Charity No. 1126168

NGO Affairs Bureau Bangladesh
Registration No- 3052

MADRASHA &ORPHANAGE

UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

Welfare

Orphanage

Madrasah

Please Help supporting the poor & needy with your:

Lillah **Sadaqah** **Zakat** **Fitra**
Fidya **Kaffara** **Qurbani**

PROJECTS

Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00

Shops (permanent income for Orphanage)
Per Shop £2500.00

Class/Living Room for Orphanage
Per Room £3000.00

Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400
Minnow (Fishery), Tree plant £100

Ashab-e-Badr Fund
one off payment £700.00 x 313 Donor

CAN DONATE VIA :

Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324
UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608

For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

ব্রিকস কি বৈশ্বিক সংখ্যাগরিষ্ঠের জোট হতে পারবে

এ কে এম আতিকুর রহমান

২২ থেকে ২৪ অক্টোবর রাশিয়ার কাজান শহরে অনুষ্ঠিত হলো ব্রিকসের ১৬তম শীর্ষ সম্মেলন। ৩৬টি দেশের অংশগ্রহণে এই সম্মেলনে নেতৃত্ব দিলেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। ব্রিকস সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে চীনের প্রেসিডেন্ট শি চিনপিং, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান, দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসা, সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ বিন জায়েদ আল-নাহিয়ান, মিসরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ এল-সিসি এবং ইথিওপিয়ার প্রধানমন্ত্রী আবিই আহমেদ অংশ নিলেও ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুলা দা সিলভা অসুস্থতার কারণে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বৈঠকে যোগ দেন। এ ছাড়া সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন তুরস্ক, ভিয়েতনাম, আজারবাইজান, আরমেনিয়া, বেলারুশ, বলিভিয়া, কঙ্গো, লাওস, ফিলিস্তিন, উজবেকিস্তান, ভেনিজুয়েলাসহ প্রায় ২০টি দেশের রাষ্ট্র বা সরকার প্রধানরা। জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসও সম্মেলনে অংশ নেন। গত বছর জোহানেসবার্গ ব্রিকস সম্মেলনে বাংলাদেশ অংশ নিলেও এবার অংশ নেয়নি।

এবারের সম্মেলনের প্রতিপাদ্য বিষয় (থিম) ছিল 'বৈশ্বিক উন্নয়ন ও নিরাপত্তার জন্য বহুপক্ষীয়তাকে শক্তিশালী করা'। আমরা জানি, ব্রিকস জোটটির মূল লক্ষ্য হচ্ছে বিশ্বে শান্তি, নিরাপত্তা, উন্নয়ন এবং সহযোগিতার অগ্রগতি সাধন করা। বিদ্যমান বিশ্ব রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বাস্তবতায় ব্রিকসভুক্ত দেশগুলো এরই মধ্যে একটি বিকল্প বৈশ্বিক আর্থিক ব্যবস্থা, একটি বহুমুখী বিশ্ব এবং বৈশ্বিক বাণিজ্য ব্যবস্থার পুনর্গঠনের জন্য তাদের সমর্থন ঘোষণা করেছে। কাজান শীর্ষ সম্মেলনে ব্রিকস নেতারা বহুপক্ষীয়তার প্রচার, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই এবং অন্যান্য বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করার মতো বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেন। ক্রেমলিন থেকে এই সম্মেলনকে রাশিয়ার মাটিতে ইতিহাসের অন্যতম 'বড়মাপের পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক সম্মেলন' হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

অন্যান্য আন্তর্জাতিক সম্মেলনের মতো কাজান সম্মেলন চলাকালেও সাইডলাইনে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক দ্বিপক্ষীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

ওই সব বৈঠকে দ্বিপক্ষীয় বিষয়াদি ছাড়াও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ইস্যু নিয়েও নেতাদের মধ্যে কথাবার্তা হয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে ওই সব আলোচনায় নিজেদের মধ্যে বিদ্যমান সমস্যা যেমন প্রাধান্য পেয়েছে, তেমনি আন্তর্জাতিক সমস্যা, বিশেষ করে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, ফিলিস্তিনে ইসরাইয়েলের নৃশংসতা বা লেবাননে ইসরায়েলের আগ্রাসন ইত্যাদিও আলোচনায় উঠে এসেছে।

দুই.

শীর্ষ সম্মেলন শুরু হওয়ার আগে গত ১৮ অক্টোবর অনুষ্ঠিত ব্রিকস বিজনেস ফোরামের বৈঠকে প্রেসিডেন্ট পুতিন বলেন, '১৯৯২ সালে বৈশ্বিক অর্থনীতির ৪৫.৫ শতাংশ ছিল জি-৭-এর দখলে, ব্রিকস রাষ্ট্রগুলোর দখলে ছিল মাত্র ১৬.৭ শতাংশ। কিন্তু এখন? ২০২৩ সালে আমাদের জোটের (ব্রিকস) ভাগ এসে দাঁড়ায় ৩৭.৪ শতাংশে, আর তাদের ২৯.৩।' আগামী দিনে ব্রিকসের অংশ আরো বাড়বে বলেও পুতিন উল্লেখ করেন।

উন্নয়ন এবং সহযোগিতার অগ্রগতি সাধন করা। বিদ্যমান বিশ্ব রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বাস্তবতায় ব্রিকসভুক্ত দেশগুলো এরই মধ্যে একটি বিকল্প বৈশ্বিক আর্থিক ব্যবস্থা, একটি বহুমুখী বিশ্ব এবং বৈশ্বিক বাণিজ্য ব্যবস্থার পুনর্গঠনের জন্য তাদের সমর্থন ঘোষণা করেছে।

তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন, তাঁদের জোট এবং জোটের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী দেশগুলো নিয়ে হয়তো অচিরেই তাঁরা 'একটি নতুন বিশ্বব্যবস্থা' গড়ে তুলতে পারবেন। আর সে রকমটি হলে রাশিয়ার প্রতি পশ্চিমা বিশ্বের আচরণ অনেকটাই অর্থহীন হয়ে পড়বে। তবে এ কারণে জোটের অনেক সদস্যের, বিশেষ করে ছোট দেশগুলোর সঙ্গে পশ্চিমা বিশ্বের বিদ্যমান দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের তেমন একটা পরিবর্তন হবে বলে মনে হয় না।

তিন.

২৩ অক্টোবর তারিখে ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলন ২০২৪-এর 'কাজান ঘোষণা'টি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ঘোষণায় ১৩৪টি অনুচ্ছেদ রয়েছে। অনুচ্ছেদগুলোতে এমন কোনো বিষয় নেই, হোক সে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক বা নিরাপত্তা সংক্রান্ত, যা উঠে আসেনি। একটি ব্রিকস কি বৈশ্বিক সংখ্যাগরিষ্ঠের জোট হতে পারবেন্যায়সংগত এবং গণতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার জন্য বহুমুখীকরণকে জোরদার করার ক্ষেত্রে যেমন জাতিসংঘের, বিশেষ করে নিরাপত্তা পরিষদের, সংস্কারের বিষয়সহ তার অন্য অঙ্গসংগঠনগুলো, যেমনড় আইএমএফ, ডব্লিউটিও ইত্যাদির কার্যক্রম নিয়ে কথা হয়েছে; তেমনি জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি ছাড়াও বিশ্ব অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ওপর অবৈধ নিষেধাজ্ঞাসহ বেআইনি একতরফা জবরদস্তিমূলক পদক্ষেপের ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থাকে আরো অন্তর্ভুক্তিমূলক ও ন্যায়সংগত করার জন্য বৈশ্বিক অর্থনৈতিক শাসনসহ আর্থিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বর্তমান আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থার সংস্কারের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

ঘোষণায় বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা এবং নিরাপত্তা সহযোগিতা বৃদ্ধির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। ইউক্রেন প্রসঙ্গে সংলাপ ও কূটনৈতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে বিদ্যমান সংঘাতের শান্তিপূর্ণ সমাধানের বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে পরিস্থিতির অবনতি এবং মানবিক সংকট, বিশেষ করে গাজা উপত্যকায় ও পশ্চিম তীরে সহিংসতার আশঙ্কাজনক বৃদ্ধিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ এবং নিন্দা জানানো হয়। আরো উল্লেখ করা হয় যে ইসরায়েলি সামরিক আক্রমণের ফলে অসংখ্য বেসামরিক মানুষ নিহত ও আহত হচ্ছে, জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতি ঘটছে এবং বেসামরিক অবকাঠামোকে ব্যাপকভাবে ধ্বংস করা হচ্ছে। এ ছাড়া দক্ষিণ লেবাননের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে নিন্দা জানানোসহ অবিলম্বে সামরিক কর্মকাণ্ড বন্ধ করার আহ্বান জানানো হয়। সন্ত্রাস, অর্থপাচার, মাদকপাচার, দুর্নীতি ইত্যাদি বিষয় নিয়েও গুরুত্বসহকারে আলোচনা হয় এবং এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণে সবার সহযোগিতা কামনা করা হয়।

ঘোষণায় ব্রিকস গ্রেইন এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে একটি শস্য (পণ্য) ট্রেডিং প্ল্যাটফরম প্রতিষ্ঠা করা এবং পরবর্তীকালে এটিকে অন্যান্য কৃষি খাতে সম্প্রসারণ করা, ব্রিকস ক্রস-বর্ডার পেমেন্ট সিস্টেম এবং আর্থিক লেনদেনে স্থানীয় মুদ্রার ব্যবহারকে স্বাগত জানানো হয়। নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের কর্মকাণ্ডের উন্নয়ন ও পরিধি বৃদ্ধি, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, যোগাযোগব্যবস্থা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও গবেষণা, প্রযুক্তি, প্রশিক্ষণ, যুব উন্নয়ন, নারীদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভূমিকার উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়কেও কাজান ঘোষণায় অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

চার.

গত বছর জোহানেসবার্গ শীর্ষ সম্মেলনে পাঁচটি দেশকে (মিসর, ইথিওপিয়া, ইরান, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত) সদস্য করার সিদ্ধান্ত হলেও এবার কোনো দেশকেই সদস্য করা হয়নি। তবে ১৩টি দেশ; যথাড় আলজেরিয়া, বেলারুশ, বলিভিয়া, কিউবা, ইন্দোনেশিয়া, কাজাখস্তান, মালয়েশিয়া, নাইজেরিয়া, থাইল্যান্ড, তুরস্ক, উগান্ডা, উজবেকিস্তান ও ভিয়েতনামকে এই জোটের 'অংশীদার রাষ্ট্র' হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়। ব্রিকসের নীতি ও প্রণীত নিয়মাবলি অনুসরণে এসব দেশকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর হয়তো এ বছরের মধ্যে অথবা আগামী বছরের শীর্ষ সম্মেলনে যেসব দেশকে সদস্য করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে তার ঘোষণা আসবে। বাংলাদেশের সদস্য পদ লাভের সম্ভাবনা আপাতত দেখা যাচ্ছে না। হয়তো বা বাংলাদেশের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে তেমন কোনো প্রচেষ্টা চালানো হয়নি।

পাঁচ.

পুতিন যেমনটি বলেছেন যে মস্কো শান্তি উদ্যোগ বিবেচনা করার জন্য উন্মুক্ত এবং ব্রিকস নেতাদের মধ্যস্থতার প্রস্তাবকে স্বাগত জানায়। এ ক্ষেত্রে ভারত হয়তো মধ্যস্থতা করতে এগিয়ে আসতে পারে। জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস জাতিসংঘের সনদ, আন্তর্জাতিক আইন এবং সাধারণ পরিষদের রেজল্যুশনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ইউক্রেনে 'একটি ন্যায্য শান্তির' আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি গাজা, লেবানন ও সুদানে অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধেরও আহ্বান জানান। শীর্ষ সম্মেলনে অন্যান্য বিশ্বনেতাও লেবানন ও গাজায় ইসরায়েলের যুদ্ধ বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছেন। চীনের প্রেসিডেন্ট শি চিনপিং বলেছেন, 'আমাদের গাজায় যুদ্ধবিরতির জন্য চাপ অব্যাহত রাখতে হবে, দুই-রাষ্ট্র সমাধান পুনরায় চালু করতে হবে এবং লেবাননে যুদ্ধের বিস্তার বন্ধ করতে হবে। ফিলিস্তিন ও লেবাননে আর কোনো দুর্ভোগ ও ধ্বংস হওয়া উচিত নয়।' প্রেসিডেন্ট শি আশা প্রকাশ করেন, ব্রিকস দেশগুলো 'শান্তির জন্য স্থিতিশীল শক্তি' হতে পারে। আমরাও একই ধ্বনি উচ্চারণ করে অবশ্যই ওই সব সমস্যার একটি গ্রহণযোগ্য শান্তিপূর্ণ সমাধান আশা করি।

ব্রিকসের নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিশ্বকে কোন দিকে নিয়ে যায়, তা দেখার জন্য আরো কিছু সময় অপেক্ষা করতে হবে। সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পুতিন যেমন বলেছিলেন, 'একটি বহুমুখী বিশ্বব্যবস্থা গঠনের প্রক্রিয়া চলছে। এটি একটি গতিশীল এবং অপরিবর্তনীয় প্রক্রিয়া।' সেই প্রক্রিয়া বিদ্যমান বিশ্বব্যবস্থাকে, বিশেষ করে পশ্চিমা বিশ্বকে চ্যালেঞ্জ করে কতটুকু এগিয়ে যেতে পারে, তা নির্ভর করবে ব্রিকস সদস্য রাষ্ট্রগুলোর পারস্পরিক সহযোগিতা ও বিশ্বাস, আন্তরিকতা, অঙ্গীকার এবং কর্মপরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়নের ওপর। সর্বোপরি ব্রিকসকে একটি বৈশ্বিক সংখ্যাগরিষ্ঠের জোটে পরিণত করতে হবে। তবে পশ্চিমা প্রভাববলয় থেকে মুক্ত হতে ব্রিকসকে অবশ্যই কিছুটা সময় দিতেই হবে।

কমলা হ্যারিস যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট হতে পারবেন কি?

- ১০ পাতার পর

বিগত দুটো প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মতো এবারও জয়লাভের জন্য তিনি ইসলাম ও অভিবাসনবিরোধী প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন। অভিবাসীদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করতে গিয়ে ট্রাম্প যে অমার্জনীয় ভাষায় কথা বলছেন, তা নিজ দলের অনেকেই ভালোভাবে নিচ্ছেন না। ট্রাম্পের মুখের ভাষা এতই নোংরা, তিনি অভিবাসীদের আবর্জনা বলতেও দ্বিধা করছেন না। ট্রাম্প অ্যারিজোনায় এক নির্বাচনি জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন, 'আমরা আসলে বাকি বিশ্বের কাছে আবর্জনার পাত্রের মতো। ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রকে আবর্জনার পাত্র বলতে গিয়ে পক্ষান্তরে অভিবাসীদের আবর্জনার সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি এ বিষয়ে কমলা হ্যারিসকে দোষারোপ করে বলেছেন, 'কমলা হ্যারিস আসলে সেসব অপরাধীমনস্ক অভিবাসীর জন্য আমেরিকায় প্রবেশের দরজা খুলে দিয়েছেন, যারা বিশ্বের নানা প্রান্তের কারাগার এবং মানসিক পুনর্বাসন কেন্দ্র থেকে ছাড়া পেয়ে এখানে আশ্রয় নিয়েছে। অভিবাসীরা ট্রাম্পের কাছে এতই স্পর্শকাতর বিষয়, তিনি অভিবাসীদের দেহে 'খারাপ জিন' রয়েছে বলেও প্রচার করে বেড়াচ্ছেন।

ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি ফৌজদারি মামলা ঝুলছে। এরই মধ্যে ২০২০ সালের নির্বাচনের ফল পালটানোর চেষ্টা মামলার নথি প্রকাশ করলে তিনি বিচারক তানিয়া ছুকেনকে 'সবচেয়ে শয়তান ব্যক্তি' বলে অভিহিত করেছেন। নির্বাচনি ফল পালটানোর চেষ্টার মামলায় সংশোধিত অভিযোগ দাখিল করেন স্পেশাল কাউন্সেল জ্যাক স্মিথ। তারই একটি অংশ প্রকাশ করা হয়েছে। এজন্য ট্রাম্প স্মিথকে 'অসুস্থ কুকুরছানা' বলে সম্বোধন করেছেন। ট্রাম্পের এরূপ আচরণ নিয়ে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছেন, ট্রাম্প আবারও প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে যুক্তরাষ্ট্র একটি 'আনপ্রেডিক্টেবল' সরকার পাবে। কারণ ট্রাম্প এমন মানসিকতার একজন ব্যক্তি, তিনি কখন কী করে বসবেন, কারও জানার সুযোগ থাকবে না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ইসরাইল একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ইহুদিরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। মজার ব্যাপার হলো, ট্রাম্প ইসরাইলপন্থি হলেও ইহুদিবিদ্বেষী হিসাবেই পরিচিত। প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন ট্রাম্প আন্তর্জাতিক আইন অগ্রাহ্য করে জেরুজালেমে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস সরিয়ে নিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, ওয়াশিংটনে পিএলও'র অফিস তিনি বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তু সংস্থার জন্য আর্থিক অনুদানও বন্ধ করে দিয়েছিলেন ট্রাম্প। সম্প্রতি ইহুদিদের এক অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে বক্তব্য দিতে গিয়ে ট্রাম্প ডেমোক্রেটদের যেসব ইহুদি ভোট দেন, তাদের মাথা পরীক্ষা করার কথা বলেছিলেন। এর আগে তিনি ইহুদিদের ধর্মানুভূতিতে আঘাত দিয়ে বলেছিলেন, যারা ডেমোক্রেটদের ভোট দেন, তারা আসলে নিজের ধর্ম ও জাত পরিচয়কে ঘৃণা করেন। এসব কথা ইহুদি ভোটারদের আরও ক্ষেপিয়ে তুলেছে। ইহুদি নেতারা ট্রাম্পের এ বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন, ট্রাম্পের কথা বিদ্বেষপূর্ণ, যা কেবল অশ্রাব্য ভাষার প্রলাপের সঙ্গেই তুলনা চলে। অপরদিকে ইহুদিদের নিয়ে কমলা হ্যারিস বেশ আস্থাশীল। গত তিনটি নির্বাচনে সারা দেশে প্রায় ৭০ শতাংশ ইহুদি ডেমোক্রেটদের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। অপরদিকে যে মুসলিম ভোটারদের ডেমোক্রেট দলের ভোটব্যাংক হিসাবে ধরা হয়, এবার তার ব্যতিক্রম ঘটবে বলে মনে হচ্ছে। গাজা ও লেবাননে ইসরাইলের হামলা বন্ধে সরকারের ব্যর্থতা আরব বংশোদ্ভূত মুসলিমদের আঘাত দিয়েছে। বাইডেনের ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে কমলাকেও এ ব্যর্থতার দায়ভার নিতে হবে বলে তারা মনে করেন। এত প্রাণহানির কোনো জবাবদিহি নেই। এজন্য আরব-মুসলিমদের অনেকেই হয়তো কমলাকে ভোট দেওয়া থেকে বিরত থাকবেন। তবে তারা ট্রাম্পকে ভোট দেবেন এমন মনে করার কারণও নেই।

জনসমর্থনের পার্থক্য যদিও কমে আসছে, তারপরও রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করেন, খুব কম ভোটের ব্যবধানে হলেও কমলা হ্যারিসের যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এমন ধারণার কারণ হিসাবে বলা হচ্ছে, ২০১৬ সালে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে রিপাবলিকান দল পরাজয়ের ধারায় রয়েছে। ২০১৮ সালে প্রতিনিধি পরিষদে ডেমোক্রেটদের ভূমিধস জয়। ২০২২ সালে রিপাবলিকানরা মধ্যবর্তী নির্বাচনে বিব্রতকর অবস্থায় এসেছে। এসব নির্বাচন থেকে রিপাবলিকানরা শিক্ষা নেয়নি। আরও একটি বিষয়ে জোর দেওয়া হচ্ছে, তা হলো পরাজিত হয়ে ট্রাম্পকে একবার হোয়াইট হাউজ থেকে বেরিয়ে যেতে হয়েছে। তারা মনে করেন, যারা মানুষকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেন, যাদের মুখের ভাষা ও কাজের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকে না, তাদের কেউ দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় ফিরলে আরও কঠোর হন; যেন তাদের ক্ষমতা হারাতে না হয়। এজন্য তারা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও নিয়মকানুন ধ্বংস করতে শুরু করেন। এমন উদাহরণ পৃথিবীতে অনেক আছে। এসব বিবেচনায় ট্রাম্পের ভাবমূর্তিও তেমন স্বচ্ছ নয়। ২০১৬-২০ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকাকালীনই ট্রাম্প প্রেসিডেন্টের সাংবিধানিক ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা মানেননি। ট্রাম্প ইতোমধ্যে ঘোষণা করেছেন, তিনি তার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের দেখেন শত্রু হিসাবে। প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে তিনি তার প্রেসিডেন্সি পদের বিরোধিতাকারীদের দেখে নেবেন বলে হুঁশিয়ারও করেছেন। তার এ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তিনি যে হুমকি দিয়েছেন, তাতে এ ইঙ্গিতই মেলে, যদি ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন, তাহলে সরকারের ক্ষমতাকে তিনি বিপজ্জনক উপায়ে ব্যবহার করবেন। ট্রাম্পের এ প্রতিশোধপরায়ণ মনোভাব, সুস্থ রাজনীতির জন্য সুখকর নয়। এটা বরং যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্রের ওপর আঘাত হানবে। ভোট দেওয়ার সময় ভোটাররা নিশ্চয়ই এ বিষয়গুলোও বিবেচনা করবেন।

একেএম শামসুদ্দিন : অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা

আওয়ামী লীগসহ ১১টি দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধ চেয়ে করা রিট প্রত্যাহার

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : আওয়ামী লীগসহ ১১ রাজনৈতিক দলকে রাজনীতির বাইরে রাখতে চেয়ে করা রিট প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার (২৯ অক্টোবর) রিটকারীদের আইনজীবীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি ফাতেমা নজীব ও বিচাপতি মাহমুদুর রাজীর হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দিয়েছেন।

এই আদেশের পরে আদালতে রিটকারীদের আইনজীবী আহসানুল করিম সাংবাদিকদের বলেন, রিটকারীরা আর এটি চালাতে চান না। এ কারণে হাইকোর্ট রিট আবেদনটি কার্যতালিকা থেকে বাদ দিয়েছেন। একই সঙ্গে বিগত তিনটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের (দশম, একাদশ ও দ্বাদশ) বৈধতা নিয়ে করা রিটটিও না চালানোর কথা জানান তিনি।

এর আগে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টিসহ ১১টি রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণার নির্দেশনা চেয়ে করা রিট প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে বলেও জানান বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আব্দুল্লাহ ও অন্যতম সমন্বয়ক সার্জিস আলম।

দলগুলো হলো- আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, জাসদ, জাতীয় পার্টি (জেপি), তরিকত ফেডারেশন, গণতন্ত্রী পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি অব বাংলাদেশ, বিকল্পধারা, লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি, বাংলাদেশ সাম্যবাদী দল (এম-এল) (দিলীপ বড়ুয়া), বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)।

সোমবার আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টি (এরশাদ), জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, বিকল্পধারা বাংলাদেশ, তরীকত ফেডারেশন, কমিউনিস্ট পার্টি অব বাংলাদেশ, এলডিপিসহ ১১টি দলকে কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালানোর অনুমতি না দিতে অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশনা চেয়ে রিটটি করা হয়।

ওই রিটে আইনসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, নির্বাচন কমিশন ও পুলিশের মহাপরিদর্শকের প্রতি নির্দেশনা দেওয়ার আরজি জানানো হয়। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক সারজিস আলমসহ তিন জন রিটটি করেন। অপর দুজন হলেন মো. আবুল হাসনাত ও মো. হাসিবুল ইসলাম।

এছাড়াও দশম, একাদশ ও দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বৈধতা নিয়ে অপর একটি রিটও করেন তারা। এসব দল যেন আগামী নির্বাচনে অংশ নিতে না পারে, সে বিষয়ে হাইকোর্টের নির্দেশনা চাওয়া হয় রিটে।

রিটে দশম, একাদশ ও দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন বেআইনি ঘোষণা করা হবে না এই মর্মে রুল জারির নির্দেশনা চাওয়া হয়েছে। তিনটি নির্বাচনের গেজেট নোটিফিকেশন বাতিল চাওয়া হয়েছে রিটে। এই তিনটি নির্বাচনে যারা সংসদ সদস্য হয়েছিলেন তাদের সব সুযোগ-সুবিধা ফেরত নিতে বলা হয়েছে। ভবিষ্যতে এই ১১ দল যেন নির্বাচনে অংশ নিতে না পারে তার নির্দেশনা চাওয়া হয়েছে। যারা এমপি হয়েছিলেন তাদের বিরুদ্ধে কেন রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা দায়ের করার নির্দেশনা দেওয়া হবে না, তা জানতে চাওয়া হয়েছে।

রিটের ওপর আজ হাইকোর্টে শুনানি হওয়ার কথা ছিল। তারই আগেই এ সিদ্ধান্তের কথা জানান তারা। ১১টি দলের বিষয়ে করা রিটে জাতীয় পার্টি (মঞ্জু), গণতন্ত্রী দল, মার্ক্সিস্ট-লেলিনিস্ট (বড়ুয়া) ও সোসিওলিস্ট পার্টি অব বাংলাদেশকে বিবাদীও করা হয়।

রিটে উল্লেখ করা হয়- নির্বিচারে মানুষ হত্যা, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করা, বেআইনি প্রক্রিয়ায় অসাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য আওয়ামী লীগসহ ১১টি দলের সব ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধের কেন নির্দেশ দেয়া হবে না, এ বিষয়ে রুল চাওয়া হয়।

১১টি দলের সব ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধের পাশাপাশি ভবিষ্যতে সব ধরনের নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে দলগুলোকে বিরত রাখতে কেন নির্দেশ দেয়া হবে না, সে বিষয়েও রুল চাওয়া হয় রিটে। এর আগে দুটি রিট করার কথা জানিয়ে নিজেদের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে পোস্ট দেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আব্দুল্লাহ ও অন্যতম সমন্বয়ক সার্জিস আলম। আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ কিংবা নিবন্ধন বাতিলের বিষয়ে কোনো রিট করা হয়নি বলে জানান তারা।

নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে বিএনপি

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : যৌক্তিক সময়ে নির্বাচনের জন্য অন্তর্বর্তী সরকারকে তাগিদ দেওয়ার পাশাপাশি প্রস্তুতির অংশ হিসেবে সারাদেশে নির্বাচনী এলাকাগুলোয় সক্রিয় হয়ে উঠেছেন আগামী সংসদ নির্বাচনে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থীরা।

জনসংযোগের পাশাপাশি সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোতে যোগ দেওয়া এবং নিজ নিজ এলাকায় দলের প্রতিটি ইউনিটকে পুনর্গঠন করে সাংগঠনিক কার্যক্রম জোরদার করছেন তারা। এর মূল উদ্দেশ্য হলো আগামী নির্বাচনের জন্য দল ও নিজের অবস্থান সুসংহত করে রাখা।

দলটির নেতারা বলছেন গত পনেরো বছরে শেখ হাসিনা সরকারবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় থাকা দলের নেতাদের পাশাপাশি সমমনা রাজনৈতিক দলগুলোর যারা শীর্ষ নেতা আছেন তাদের সহায়তার জন্য কেন্দ্র থেকে তৃণমূলের নেতাদের চিঠি দিয়ে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

নির্বাচনে বিএনপি জিতলে 'সমমনা দলগুলোকে নিয়ে জাতীয় সরকার গঠন' এবং 'দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্টে'র ঘোষণা দিয়েছিলেন দলটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। এখন সম্ভাব্য সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে দেশজুড়ে বিএনপির প্রস্তুতি ও কর্মকাণ্ডে সেটিই প্রাধান্য পাচ্ছে।

সমমনা দলগুলোর শীর্ষ নেতাদেরও নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকায় বিএনপি যে সহযোগিতা করবে সেটি তাদেরকেও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তবে নেতারা বলছেন বিএনপির সার্বিক নির্বাচনী প্রস্তুতিতে এবার মূলত প্রাধান্য পাবে ২০১৮ সালের নির্বাচনে অংশ নেওয়া দলীয় প্রার্থী, বিশেষ করে বিএনপির সহযোগী সংগঠন ছাত্রদল থেকে উঠে আসা নেতারা। এছাড়া দলের সাবেক এমপিদের মধ্যে যারা আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন তারাও নির্বাচনের জন্য দলের বিবেচনায় থাকার ইঙ্গিত পেয়েছেন।

দলটির সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরাম জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাউদ্দিন আহমেদ বলছেন নির্বাচনমুখী দল হিসেবে নির্বাচন কেন্দ্রিক একটি প্রস্তুতি সবসময়ই দলের থাকে এবং সে অনুযায়ীই এখন তারা কাজ করছেন।

'নির্বাচনের প্রস্তুতি সবসময়ই আমাদের ছিল এবং এটি থাকেও। তবে সময়ে সময়ে এর নানাদিক আপডেট কিংবা কিছু পরিবর্তন হয়। সেগুলো আমরা করছি,' বলছিলেন তিনি।

প্রসঙ্গত, বিএনপি শেখ হাসিনা

সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত চলতি বছরের জানুয়ারির দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে অংশ নেয়নি। এর আগে ২০১৮ সালে দলটি অংশ নিয়েছিলো ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বাধীন জোটের অংশ হয়ে। ২০১৪ সালের নির্বাচন বর্জন করেছিল দলটি।

সাংগঠনিক যত প্রস্তুতি

বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল বলছেন অনেকগুলো ফ্যাক্টর বিবেচনায় রেখে দলের কার্যক্রম এখন এগুচ্ছে।

'আমাদের দলের চেয়ারম্যান বলেছেন নির্বাচনে জিতে বিএনপি ক্ষমতায় গেলে সবাইকে সাথে নিয়ে অর্থাৎ জাতীয় সরকার করে দল পরিচালনা করা হবে। যেসব দল আন্তরিকভাবে বিএনপির সাথে ছিল, তারাও সেই সরকারে থাকবেন। ফলে নির্বাচনী প্রস্তুতিতেও এ বিষয়টিও নিঃসন্দেহে বিবেচনায় থাকবে। কোনো কোনো এলাকায় তারাও দলের বিবেচনায় থাকবেন,' বলছিলেন তিনি।

মূলত ২০০৭ সালের জানুয়ারিতে ক্ষমতা হারানোর পর থেকেই দেশজুড়ে বিএনপির বেশিরভাগ কমিটি হয়েছে ঢাকা থেকে। ২০১৪ সালের নির্বাচনের পর থেকে দলের নেতারা মামলা ও হামলাসহ নানা কারণে এলাকায় অনিয়মিত ছিলেন কিংবা থাকতে পারেননি।

এ কারণে পাঁচই অগাস্টে রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিএনপির অনুকূলে আসার পর থেকেই দেশজুড়ে কমিটি পুনর্গঠনের কাজ শুরু করেছে দলটির হাইকমান্ড। এরই মধ্যে মাগুরা ও কুষ্টিয়াসহ কয়েকটি জেলা কমিটি বাতিল করা হয়েছে।

প্রায় নয় বছর পর কমিটি হয়েছে বরগুনায়। বিলুপ্ত করা হয়েছে খুলনার আহবায়ক কমিটি। কাজ চলছে নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর জেলার বিভিন্ন কমিটি নিয়ে।

'গত পনের বছরে আমরা কোনো এলাকায় সাংগঠনিক তৎপরতা চালাতে পারিনি। এখন প্রতিটি এলাকায় প্রতিটি ইউনিটিকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে। সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড জোরদার করা হচ্ছে। এর মাধ্যমেই নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত হবে দল,' বলছিলেন দলটির যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স।

দলের নেতারা বলছেন বিএনপির তিন সহযোগী সংগঠন যুবদল, ছাত্রদল ও স্বেচ্ছাসেবক দল সারাদেশে যৌথভাবে প্রতিটি জেলায় যৌথ কর্মী সভা করছে, যার মূল উদ্দেশ্য ভবিষ্যৎ নির্বাচনকে সামনে রেখে তারেক রহমানের নির্দেশনা প্রতিটি জেলায় পৌঁছে দেওয়া।

তিনটি সংগঠনের শীর্ষ নেতারা জেলা পর্যায় সফর করে এসব সমাবেশগুলো সমন্বয় করছেন। এর ফলে মাঠ পর্যায়ে তরুণ নেতাকর্মীরা তাদের করণীয় সম্পর্কে বার্তা পাচ্ছেন বলে মনে করছেন দলের নেতারা।

নির্বাচনী প্রস্তুতি যেভাবে চলছে

মূলত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকেই বিএনপির সাবেক মন্ত্রী ও এমপিসহ বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা, ২০১৮ সালের নির্বাচনের প্রার্থীরা এবং নতুন করে আগ্রহী প্রার্থীরা নিজ নিজ এলাকায় ব্যাপক গণসংযোগ শুরু করেছেন।

দক্ষিণাঞ্চলীয় একটি উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা রেজাউর রহমান বলছেন তার এলাকার বিএনপির সাবেক এমপি নির্বাচনী প্রস্তুতির অংশ হিসেবে ব্যাপক জনসংযোগ শুরু করেছেন।

'গত দশ বছর আমাদের দলের সাবেক এমপি এলাকায় আসতে পারেননি। ঢাকায় তার সাথে দেখা করতে যাওয়ার অপরাধে আমাদের এলাকায় আওয়ামী লীগ কর্মীদের হামলার শিকার হতে হয়েছিলো। এবার ৮ আগস্ট তিনি এলাকায় এসেছেন। বন্যা ও পূজার সময় নিজে এলাকায় থেকে কাজ করেছেন। তিনি থাকায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিও নিয়ন্ত্রণে ছিল। পুরো এলাকায় জনসংযোগ ও দলীয় অনুষ্ঠানে অংশ নিচ্ছেন তিনি,' বলছিলেন রেজাউর রহমান।

সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স বলছেন, বিএনপি দলীয় সাবেক এমপি বা মন্ত্রীরা কেউই গত দশ বছরে তাদের নিজ এলাকায় গিয়ে দলীয় বা সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে পারেননি।

'হাজার হাজার নেতাকর্মী মামলার শিকার হয়েছে। এখনো অনেকে জেলে। প্রতিটি এলাকায় নেতাদের মামলার জট থেকে বের করে আনার কাজ চলছে,' বলছিলেন তিনি। এছাড়া সাম্প্রতিক বন্যা ও পূজার সময় দলের সাবেক এমপি বা সম্ভাব্য প্রার্থীরা নিজ নিজ এলাকায় ব্যাপক তৎপরতা চালিয়েছে বলেও জানান তিনি।

কারা প্রাধান্য পাচ্ছেন

দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাদের সাথে আলাপ করে জানা গেছে দলের সাবেক এমপি বিশেষ করে ২০১৮ সালের নির্বাচনে যারা দলের প্রার্থী ছিলেন তারা এবং বিএনপির সহযোগী সংগঠন ছাত্রদল থেকে উঠে আসা নেতারা আগামী নির্বাচনে বেশি গুরুত্ব পাবেন। সে কারণে নির্বাচনী এলাকাগুলো চষে বেড়াতে শুরু করেছেন তারা।

কেন্দ্রীয় নেতা ও সাবেক এমপিরা এখন নিজ নিজ এলাকায় কাজ করলেও গত দশ বছরে যারা সক্রিয় ছিলেন না তারা এই নির্বাচনে কতটা বিবেচনায় আসবেন তা নিয়ে দলের মধ্যে আলোচনা আছে।

যুগ্ম মহাসচিব এমরান সালেহ প্রিন্স বলছেন, ভবিষ্যতের জন্য দলীয় হাইকমান্ড প্রাধান্য দিচ্ছেন তাদের, যারা নেতাকর্মীদের সাথে যোগাযোগ রেখে রাজপথে সক্রিয় ছিল। তবে যারা যৌক্তিক কারণে নিষ্ক্রিয় ছিলেন তারা বিবেচনায় আসবেন কি না সেটা দল আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিবে।

তিনি আরও বলেন, এখন নেতাকর্মীদের বলা হয়েছে তৃণমূল কর্মীদের পাশে দাঁড়াতে। তাদের সমস্যা দেখতে এবং জনগণের সাথে নিবিড় যোগাযোগ তৈরি করতে। দল দেখছে কারা দুঃসময়ে কাজ করেছে। অবশ্যই

হাসিনার ঘনিষ্ঠ ধনকুবেররা ১৭ বিলিয়ন ডলার পাচার করেছে: গভর্নর

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : শেখ হাসিনার শাসনামলে প্রশাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা ডিজিএফআইয়ের সঙ্গে মিলে ব্যাংকিং খাত থেকে ১৭ বিলিয়ন ডলার পাচার করেছে। ফিন্যান্সিয়াল টাইমসকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর এমন তথ্য তুলে ধরেছেন।

গভর্নর দাবি করেন, শীর্ষস্থানীয় ব্যাংকগুলোকে জোরপূর্বক দখল করতে সাহায্য করেছে ডিজিএফআই। তিনি বলেন, ব্যাংকগুলো অধিগ্রহণের সময় নতুন অংশীদারদের ঋণ ও আমদানি খরচ বেশি দেখিয়ে বাংলাদেশ থেকে দুই লাখ কোটি টাকা পাচার করা

হয়েছে।

গভর্নর আহসান এইচ মনসুর বলেন, আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে এটিই সবচেয়ে বড় পরিসরের ব্যাংক ডাকাতির ঘটনা। এরকম ব্যাংক ডাকাতি অন্য কোথাও হয়নি। এটি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় হয়েছে। ব্যাংকের সাবেক প্রধান নির্বাহীদের ওপর গোয়েন্দা কর্মকর্তারা চাপ না দিলে এরকম কিছু সম্ভব হতো না।

বিশেষ করে এস আলম গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সাইফুল আলম ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে তিনি অভিযোগ করেন, ডিজিএফআইয়ের সহায়তায় ব্যাংকগুলোর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে তারা দেশের ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে অন্তত ১০ বিলিয়ন ডলার পাচার করেছে।

ফিন্যান্সিয়াল টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, যোগাযোগ করা হলেও আইএসপিআর এ ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করেনি। ডিজিএফআই থেকেও কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

ইন্দোনেশিয়ায় আইফোন ১৬ নিষিদ্ধ

পোস্ট ডেস্ক : আনুষ্ঠানিকভাবে আইফোন ১৬ ও অ্যাপলের নতুন সকল পণ্য নিষিদ্ধ করেছে ইন্দোনেশিয়া সরকার। দেশটিতে দেওয়া বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি পূরণ না করায় সরকার অ্যাপলের বিরুদ্ধে এ অবস্থান নিয়েছে বলে ইকোনোমিক টাইমসের প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে।

ইন্দোনেশিয়ার আইন অনুযায়ী, সেদেশে কোনো ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মোট ক্রয় বাজেটের ৪০ শতাংশ স্থানীয় পণ্য বা সেবায় ব্যয় করতে হবে।

আইন মানতে ইন্দোনেশিয়ায় মোট ১০৯ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল অ্যাপল। ৪০ শতাংশ কোটা পূরণে ইন্দোনেশিয়ায় 'অ্যাপল একাডেমি' নামে একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান করারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

কিন্তু ইন্দোনেশিয়া সরকারের মতে, অ্যাপল সেই প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। ১০৯ মিলিয়নের জায়গায় ৯৫ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে ইন্দোনেশিয়ার স্থানীয় অর্থনীতিতে। এর জবাবে অ্যাপলের পণ্যের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। আইফোন ১৬, অ্যাপল ওয়াচ সিরিজ ১০-এর মতো এ কোম্পানির সকল নতুন পণ্যকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

ইন্দোনেশিয়ার শিল্প মন্ত্রণালয় আইফোনের ইএমইআই সার্টিফিকেট আটকে দিয়েছে। যার মানে আইনিভাবে কেউ সেদেশে নতুন আইফোন ব্যবহার করতে পারবে না। কারো হাতে আইফোন ১৬ দেখা গেলে সেটা কর্তৃপক্ষকে জানানোর জন্যও অনুরোধ করা হয়েছে।

গত সেপ্টেম্বরে আইফোন ১৬ বাজারে আনে অ্যাপল। ক্লমবার্গের তথ্য অনুযায়ী, এখন পর্যন্ত এই ফোনের প্রায় নয় হাজার সেট ইন্দোনেশিয়ায় প্রবেশ করেছে।

নরকের মাঝে আরো বিপদে গাজাবাসী

পোস্ট ডেস্ক : পার্লামেন্টে তিন মাসের মধ্যে জাতিসংঘের ফিলিস্তিনি শরণার্থী সংস্থা ইউএনআরডাব্লিউএকে ইসরায়েল এবং ইসরায়েল-অধিকৃত পূর্ব জেরুজালেমের অভ্যন্তরে কাজ করা থেকে নিষিদ্ধ করে আইন পাস করার পক্ষে ভোট দিয়েছে ইসরায়েল। গত সোমবার (২৮ অক্টোবর) ইসরাইলের পার্লামেন্টে ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের জন্য জাতিসংঘের ত্রাণ সংস্থা, ইউএনআরডাব্লিউএ-কে নিষিদ্ধ করার এই আইন পাস হয়েছে। এই বিলের পক্ষে ৯২ ভোট এবং বিপক্ষে ১০ ভোট পড়ে। এই বিল পাসের মাধ্যমে গাজাসহ অধিকৃত পূর্ব জেরুজালেমে সংস্থাটির কার্যক্রম কার্যত বন্ধ হতে পারে।

ফিলিস্তিনি শরণার্থী সংস্থার কর্মচারী এবং ইসরায়েলি কর্মকর্তাদের মধ্যে যোগাযোগও নিষিদ্ধ করা হবে এই আইনের অধীনে। ফলে গাজা এবং ইসরায়েল অধিকৃত পশ্চিম তীরে সংস্থাটির কাজ করার ক্ষমতা মারাত্মকভাবে কমে আসবে। ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চলে সাহায্য স্থানান্তর করার জন্য ইউএনআরডাব্লিউএ অপরিহার্য।

ইউএনআরডাব্লিউএ কর্মীদের ইসরায়েলের মধ্যে আর আইনি অনাক্রম্যতা থাকবে না এবং পূর্ব জেরুজালেমে সংস্থাটির সদর দপ্তর বন্ধ করে দেওয়া হবে।

জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস বলেছেন, এ আইন বাস্তবায়ন হলে 'ইসরায়েল-ফিলিস্তিনি সংঘাতের সমাধান এবং সামগ্রিকভাবে এই অঞ্চলে শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য ক্ষতিকর হবে।

অন্যদিকে ইউএনআরডাব্লিউএ-এর প্রধান ফিলিপ লাজারিনি বলেছেন, 'এটি শুধু ফিলিস্তিনিদের দুঃখকষ্টকে আরো বাড়িয়ে দেবে।' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং জার্মানিসহ বেশ কয়েকটি দেশ এই পদক্ষেপ নিয়ে গুরুতর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্রসচিব ডেভিড ল্যামি এই আইনকে 'সম্পূর্ণ ভুল' বলে অভিহিত করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী স্যার কেয়ার স্টারমার বলেছেন, 'আইনগুলোর কারণে ইউএনআরডাব্লিউএ ফিলিস্তিনিদের জন্য অপরিহার্য কাজ করতে পারবে না, গাজায় সমগ্র আন্তর্জাতিক মানবিক প্রতিক্রিয়াকে বিপন্ন করে তুলবে।'

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর বলেছে, 'গাজা উপত্যকায় মানবিক সহায়তা বিতরণে ইউএনআরডাব্লিউএ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ছিটমহলের দুই মিলিয়নেরও বেশি জনসংখ্যার প্রায় পুরোটাই সংস্থার সাহায্য এবং পরিষেবার ওপর নির্ভরশীল।'

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, 'ইসরায়েলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত ইউএনআরডাব্লিউএ-এর কর্মীদের অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে।' তিনি আবার এটাও বলেছেন, 'গাজায় টেকসই মানবিক সহায়তা পাওয়া উচিত।

তিনি এক্সে লেখেন, 'আমরা আমাদের আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সঙ্গে কাজ করতে প্রস্তুত রয়েছি, যাতে ইসরায়েল গাজার বেসামরিক নাগরিকদের মানবিক সহায়তা প্রদানের সুবিধা অব্যাহত রাখে এবং ইসরায়েলের নিরাপত্তার জন্য হুমকি না হয়।'

ইসরায়েল কয়েক দশক ধরে ইউএনআরডাব্লিউএ নিয়ে আপত্তি জানিয়ে আসছে, যদিও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই বিরোধিতা তীব্র হয়েছে। ইসরায়েল বলেছে, ইউএনআরডাব্লিউএ কর্মীরা গাজায় হামাসের সঙ্গে যোগসাজশ করেছে। এ ছাড়া আরো দাবি করেছে, ১৯ ইউএনআরডাব্লিউএ উনরওয়া কর্মী ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের হামলায় অংশ নিয়েছিল।

জাতিসংঘ ইসরায়েলের দাবির তদন্ত করেছে এবং অভিযুক্তদের মধ্যে ৯ জনকে বরখাস্ত করেছে। তবে তারা বলেছে, ইসরায়েল এই অভিযোগের যথেষ্ট প্রমাণ সরবরাহ করেনি। ইউএনআরডাব্লিউএ জোর দিয়ে বলেছেন, হামাসের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে শুধু এজেন্সিটি যাতে তাদের কাজ করতে সক্ষম হয়।

গত সোমবার সন্ধ্যায় ইসরায়েলের পার্লামেন্ট নেসেটে দুটি বিল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় অনুমোদন হয়। আইনটি উপস্থাপন করেন নেসেটের পররাষ্ট্রবিষয়ক ও নিরাপত্তা কমিটির চেয়ারম্যান ইউলি এডেলস্টেইন। তিনি ইউএনআরডাব্লিউএ-কে 'সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের আবরণ' হিসেবে ব্যবহার করার অভিযোগ করেছেন।

তিনি পার্লামেন্টে বলেন, 'সন্ত্রাসী সংগঠন (হামাস) এবং ইউএনআরডাব্লিউএ-এর মধ্যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে এবং ইসরায়েল এটি সহ্য করতে পারে না।'

ইউএনআরডাব্লিউএ ফিলিস্তিন শরণার্থীদের জন্য জাতিসংঘের ত্রাণ ও কর্মসংস্থান বিষয়ক সংস্থা, যেটি কয়েক দশক ধরে গাজার লাখ লাখ ফিলিস্তিনিকে স্বাস্থ্যসেবা এবং শিক্ষাসহ বিভিন্ন পরিষেবা ও সহায়তা প্রদান করেছে। গত বছর যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে গাজায় এই এজেন্সির উপস্থিতি বেসামরিক নাগরিকদের কাছে মানবিক সরবরাহ পাওয়ার প্রচেষ্টার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে। যাদের প্রায় সবাই বেঁচে থাকার জন্য সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল।

ইউএনআরডাব্লিউএ কমিশনার-জেনারেল ফিলিপ লাজ্জারিনি এই নিষেধাজ্ঞাকে 'অভূতপূর্ব' বলে নিন্দা জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'এটি জাতিসংঘ সনদের বিরোধিতা এবং আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে ইসরায়েল রাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘন করা।'

তিনি জানান, গাজার লোকেরা ইতিমধ্যেই নরকের মধ্যে আছে। এই আইন সেখানকার ছয় লাখ ৫০ হাজারের বেশি মেয়ে এবং ছেলেদের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করবে, শিশুদের পুরো প্রজন্মকে ঝুঁকিতে ফেলবে। পূর্ব জেরুজালেম এবং গাজা উপত্যকাসহ ইসরায়েল-অধিকৃত পশ্চিম তীরে প্রায় আড়াই মিলিয়ন ফিলিস্তিনি ইউএনআরডাব্লিউএতে নিবন্ধিত।

বাংলাদেশ থেকে মানুষ এখনও অবৈধভাবে ভারতে আসছে: আসামের মুখ্যমন্ত্রী

পোস্ট ডেস্ক : বাংলাদেশ থেকে এখনো মানুষ অবৈধভাবে ভারতে আসছে। এসব অনুপ্রবেশ ঠেকাতে সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলোকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

তিনি বলেছেন, সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে বাংলাদেশের হিন্দুরা ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করবে, এমন আশঙ্কা করা হলেও যাদেরকে অনুপ্রবেশকারী হিসেবে শনাক্ত করা হচ্ছে, তাদের বেশিরভাগই রোহিঙ্গা মুসলমান। রোববার রাতে এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি।

বিশ্ব শর্মা বলেছেন, বাংলাদেশ থেকে অবৈধ অনুপ্রবেশ বন্ধে আসাম এবং ত্রিপুরা একসঙ্গে কাজ করছে। এ বিষয়ে তিনি পশ্চিমবঙ্গকেও কঠোর অবস্থানে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন

তিনি।

তিনি আরও বলেছেন, দুই মাস ধরে প্রতিদিনই আমরা আমাদের রাজ্যে একজন অথবা একদল বিদেশি আটকের ঘটনা ঘটছে। আমার কথা হলো- ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে ত্রুটিপূর্ণ সীমানার কারণে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের (বিএসএফ) সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, কিছু লোক এখনো আমাদের দেশে আসছেন।

তিনি জানান, গত দুই মাসে আসাম ও ত্রিপুরায় বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করা ১৩৮ জনের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই ধরনের অনুপ্রবেশ এড়াতে সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলোকে অবশ্যই সতর্ক থাকার আহ্বান জানান আসামের মুখ্যমন্ত্রী।

হিমন্ত শর্মা বলেন, বাংলাদেশ থেকে আমাদের দেশে অবৈধ অভিবাসন ঠেকাতে রাজ্যগুলোকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। আসাম ও ত্রিপুরা এই বিষয়ে খুব ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে। আমি আশা করি, পশ্চিমবঙ্গ সরকারকেও এ বিষয়ে বিএসএফকে সহযোগিতা করার ও অনুপ্রবেশকারীদের শনাক্ত করার কাজ শুরু করবে।

আসামের মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, ত্রিপুরা ও আসাম কর্তৃপক্ষ কয়েকজন বিদেশিকে শনাক্ত করছে। আমরা বিএসএফের সঙ্গে সমন্বয় করে অনুপ্রবেশ রোধে কাজ করছি। কখনো কখনো যৌথ অভিযানের মাধ্যমে, কখনো বিএসএফ, আবার কখনো রাজ্য পুলিশের মাধ্যমে অনুপ্রবেশকারীদের শনাক্ত করা হচ্ছে।

'প্রতিটি রাজ্য সরকারকে অবশ্যই সজাগ থাকতে হবে ও অবশ্যই বিএসএফের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে হবে।

ভারতে বসে শেখ হাসিনার হুঙ্কার

পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে কাজ করছেন। তারা আশা দিচ্ছেন নেত্রী সহসাই দেশে ফিরবেন। তবে সরকারের পক্ষ থেকে তা উড়িয়ে দিলেও ভারতের সহায়তায় টাকার জোরেই তিনি দেশে ফিরতে পারেন এমন আশঙ্কা উড়িয়ে দেয়া যায় না। কারণ এখনো দেশের সিভিল প্রশাসন, পুলিশ-র‍্যাব-সেনাসহ সর্বত্রই তার অনুসারীরা দাপট দেখাচ্ছেন।

এদিকে হাসিনার বিদেশে টাকা পাচার নিয়ে বোমা ফাঁটিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর। তিনি যুক্তরাজ্যের সংবাদমাধ্যম 'দ্য ফিন্যান্সিয়াল টাইমস'কে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, বাংলাদেশের ব্যাংক খাত থেকে এক হাজার ৭০০ কোটি মার্কিন ডলার লুট করেছেন ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দোসর টাইকুন ধনকুবেররা। তিনি দাবি করেছেন, দেশের শক্তিশালী সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যদের সহায়তায় কয়েকটি ব্যাংক দখলের নেয়ার পর নতুন শেয়ারহোল্ডারদের ঋণ দেয়া এবং আমদানি চালান স্ফীত করার মতো পদ্ধতি ব্যবহার করে আনুমানিক দুই লাখ কোটি টাকা (১৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) বাংলাদেশ থেকে বিদেশ পাচার করা হয়েছে। তিনি বলেন, যে কোনো আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে এটি সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাংক লুটপাট। বিশ্বের আর কোথায় এই পরিমাণের অর্থ লুটপাটের ঘটনা ঘটেনি। বাংলাদেশে এই ঘটনায় শেখ হাসিনা ও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ছিল। আন্তর্জাতিক আরো কয়েকটি গণমাধ্যম ও সংস্থা শেখ হাসিনা রেজিমে বিদেশে টাকা পাচারের ভয়াবহ তথ্য প্রকাশ করেছে। ওয়াশিংটনভিত্তিক আর্থিক খাতের গবেষণা সংস্থা গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটির (জিএফআই) তথ্য বলছে, হাসিনা রেজিমে বাংলাদেশ থেকে গড়ে প্রতি বছর ৭৫৩ কোটি ৩৭ লাখ ডলার (৮০ হাজার কোটি টাক) পাচার হচ্ছে। ১৪ বছরে এই পাচারের পরিমাণ কোন পর্যায়ে গেছে তা হিসাব করলেই বের হয়ে আসবে। দেশে গত কয়েক বছর ধরেই ডলার সংকট, ভঙ্গুর অর্থনীতি, মূল্যস্ফীতিসহ নানাবিধা টানাপড়েনের অন্যতম কারণ অর্থপাচার। বৈশ্বিক বাণিজ্যভিত্তিক কারসাজি, হুন্ডি, আমদানি-রফতানিতে মিথ্য তথ্য, চোরাচালানসহ নানাবিধ পন্থায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাচার করা হয়েছে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা। ব্যক্তির পাশাপাশি অর্থপাচার প্রক্রিয়ায় পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিল দেশের একাধিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও সরকারি-বেসরকারি ব্যাংক। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) বলছে, গত ১৫ বছরে দেশীয় ১৯টি ব্যাংকে আত্মসাৎ করা মাত্র ২৪টি ঋণ কেলেঙ্কারির মাধ্যমেই প্রায় একশ হাজার কোটিরও বেশি টাকা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাচার হয়েছে। বিদেশে পাচারকৃত টাকা খরচ করে শেখ হাসিনার পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয় প্রায় আড়াই কোটি টাকা মাসিক খরচে যুক্তরাষ্ট্রে লবিস্ট নিয়োগ করেছেন। মার্কিন প্রশাসনের কর্মকর্তাদের প্রভাবিত করার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে ওয়াশিংটন ডিসির বিশিষ্ট লবিং ফার্ম 'স্ট্রেক গ্লোবাল ডিপ্লোম্যাসিকে' নিয়োগ করেন তিনি। ওই লবিস্ট ফার্ম মার্কিন প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদের ব্যক্তিদের শেখ হাসিনার পক্ষে নেয়ার দূতিয়ালি করবে। ভারত সজীব ওয়াজেদ জয়কে সহায়তা করছে।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালসহ বিভিন্ন আদালতে প্রায় দুই শতাধিক হত্যা মামলা হয়েছে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে। অথচ তার বিরুদ্ধে বিদেশে টাকা পাচারের সুনির্দিষ্ট মামলা এখনো হয়নি। অথচ শেখ হাসিনার শক্তি এখন বিদেশে পাচার করা সেই অর্থ। দুই হাতে টাকা খরচ করে তিনি দেশে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ভারতের আশ্রয়ে থাকা শেখ হাসিনার সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া তিনটি অডিও রেকর্ড শুনলেই এটি পরিষ্কার। তিনি পাশেই আছি চট করে ঢুকে পড়ব, ড. ইউনূস ডিসেম্বর পর্যন্ত থাকতে পারবে না– ইত্যাদি বলছেন।

শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে, ১৫ বছর দেশের অর্থনীতিকে পঙ্গু করেছেন। মহাপ্রকল্পের নামে বিদেশি ঋণ নিয়ে হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার করেছেন। দলবাজদের ব্যাংকের লাইসেন্স দিয়ে দেশের ব্যাংকিং সেক্টরকে ধ্বংস করেছেন। মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিরোধ সৃষ্টি করে দেশকে বিভক্ত জাতিতে পরিণত করেছেন। দুর্নীতিকে রাষ্ট্রীয় রূপ দেন। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে দলীয় সদর দফতরে পরিণত করেছেন। জাতীয় সংসদকে বানিয়েছিলেন আওয়ামী ক্লাব আর বিচার বিভাগকে বানিয়েছিলেন আওয়ামী আইনজীবী পুনর্বাসন কেন্দ্রে। সিভিল প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসনকে দলীয় বাহিনীতে পরিণত করেছেন। শত শত মানুষকে গুম করে বছরের পর বছর 'আয়নাঘরে' বন্দি রেখেছেন, কাউকে হত্যা করেন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর যে টাকা পাচারের তথ্য প্রকাশ করেছেন তা ফিরিয়ে আনতে সহায়তা প্রদানের ইতিবাচক প্রত্যাশা দেখিয়েছে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ। অর্থ উপদেষ্টা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর যুক্তরাষ্ট্র সফরে গেলে তাদের উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা দুটি পাচার হওয়া টাকা ফেরত আনতে বাংলাদেশকে সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেয়। এর আগে গত ২৯ সেপ্টেম্বর বিদেশে পাচার করা অর্থ দেশে ফেরত আনতে বিদ্যমান টাস্কফোর্স পুনর্গঠন করেছে সরকার। টাস্কফোর্সের সভাপতি করা হয় বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরকে। এক মাস আগে এ টাস্কফোর্স গঠন করা হলেও দৃশ্যমান কোনো কার্যক্রম দেখা যাচ্ছে না। বিশেষজ্ঞদের অভিমত, শেখ হাসিনার বর্তমান শক্তি বিদেশে পাচার করা টাকা তছনছ করে দিতে না পারলে ১০-২০ বছর পর ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইনের মতো ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। কারণ ভারত এখনো হাসিনার সঙ্গে রয়েছে।

নভেম্বরে লন্ডন আসছেন খালেদা জিয়া

চিকিৎসায় গঠিত মেডিকেল বোর্ডের এক সদস্য বলেন, 'খালেদা জিয়া প্রথমে লন্ডন আসবেন ছেলে তারেক রহমানের কাছে। বিশেষায়িত এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে তাঁকে সেখানে নেওয়া হবে। এরপর মেডিকেল বোর্ডের সমন্বয়ক ডা. জোবাইদা রহমানের দিকনির্দেশনায় চিকিৎসা শুরু হবে।' খালেদা জিয়া উড়োজাহাজ ভ্রমণের জন্য উপযুক্ত কিনা জানতে চাইলে বোর্ড সদস্য বলেন, 'তিনি আগের চেয়ে ভালো আছেন। সবকিছু ঠিক থাকলে নভেম্বরের শুরুর দিকে তিনি দেশ ছাড়তে পারবেন। তবে এখনই সুনির্দিষ্ট তারিখ বলা যাচ্ছে না। তিনি বাসায় মেডিকেল বোর্ডের তত্ত্বাবধানে আছেন। নেতাকর্মীর সঙ্গে তিনি নিয়মিত দেখা-সাক্ষাৎ করছেন।'

খালেদা জিয়ার সঙ্গে লন্ডন আসবেন মেডিকেল বোর্ডের সদস্য ডা. জাহিদ হোসেন, ডা. শাহাবুদ্দিন, ডা. শামসুল আরেফিন, ডা. নূর উদ্দিন, ডা. এফ এম সিদ্দিক, ডা. জাফর ও ডা. আল মামুন।

জাহিদ হোসেন বলেন, খালেদা জিয়াকে প্রথমে লং ডিসট্যান্স স্পেশালাইজড এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে লন্ডন নেওয়া হবে। পরে তাঁকে তৃতীয় একটি দেশে মাল্টি ডিসিপ্ল্যানারি মেডিকেল সেন্টারে নেওয়া হবে। আমরা লং ডিসট্যান্স স্পেশালাইজড এয়ার অ্যাম্বুলেন্স ভাড়ার বিষয়ে কাজ শুরু করেছি। তাঁর লিভার প্রতিস্থাপন করতে হবে। এটি যুক্তরাষ্ট্রে মাত্র দুই-একটি সেন্টার রয়েছে। সেখানে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হচ্ছে।

তিনি জানান, সাবেক প্রধানমন্ত্রী হিসেবে খালেদা জিয়ার বিদেশে চিকিৎসার জন্য যাওয়ার ব্যবস্থা করতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়েও চিঠি দেওয়া হয়েছে।

৭৯ বছর বয়সী সাবেক এ প্রধানমন্ত্রী লিভার সিরোসিস, হৃদরোগ, ফুসফুস, আর্থ্রাইটিস, কিডনি, ডায়াবেটিসসহ বিভিন্ন জটিলতায় ভুগছেন। ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে বিভিন্ন সময়ে আইসিইউতে রেখে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সমন্বয়ে মেডিকেল বোর্ডের মাধ্যমে তাঁকে দীর্ঘ সময়ে চিকিৎসা নিতে হয়েছে।

বর্তমানে এভারকেয়ার হাসপাতালের হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক শাহাবুদ্দিন তালুকদারের নেতৃত্বে একটি মেডিকেল বোর্ডের তত্ত্বাবধানে খালেদা জিয়ার চিকিৎসা চলছে।

এদিকে খালেদা জিয়ার নতুন পাসপোর্ট তিনি হাতে পেয়েছেন। গত ৬ আগস্ট দুপুরে দ্রুতগতিতে তাঁর পাসপোর্ট নবায়নের সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

হজের সর্বনিম্ন খরচ ৪ লাখ ৭৮ হাজার

মূল্য ছিল ৯ লাখ ৩৬ হাজার ৩২০ টাকা। এবার বিশেষ প্যাকেজ থাকছে না। বুধবার সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলনে 'হজ প্যাকেজ-২০২৫' ঘোষণা করেন ধর্ম বিষয়ক উপদেষ্টা আ ফ ম খালিদ হোসেন।

লেবার সরকারের প্রথম বাজেট পেশ

এছাড়াও ৬.৬০ প্রতি ঘন্টা থেকে বেড়ে ৭.৫৫ হবে।

আগের দুই বছরের তুলনায় শতকরা হারে বৃদ্ধি ছোট। তবে দাম এখন ধীরগতিতে বাড়ছে।

আপনি এখানে ন্যূনতম মজুরির পরিবর্তন সম্পর্কে আরও পড়তে পারেন।

কিন্তু বসরা বলছেন আপনার চাকরির সম্ভাবনা প্রভাবিত হতে পারে ন্যূনতম মজুরিতে কর্মীদের প্রদানের অতিরিক্ত খরচের উপরে, অনেক নিয়োগকর্তাকে ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্সে একটি বড় অবদান রাখতে হবে যা তারা নিয়োগ করে বেশি লোককে কভার করে।

কর্মীদের দ্বারা প্রদত্ত এন আই পরিবর্তন হবে না।

কিন্তু ব্যবসায়গুলি বলে যে আপনার চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা বা বেতন বৃদ্ধির ফলে নিয়োগকর্তাদের অতিরিক্ত আর্থিক বোঝার সম্মুখীন হতে পারে।

কেউ কেউ খরচ কভার করার জন্য দাম বাড়াতে পারে।

চাকরি এবং বেতন বৃদ্ধির জন্য ট্যাক্স বৃদ্ধির 'বেদনা' সতর্কতা

বাসে কর্মস্থলে যেতে আপনার খরচ বেশি হতে পারে

ইংল্যান্ডের অনেক রুটে প্রযোজ্য একক বাস ভাড়া ২০২৫ সালে ৩-এ উন্নীত করা হবে, যা ২ থেকে বেড়ে।

ট্রান্সপোর্ট ফর লন্ডনের সাথে লন্ডনে একক বাসের ভাড়া১.৭৫ এবং গ্রেটার ম্যানচেস্টারে বাসের ভাড়া২-এ থাকবে, এই শহরগুলিতে আলাদা অর্থায়ন ব্যবস্থার কারণে।

২০১১ সাল থেকে জ্বালানি শুল্ক হিমায়িত করা হয়েছে, এবং এটি অব্যাহত থাকবে। একটি ৫পি -এ-লিটার জ্বালানী শুল্কও বাড়ানো হয়েছে।

স্ট্যাম্প ডিউটি বাড়িওয়ালাদের আঘাত করবে

দ্বিতীয় বাড়ি কেনার উপর স্ট্যাম্প শুল্ক, বাই-টু-লেট আবাসিক সম্পত্তি এবং ইংল্যান্ড এবং উত্তর আয়ারল্যান্ডে আবাসিক সম্পত্তি ক্রয়কারী সংস্থাগুলি বৃহস্পতিবার থেকে ৩% থেকে ৫% পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে।

বিশ্লেষকরা বলছেন যে এটি বাড়িওয়ালাদের আরও সম্পত্তি কেনার ইচ্ছাকে প্রভাবিত করতে পারে। যদি ভাড়ার সম্পত্তির সরবরাহ বন্ধ করা হয়, তাহলে এর অর্থ হতে পারে বাকী বাড়ির ভাড়াটেদের জন্য ভাড়া বেড়ে যাবে।

বেসরকারি স্কুলের ফি বাড়বে

একটি বহুল আলোচিত নীতি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছে, যার অর্থ হল ১লা জানুয়ারী, ২০২৫ থেকে প্রাইভেট স্কুলের ফিতে শতকরা ২০ ভাগ হারে ভ্যাট যোগ করা হবে।

এর অর্থ কতটা বাড়তি অর্থ প্রাইভেট-শিক্ষিত শিশুদের অভিভাবকদের দিতে হবে তা স্বতন্ত্র স্কুলের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে। এটাও খুব অসম্ভব তারা এখন অগ্রিম অর্থ প্রদান করে অতিরিক্ত ফি এড়াতে সক্ষম হবে।

আপনার সুবিধা এবং রাষ্ট্রীয় পেনশন প্রভাবিত হয়

চ্যান্সেলর নিশ্চিত করেছেন যে মূল্যস্ফীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে এপ্রিল মাসে বেনিফিট প্রাপ্ত পরিমাণ ১.৭% বৃদ্ধি পাবে।

সর্বাধিক সাধারণ সুবিধা, যার দাবি সাত মিলিয়ন মানুষ (যাদের মধ্যে ৩৮% কর্মরত), তা হল সর্বজনীন ক্রেডিট। ২৫ বছরের কম বয়সী একক ব্যক্তির জন্য স্ট্যান্ডার্ড ভাতা একটি মাসে ৫.৩০ পাউন্ড বেড়ে প্রায় ৩১৭ পাউন্ডে উন্নীত হওয়ার কথা। ২৫ বছরের বেশি বয়সী এক দম্পতির জন্য, মাসে বৃদ্ধি ১০.৫০ থেকে ৬২৮ হতে পারে।

সর্বজনীন ক্রেডিট প্রাপ্ত মোট পরিমাণ আপনার পরিস্থিতির উপর উল্লেখযোগ্যভাবে নির্ভর করে।

ইউনিভার্সাল ক্রেডিট যারা ডিপার্টমেন্ট ফর ওয়ার্ক অ্যান্ড পেনশনের কাছে ঋণী তারা কম হারে তা ফেরত দেবেন।

চ্যান্সেলর বলেন, স্বাস্থ্য ও অক্ষমতার সুবিধার ব্যাপক পর্যালোচনা করা হবে।

পরিচর্যাকারীরা তাদের ভাতা হারানোর আগে আরও বেশি উপার্জন করতে সক্ষম হবে। সর্বোচ্চ আয়ের থ্রেশহোল্ড সপ্তাহে ১৫১থেকে বেড়ে ১৯৫ হবে।

রাষ্ট্রীয় পেনশন গড় আয়ের সাথে সঙ্গতি রেখে এপ্রিল মাসে ৪.১ % বৃদ্ধি পাবে। এর মানে

সম্পূর্ণ, নতুন ফ্লাট-রেট স্টেট পেনশন (যারা এপ্রিল ২০১৬ -এর পরে রাষ্ট্রীয় পেনশনের বয়সে পৌঁছেছেন তাদের জন্য) সপ্তাহে২৩০.২৫ বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। এর অর্থ এখনকার তুলনায় বছরে৪৭২ বৃদ্ধি পাবে

সম্পূর্ণ, পুরানো বেসিক স্টেট পেনশন (যারা এপ্রিল ২০১৬ এর আগে রাষ্ট্রীয় পেনশনের বয়সে পৌঁছেছেন তাদের জন্য) সপ্তাহে১৭৬.৪৫ পর্যন্ত যাওয়ার আশা করা হচ্ছে - এখনকার তুলনায় বছরে ৩৬৩ বৃদ্ধি।

কিন্তু চ্যান্সেলর আগেই ঘোষণা করেছেন যে সরকারী কাটছাঁটের ফলে লক্ষাধিক পেনশনভোগী তাদের শীতকালীন জ্বালানি পেমেন্ট হারাবেন, যার মূল্য৩০০ পর্যন্ত।

আপনি যে আয়কর প্রদান করেন তার উপর কোন অতিরিক্ত চাপ নেই

আয় থ্রেশহোল্ডে একটি স্থবিরতা যেখানে বিভিন্ন হারে আয়কর প্রদান করা হয় পরিকল্পনা অনুযায়ী চলতে থাকে।

এটি দীর্ঘায়িত হবে বলে জল্পনা ছিল, কিন্তু চ্যান্সেলর এটিকে অস্বীকার করে বলেছেন, ২০২৮ থেকে দামের সাথে সঙ্গতি রেখে থ্রেশহোল্ড বাড়বে।

ততক্ষণ পর্যন্ত, যে কোনো ধরনের বেতন বৃদ্ধি আপনাকে একটি উচ্চ কর বন্ধনীতে টেনে আনতে পারে, অথবা অন্যথায় প্রত্যাশিত আয়ের তুলনায় আপনার আয়ের একটি বড় অনুপাত দেখতে পারে।

স্কটল্যান্ডের নিজস্ব আয়কর হার রয়েছে।

আপনি আয়কর প্রদানের জন্য যথেষ্ট উপার্জন নাও করতে পারেন, তাই পণ্য এবং পরিষেবা কেনার সময় প্রদত্ত ভ্যাট আপনাকে আরও বেশি আঘাত করতে পারে এবং এটি অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

যে কেউ কর পরিশোধ করতে ফাঁকি দেয় তাকে ফেরত দেওয়ার সময় উচ্চ সুদের হারের সম্মুখীন হতে হয়।

১০ মাসে তৈরী হবে নতুন ভোটার

পুনর্গঠন হলে ২০২৫ সালের শেষ নাগাদ ভোটার তালিকা তৈরি হতে পারে।

জানা গেছে, তথ্য সংগ্রহের জন্য কমপক্ষে এক মাস, নিবন্ধন করতে সাত থেকে আট মাস, খসড়া তালিকার জন্য ১৫ দিন এবং ভোটারদের মতামত ও আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য আরও ১৫ দিন সময় লাগবে।

এই প্রক্রিয়া শুরু করতে নির্বাচন কমিশন গঠন করতে হবে এবং কমিশন গঠনের জন্য প্রয়োজন হবে সার্চ কমিটি। মঙ্গলবার (২৯ অক্টোবর) এই সার্চ কমিটি গঠন করা হয়েছে।

সংবিধানের ১১৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, রাষ্ট্রপতি ও সংসদ নির্বাচনের ভোটার তালিকা প্রণয়ন, তত্ত্বাবধান, নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে নির্বাচন কমিশনের।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ আইন-২০২২ অনুযায়ী, কমিশন নিয়োগে গঠিত সার্চ কমিটির সচিবালয় হিসেবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কাজ করবে।

মঙ্গলবার দুপুরে আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেছেন, 'আপনাদেরকে আমি একটি বিষয় বলতে পারি, আমাদের সরকারের নির্বাচনমুখি যাত্রা শুরু হয়ে গেছে। নির্বাচন কমিশন গঠনে সার্চ কমিটি গঠন হয়ে গেছে। সার্চ কমিটি হয়ে গেলে নির্বাচন কমিশন গঠন করা হবে।'

এরপর রাতে ঘোষণা আসে, হাইকোর্টের বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরীকে প্রধান করে নির্বাচন কমিশন গঠনে ছয় সদস্যের সার্চ কমিটি গঠন করা হয়েছে।

আসিফ নজরুল আরও বলেছিলেন, সার্চ কমিটির মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন হয়ে গেলে 'এরপর ভোটার তালিকা করা হবে।'

বর্তমানে বাংলাদেশে নিবন্ধিত ভোটার সংখ্যা ১২ কোটি ১৮ লাখ, যার মধ্যে পুরুষ প্রায় ছয় কোটি ২১ লাখ, নারী পাঁচ কোটি ৯৭ লাখ এবং তৃতীয় লিঙ্গের ৯৩২ জন। নির্বাচনসংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে জানা যায়, অন্তর্বর্তী সরকার একটি স্বচ্ছ নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে একটি নতুন ভোটার তালিকা তৈরি করতে চায়।

ভোটার তালিকা আইন-২০০৯ অনুযায়ী, প্রতি বছর এই তালিকার হালনাগাদ করা হয়। তবে, জনগণের চাহিদার বিবেচনায় ভিন্ন পথে হাঁটতে চাইছে সরকার।

ভোটার তালিকা আইন-২০০৯ অনুযায়ী, প্রতি বছর ২ জানুয়ারি থেকে ২ মার্চের মধ্যে এই বার্ষিক হালনাগাদ বাধ্যতামূলক। তবে, বিশেষ সংশোধনের এখতিয়ার রয়েছে নির্বাচন কমিশনের।

সে হিসাবে, আগামী বছরের ২ মার্চের মধ্যে হালনাগাদ ভোটার তালিকা চূড়ান্ত করতে আইনি বাধ্যবাধকতা রয়েছে নির্বাচন কমিশনের।

২০২২ সালে ভোটার তালিকা হালনাগাদের জন্য ১৩৮ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল।

বাংলাদেশে হাসিনার 'ফ্যাসিস্ট' দলের

নিজেদের সুবিধার জন্য রাষ্ট্রের সকল প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করেছে। সুতরাং তাদের মতো কোনো 'ফ্যাসিস্ট দল' গণতান্ত্রিক ধারায় স্থান পাবে না।

রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী ও মানবাধিকার সংস্থাগুলো আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে তাদের আমলে হওয়া নির্বাচনে কারচুপি, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং শেখ হাসিনার ১৫ বছরের বেশি সময়ের শাসনামলে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান দখলের অভিযোগ এনেছে। হাসিনা পালিয়ে যাওয়ার পর তার দলকে রাজনীতি থেকে সাময়িক নিষিদ্ধের আলোচনাও শুরু হয়েছে। অনেকে বলছেন, রাজনীতিতে ফিরতে হলে আওয়ামী লীগকে সংস্কারের মধ্য দিয়ে আসতে হবে। আবার কারো কারে মতামত হচ্ছে ওই দলটিকে চিরতরে নিষিদ্ধ করা উচিত। এ নিয়ে বেশ বিতর্ক চলছে।

ড. ইউনূসের ধারণা আওয়ামী লীগ ভেঙে যেতে পারে। তবে তিনি এ বিষয়েও জোর দিয়েছেন যে, অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে হাসিনার দলের কোনো ভাগ্য বদল হবে না। কেননা তারা কোনো বর্তমান সরকার 'রাজনৈতিক সরকার নয়'। তিনি বলেছেন, আওয়ামী লীগ আগামী নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে কি-না তা নির্ধারিত হবে রাজনৈতিক দলগুলোর 'ঐক্যমতের' ভিত্তিতে। এক্ষেত্রে তাদের রাজনৈতিক অবস্থান কী হবে তা নির্ধারণ করতে হবে।

ভারতে হাসিনা কোথায় আছেন সে অবস্থান এখনও নিশ্চিত নয়। সাবেক এমপি ও আওয়ামী লীগের সাংগাঠনিক সম্পাদক খালিদ মাহমুদ চৌধুরী ফিন্যান্সিয়াল টাইমসকে বলেছেন, তাদের দল যে কোনো সময় নির্বাচনে অংশ নিতে প্রস্তুত।

উল্লেখ্য, ২০০৬ সালে শান্তিতে নোবেল পান ড. মুহাম্মদ ইউনূস। ক্ষমতায় থাকাকালীন ড. ইউনূসকে টার্গেট করেছিলেন হাসিনা। এতে ব্যাপক সমালোচিত হয়েছিলেন ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী।

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টাদের মধ্যে দুইজন ছাত্রনেতা রয়েছেন। বাংলাদেশে নতুন নির্বাচনের পথ তৈরি করার পাশাপাশি পুলিশ, বিচার বিভাগ এবং জনপ্রশাসনসহ সংস্কারমূলক কাজের জন্য ১০টি কমিশন গঠন করেছে ড. ইউনূস সরকার।

ইতিমধ্যেই কোনো রাজনৈতিক দলে যোগ না দেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন ড. ইউনূস। এছাড়া তার কোনো রাজনৈতিক দল গঠনেরও ইচ্ছা নেই। তিনি বলেছেন, আমাদের কাজ হচ্ছে সংস্কার এজেন্ডাগুলো নিষ্পত্তি করা। নির্বাচনের প্রস্তুতি শেষ হলে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আবারও আলোচনায় বসব আমরা।

রাষ্ট্রপতি ইস্যুতে অনড় অবস্থানে

সরকারের পতনের পর ৮ আগস্ট ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়। একটি অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টিতে রাষ্ট্রকাঠামোর প্রয়োজনীয় সংস্কারে ১০টি কমিশন গঠন করে অন্তর্বর্তী সরকার। সংস্কারপ্রক্রিয়া এগিয়ে নিতে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে কয়েক দফা সংলাপও করে সরকার। এমন অবস্থায় শেখ হাসিনার পদত্যাগের দালিলিক প্রমাণ নেই বলে সম্প্রতি মন্তব্য করেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন।

রাষ্ট্রপতির এই বক্তব্যের প্রেক্ষাপটে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনসহ কয়েকটি সংগঠন তাঁর পদত্যাগের দাবি তোলে। গত ২২ অক্টোবর বঙ্গভবন ঘেরাওয়ের কর্মসূচিও পালন করা হয়।

এরপর এই ইস্যুতে ঐক্য সৃষ্টির চেষ্টায় রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে ধারাবাহিক বৈঠক শুরু করেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন এবং জাতীয় নাগরিক কমিটির নেতারা। এর অংশ হিসেবে গত শনিবার বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের নেতৃত্বে তিন সদস্যের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠক করেন ছাত্রনেতারা। সেখানে ছাত্রনেতাদের পক্ষ থেকে বিএনপিকে তাদের অবস্থান জানানো হয়, কেন তারা রাষ্ট্রপতির অপসারণ চান, সেটিও তুলে ধরেন। তবে বিএনপি তাঁদেরকে চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত জানায়নি। দলটি তখন জানায়, এই ইস্যুতে দলীয় ফোরামে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবে তারা।

এর পরিপ্রেক্ষিতে গত সোমবার রাতে অনুষ্ঠিত বিএনপির স্থায়ী কমিটির সভায় প্রধান এজেন্ডা ছিল রাষ্ট্রপতির অপসারণ ইস্যু। জানা গেছে, সভার শুরুতে রাষ্ট্রপতি ইস্যুতে ছাত্রনেতাদের সঙ্গে অনুষ্ঠিত বৈঠকের আলোচনা তুলে ধরেন মির্জা ফখরুল ইসলাম। এরপর নেতারা তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করেন। তাঁরা ৫ আগস্টের অভ্যুত্থান-পরবর্তী রাষ্ট্রে নতুন করে কোনো ধরনের সংকট বা জটিলতা সৃষ্টি হোক এমন পরিস্থিতি সতর্কভাবে এড়িয়ে চলার অবস্থান প্রকাশ করেন; বিশেষ করে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের পদত্যাগ প্রশ্নে।

সভায় কেউ কেউ বলেছেন, সম্প্রতি রাষ্ট্রপতির অপসারণ ও প্রক্লেমেশন অব সেকেন্ড রিপাবলিক (দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের ঘোষণাপত্র) ঘোষণাসহ কয়েকটি দাবি তোলা হয়েছে। এ জন্য যদি সংবিধান বাতিল করা হয়, তাহলে দেশে বড় ধরনের সংকট তৈরি হতে পারে। তাঁরা যুক্তি তুলে ধরে বলেন, সাংবিধানিক সংকট এ জন্য সৃষ্টি হবে যে রাষ্ট্রপতি কার কাছে পদত্যাগ করবেন, সে ধরনের কোনো অপশন খোলা নেই। প্রধান বিচারপতিও বিষয়টি এড়িয়ে গেছেন বলে সভায় একজন জানান।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে স্থায়ী কমিটির একজন নেতা বলেন, রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় সংস্কারে অন্তর্বর্তী সরকার এরই মধ্যে ১০টি কমিশন গঠন করেছে। তারাই মতামত দেবে কী ধরনের সংস্কার হতে পারে রাষ্ট্রের। তাদের স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়া উচিত। বাইরে থেকে নানা ধরনের দাবি তুললে কমিশন ঠিকমতো কাজটা করতে পারবে না।

সভায় মতামত এসেছে, দ্রুততম সময়ে সরকারের উচিত নির্বাচনী রোডম্যাপ ঘোষণা করা এবং দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নের দিকে নজর দেওয়া। বিএনপি আগামী দিনে তাদের সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক সব ধরনের কর্মসূচিতে দ্রুত নির্বাচনের ব্যাপারে সোচ্চার হবে। এর মধ্য দিয়ে সরকারের ওপর চাপ অব্যাহত রাখবে দলটি।

এর আগে গত ২২ অক্টোবর রাতে দলের জ্যেষ্ঠ নেতাদের সঙ্গে ভার্চুয়ালি বৈঠক করেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। সেখানে নেতারা অভিমত দেন, অসাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করা ঠিক হবে না। এমনটা হলে দেশে সাংবিধানিক সংকট তৈরি হবে। এতে নির্বাচন আরো দীর্ঘায়িত হবে। এরপর ২৩ অক্টোবর রাতে বিএনপির স্থায়ী কমিটির বৈঠক হয়। সেখানে রাষ্ট্রপতির অপসারণের মতো স্পর্শকাতর বিষয়ে দলীয় অবস্থান পরিষ্কার করেন বিএনপি নেতারা। তাঁরা বলেন, গণ-অভ্যুত্থানে সরকার পরিবর্তনের পর দেশের সংবিধান স্থগিত করা হয়নি। রাষ্ট্রপতির কাছে শপথ নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। ফলে এখন সংবিধানের বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

বিএনপির এমন অবস্থানে রাষ্ট্রপতি অপসারণ ইস্যুতে ছাত্রনেতাদের দাবি কিছুটা থমকে যায়। দলীয় এমন সিদ্ধান্তের আলোকে ২৩ অক্টোবর বিএনপির তিন সদস্যের প্রতিনিধিদল যমুনায় গিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বৈঠক করে। সেখানে দলীয় অবস্থান তুলে ধরে বিএনপি নেতারা বলেন, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপতির পদ নিয়ে এই মুহূর্তে দেশে সাংবিধানিক, রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক সংকট তৈরি হোক, সেটা কাম্য নয় বিএনপির।

মোদি বিশ্ব শান্তির জন্য হুমকি

জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেও কাশ্মীরিরা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ছাড়ছে না। ২০১৯ সালের ৫ আগস্ট জাতিসংঘের প্রস্তাব লঙ্ঘন করে ভারত সরকার ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল করে কাশ্মীরের স্বতন্ত্র মর্যাদা পরিবর্তনের চেষ্টা করে। সংবিধানের ৩৭০ ধারা বাতিলের পর গত পাঁচ বছরে প্রায় সাড়ে ১২ কোটি জনসংখ্যার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাটি গভর্নরের শাসনে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল। কিন্তু এ বছরের অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে অধিকৃত জম্মু-কাশ্মীরের জনগণ বিজেপিকে পরাজিত করে তাদের পূর্ণ ঘৃণা প্রকাশ করেছে। ভারতের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের শিকার অধিকৃত কাশ্মীরে ২০১৪ সালের পর এটিই ছিল প্রথম স্থানীয় নির্বাচন।

দশকের পর দশক ধরে লাখ লাখ সৈন্য কর্তৃক কাশ্মীরি জনগণের ওপর অমানবিক নৃশংসতা ও হত্যাকাণ্ড চালিয়ে আসা ভারত সরকারের অপমানজনক পরাজয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে, কোনো অঞ্চল কিছু সময়ের জন্য সন্ত্রাস, গুলি এবং জবরদখলের মাধ্যমে দখল করা যেতে পারে কিন্তু স্থায়ীভাবে জনগণের কণ্ঠরোধ করা যায় না।সাম্প্রতিক নির্বাচনের ফলাফল কাশ্মীর বিরোধকে আরও একবার আন্তর্জাতিক সংবাদপত্রের শিরোনামের অংশ করে তুলেছে।

কাশ্মীরিরা আবারো আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদীকে বিচারের আওতায় এনেছে এবং তাদের রক্ত দিয়ে এই লড়াইয়ে একটি নতুন রঙ দিয়েছে।অন্যদিকে অধিকৃত কাশ্মীরের পর ভারতীয় সন্ত্রাসের শাখা পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও নেপাল থেকে কানাডায়ও ছড়িয়ে পড়েছে। ২০২৩ সালের জুন মাসে কানাডায় শিখ স্বাধীনতা সংগ্রামী হরদীপ সিং নিজ্জরকে হত্যা করা হয়। কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো সংসদীয় তদন্তের পর ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক বিরোধ নিয়ে দীর্ঘ কথা বলেছেন। কানাডার প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যখন জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করছিলেন, তখন সরকার এ তথ্যগুলো জনসমক্ষে আনতে পারত। তবে আন্তর্জাতিক নৈতিকতার কথা মাথায় রেখে আমরা এটা করিনি।বরং তাদের সন্ত্রাসের যাবতীয় প্রমাণ আমরা ভারতের শীর্ষ নেতৃত্বকে দিয়েছি। এ ঘটনায় কূটনৈতিক টানাপোড়েনের পর কানাডা সরকার ছয় ভারতীয় কূটনীতিককে বহিষ্কার করে এবং তাদের দেশ ছাড়ার নির্দেশ দেয়।কানাডার পুলিশ প্রধান মাইক ডেভেহ্যাম স্পষ্টভাবে বলেছেন, ভারত সরকারের এজেন্টরা কানাডায় অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত; যা স্থানীয় সমাজ ও নাগরিকদের জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তিনি আরও বলেন, পুলিশের হাতে আসা তথ্য-প্রমাণে দেখা যায়, ভারত সরকারের এজেন্টরা হত্যাকাণ্ড ও সহিংস ঘটনায় জড়িত। পুলিশি তদন্তে উঠে এসেছে যে, কানাডায় ভারতীয় কূটনীতিক এবং কনস্যুলেটগুলো তাদের পদের সুযোগ নিয়ে সরাসরি বা তাদের তথ্যদাতাদের মাধ্যমে গোপন কার্যকলাপে জড়িত ছিল। স্বেচ্ছায় বা জোর করে ভারত সরকারের জন্য তথ্য সংগ্রহ করেছে।কানাডা সরকারের পক্ষ থেকে জানা গেছে, খালিস্তান সমর্থকদের টার্গেট করতে অপরাধী চক্র ব্যবহার করা হয়েছিল।

ভারতের সন্ত্রাসবাদ শুধু কানাডাতেই সীমাবদ্ধ নয়, গত মে মাসে মার্কিন এফআইএ এজেন্টরা ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' এর নির্দেশে এক আমেরিকান শিখ নাগরিককে হত্যার ষড়যন্ত্র বানচাল করে দেয়।নভেম্বরে মার্কিন আদালতে দায়ের করা অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, গুরপতবন্ত নামে এক মার্কিন নাগরিককে হত্যা করার জন্য এক ভারতীয় এজেন্ট নিখাল গুপ্তাকে এক লাখ ডলার দিয়েছিল।রাষ্ট্রীয় সম্পদের ব্যবহার এ সন্ত্রাসী দেশটির পর্দা উন্মোচন করেছে যা বিশ্ব শান্তির জন্য হুমকিস্বরূপ।

বিশ্ব নেতৃত্বের স্বপ্নদেখা মোদির জানা উচিত নেতৃত্ব বন্দুক, বিস্ফোরণ, হুমকি ও সন্ত্রাসবাদের মাধ্যমে আসে না, আসে শান্তির বাস্তব অভিব্যক্তি থেকে। মোদির ভারত আগেও বিশ্ব শান্তির জন্য হুমকি ছিল এবং আজও একটি বড় হুমকি হয়ে আছে। বিশ্ব নেতাদের অবশ্যই এর পথ বন্ধ করতে হবে। অন্যথায় যে কোনো সময় বিশ্ব শান্তি হুমকির মুখে পড়তে পারে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রশিবির

বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৮৯ সাল থেকে ছাত্রশিবিরের ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪২তম সিন্ডিকেট সভায় ছাত্রশিবির নিষিদ্ধ করা হয় বলে দাবি করেছেন তারা।

তবে ক্যাম্পাসে ছাত্রশিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়নি দাবি করেছেন সংগঠনটির নেতারা। এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'দীর্ঘদিন ধরে কিছু ব্যক্তি ও গোষ্ঠী ছাত্রশিবিরকে আদর্শিকভাবে মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়ে নিষিদ্ধের একটি বয়ান তৈরি করে এসেছে। আদতে এই বয়ানের কোনো সত্যতা নেই। ১৯৮৯ সালের ১৫ আগস্ট অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের ১৪২তম সভায় শিবির নিষিদ্ধের প্রস্তাবনা এলেও এ রকম কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি।

বরং সভার সিদ্ধান্ত ছিল 'বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাবহির্ভূত বিধায় এ ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব নয়' উল্লেখ করা হয়েছে বিবৃতিতে।

এ বিষয়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর এ কে এম রাশিদুল আলম বলেন, ২২টি ছাত্রসংগঠন শিবিরিকে নিষিদ্ধ করার জন্য দাবি জানিয়েছিল। ছাত্রছাত্রীদের দাবির প্রেক্ষিতে সিন্ডিকেটের ওই বৈঠকে এটি নিয়ে আলোচনাও হয়েছিল। তবে বিষয়টি 'বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাবহির্ভূত বিধায়' এই বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব নয় বলে সিদ্ধান্ত হয়েছিল।

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি জেনারেল জাহিদুল ইসলাম বলেছেন, এই ভূখণ্ডে বিভিন্ন নাম থেকে 'ইসলাম' ও 'মুসলিম' শব্দ মুছে দেওয়ার অন্যতম ভিকটিম- 'জাহাঙ্গীরনগর মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়'। বুধবার (৩০ অক্টোবর) নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এ মন্তব্য করেন শিবির সেক্রেটারি।

দেশের সিটি করপোরেশন-পৌরসভায়

জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও পৌরসভা থেকে মেয়র, চেয়ারম্যানসহ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের অপসারণ করে। পরে সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে প্রশাসক নিয়োগ দেওয়া হয়।

ইসরাইলি হামলায় গত ১ বছরে

জানিয়েছে, সবচেয়ে তীব্র হামলা করে দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর সিডনের সাইদা এলাকায়; যেখানে তিনটি ভবন লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়।এর ফলে ছয়জন নিহত ও ৩৭ জন আহত হন।তাদের বেশিরভাগই বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি।

সূত্র জানায়, ইসরাইলি যুদ্ধবিমানগুলো লেবানন ও সিরিয়ার মধ্যে সংযোগকারী সীমান্ত সড়কে আকাশ থেকে ভূমিতে নিক্ষেপযোগ্য ছয়টি ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে তিনটি বিমান হামলা চালিয়েছে।এটি দুই দেশের মধ্যে উভয় দিক থেকে চলাচলকারী পথচারীদের বাধা সৃষ্টি করেছে।

এদিকে, লেবাননের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় খিয়াম গ্রামে হিজবুল্লাহ ও ইসরাইলি বাহিনীর মধ্যে এখনো সংঘর্ষ চলছে বলে সূত্রগুলো জানিয়েছে।তারা জানায়, ইসরাইলি যুদ্ধবিমানগুলো গ্রামের কেন্দ্রস্থলে নিবিড় অভিযান চালাচ্ছে।এসব হামলায় ভারী মেশিনগান, আর্টিলারি শেল ও রকেট ব্যবহার করা হচ্ছে।খিয়ামে ইসরাইলি বাহিনী অগ্রসর হওয়ার পরে লেবাননের একটি বাড়িতে বসবাসকারী ১৭ জন বেসামরিক নাগরিকের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

মঙ্গলবার পৃথক বিবৃতিতে হিজবুল্লাহ বলেছে, তাদের যোদ্ধারা ইসরাইলি সদর দফতর ও স্থাপনাগুলোতে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন দিয়ে হামলা চালিয়েছে।এর মধ্যে রয়েছে উত্তর ইসরাইলের কিব্বুতজিম, জারিত, বাইত হিলেল এবং ইসরাইলি শহর মা'আ লট।

এতে আরো বলা হয়,লেবাননের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় মারজেইউন শহরের আকাশসীমায় একটি ইসরাইলি হার্মিস ৯০০ ড্রোন গুলি করে ভূপাতিত করা হয়েছে।ইসরাইলি সেনাবাহিনী ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে লেবাননের ওপর ব্যাপক হামলা চালিয়েছে। চলতি মাসের শুরুর দিকে ইসরাইল তাদের উত্তরাঞ্চলীয় সীমান্ত পেরিয়ে লেবাননে স্থল অভিযান শুরু করে।

কুষ্টিয়ায় বিএনপি-আওয়ামী লীগ সংঘর্ষে

ছাতারপাড়া এলাকার বেগুনবাড়িয়া গ্রামের আওয়ামী লীগ সমর্থক গাইন বংশ ও বিএনপি সমর্থক পিয়াদা বংশের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছিল। এরই জের ধরে বুধবার বিকেলে পিয়াদা বংশের প্রধান গাদির নেতৃত্বে ইন্তা মলিথা ও সুমন পিয়াদাসহ ১০-১২ জন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে ছাতারপাড়া বাজারে অবস্থানরত গাইন বংশের দুই ভাই হামিদুল ইসলাম ও নজরুল ইসলামের ওপর হামলা চালায়। এ সময় তারা ধারাল অস্ত্র দিয়ে তাদের কুপিয়ে গুরুতর জখম করে।

পরে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

এ ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লে দৌলতপুর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে।

দৌলতপুর থানার ওসি শেখ আওয়াল কবীর জানান, স্থানীয় আধিপত্য নিয়ে প্রতিক্ষরা দুজনককে কপিয়ে হত্যা করেছে। ঘটনার সাথে জড়িতদের গ্রেপ্তার অভিযান চালানো হচ্ছে। নিহতদের মরদেহ কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল মর্গে রয়েছে।

সাবেক কৃষিমন্ত্রী আব্দুস শহীদ আটক

ইউএস ডলার; ৫০০ মেক্সিকান ডলার; ৫০ হংকং ডলার; ৩০০০ রুপি; ৩,১১৭ কাতার রিয়াল এবং ৯৯০.৫০ গ্রাম বা ৮৫ ভরি স্বর্ণালংকার ও বার উদ্ধার করা হয়েছে।

জানা যায়, গ্রেপ্তারের পর বুধবার (৩০ অক্টোবর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. শরীফুর রহমানের আদালতে আনা হয় সাবেক এ মন্ত্রীকে।

এ সময় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হত্যার ঘটনায় রুজুকৃত উত্তরা-পশ্চিম থানার একটি মামলায় তার ১০ দিনের রিমান্ড আবেদন করে পুলিশ। শুনানি শেষে আদালত তার ৪ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

পুলিশ জানায়, আব্দুস শহীদের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে বৈদেশিক মুদ্রা রাখার অপরাধে বিশেষ ক্ষমতা আইনে এবং অবৈধভাবে বিপুল পরিমাণ অর্থ ও স্বর্ণালংকার রাখার অপরাধে মানি লন্ডারিং আইনে মামলা রুজু প্রক্রিয়াধীন।

এদিকে সাবেক কৃষিমন্ত্রী উপাধ্যক্ষ ড. মো. আব্দুস শহীদকে গ্রেপ্তার করায় তার নির্বাচনী এলাকা মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে আনন্দ মিছিল করেছেন স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা। বুধবার (৩০ অক্টোবর) দুপুর আড়াইটার দিকে নেতাকর্মীরা আনন্দ মিছিল বের করেন।

উপজেলা বিএনপির সভাপতি নুরুল আলম সিদ্দিকী ও সাধারণ সম্পাদক তাজ উদ্দিন তাজুর নেতৃত্বে আনন্দ মিছিলে উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি শামীম আহমেদ, পৌর বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক জয়নাল চৌধুরীসহ বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের ইউনিয়ন ও উপজেলা কমিটির নেতাকর্মী ও সমর্থকরা উপস্থিত ছিলেন।

চুপিসারে ভারত ঘুরে এলেন রাজা চার্লস

পোস্ট ডেস্ক : ক্যানসার ধরা পড়েছিল চলতি বছরের শুরুর দিকেই। এরপর প্রথম বিদেশ সফরে অস্ট্রেলিয়া এবং সামোয়াতে যান ব্রিটিশ রাজা তৃতীয় চার্লস। সেই সফর থেকে দেশে ফেরার পথে চরম গোপনীয়তা রক্ষা করে ভারত ঘুরে গেলেন চার্লস এবং ক্যামিলা।

রীতিমত চুপিসারেই ভারতে এসে সময় কাটিয়ে গেলেন ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় চার্লস এবং রানি ক্যামিলা। রিপোর্ট অনুযায়ী, সম্প্রতি বেঙ্গালুরুতে ৪ দিন ছিলেন চার্লস এবং ক্যামিলা।

তবে তাদের এই সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত সফরের বিষয়ে মিডিয়া গুণাক্ষরেও টের পায়নি কিছুই। এই আবহে তাদের ভারত সফরের বিষয়টি জানাজানি হওয়ার অনেক আগেই আবার ব্রিটেনে ফিরে যান তারা।

জানা গেছে, সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়া ও সামোয়া সফরে গিয়েছিলেন ব্রিটিশ রাজা তৃতীয় চার্লস এবং তার স্ত্রী তথা ব্রিটেনের রানি ক্যামিলা। যার মধ্যে অস্ট্রেলিয়ায় রীতিমত তোপের মুখে পড়েন ব্রিটিশ রাজ দম্পতি।

পরে সামোয়া থেকে ব্রিটেন ফেরার পথেই তারা ভারতের বেঙ্গালুরুতে চুপিসারে ৪টি দিন কাটিয়ে যান। তাদের এই সফর ঘিরে অত্যন্ত গোপনীয়তা অবলম্বন করা হয়েছিল।

টাইমস অফ ইন্ডিয়ার রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, বেঙ্গালুরুর হোয়াইটফিল্ডে অবস্থিত সুকিয়া হেল্‌থ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টারে ছিলেন চার্লস এবং ক্যামিলা। এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ড. আইজ্যাক মাথাই নুরানাল।

ড. আইজ্যাক মাথাই হলেন ব্রিটিশ রাজ পরিবারের অন্যতম চিকিৎসক। চর্লস এবং ক্যামিলা তার প্রশংসা করেন এখানে এসে।

জানা যায়, শনিবার রাতে ব্রিটিশ রাজার ব্যক্তিগত বিমান অবতরণ করে বেঙ্গারুর হ্যাল বিমানবন্দরে। সেখান থেকে সড়ক পথেই যাবতীয় প্রোটোকল মেনে চার্লস এবং ক্যামিলাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সুকিয়া হেল্‌থ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টারে।

তবে সেই সময় ট্রাফিক এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল, সাধারণ মানুষ যাতে বুঝতে না পারে যে কোনো ভিভিআইপি যাচ্ছেন সড়ক দিয়ে।

পরে বুধবার খুব ভোরে বেঙ্গালুরু থেকে তাদের বিমান ফের টেকঅফ করে ব্রিটেনের উদ্দেশে।

এর আগে, চলতি বছরই চার্লসের ক্যানসার ধরা পড়েছিল। এরপর এই প্রথম বিদেশ সফরে যান চার্লস। গত ১৮ অক্টোবর তিনি অস্ট্রেলিয়া ও সামোয়া সফরে যান। সিডনিতে অপেরা হাউজে চার্লসকে দেখতে ১০ হাজারের মতো লোক এসেছিলেন। এদিকে সামোয়াতে কমনওয়েল্‌থ দেশগুলোর সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন চার্লস। সেখান থেকে ভারতে ব্যক্তিগত সফরে আসেন চার্লস।

রাসুল (সা.)-এর ওপর যেভাবে দরুদ পাঠ করবেন

শরিফ আহমাদ

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর দরুদ পাঠ করা গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল। এটি প্রত্যেক মুমিনের আত্মিক উন্নতি ও দুনিয়া-আখিরাতে সাফল্য লাভের স্বর্ণসিঁড়ি। আল্লাহ তাআলা ও তাঁর সম্মানিত ফেরেশতারা নবীর শানে দরুদ পড়েন।

কোরআনে দরুদ পাঠের নির্দেশ দেওয়া হয়েছেড়নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতারা নবীর প্রতি দরুদ পাঠ করেন।

হে ঈমানদাররা! তোমরাও নবীর প্রতি দরুদ ও সালাম পাঠ করো।' (সুরা : আহজাব, আয়াত : ৫৬)

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নাম উচ্চারণ করলে বা শুনলে দরুদ শরিফ পাঠ করতে হয়। জীবনে অন্তত একবার দরুদ পাঠ করা ফরজ। দরুদের আমল সর্বদা ও সর্বাবস্থায় করা যায়।

এর জন্য নির্দিষ্ট সময় বা স্থানের কোনো শর্ত নেই। যত বেশি পাঠ করা হবে তত মঙ্গল।

দরুদ পাঠে আল্লাহর রহমত লাভ : রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরুদ পাঠ করবে আল্লাহ তাআলা তার ওপর ১০ বার রহমত নাজিল করবেন, তার ১০টি গুনাহ মিটিয়ে দেওয়া হবে এবং তার জন্য ১০টি মর্যাদা উন্নীত করা হবে। (নাসায়ি, হাদিস : ১২৯৭)

দরুদ পাঠে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি : দরুদ পাঠের পরকালীন পুরস্কার হলো রাসুল (সা.)-এর পাশাপাশি অবস্থানের সৌভাগ্য লাভ করা।

রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি আমার ওপর বেশি দরুদ পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন সে-ই আমার অধিকতর নিকটবর্তী থাকবে।' (তিরমিজি, হাদিস : ৪৮৪)

দরুদ না পড়া জাহান্নামের পথ : দরুদ পাঠ করা না হলে বা অবহেলা করা হলে তা জাহান্নামের পথে নিয়ে যায়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমর প্রতি দরুদ পাঠাতে ভুলে যায় সে জান্নাতের পথই ভুলে যায়।' (ইবনে মাজাহ, হাদিস : ৯০৮)

দরুদ পাঠে দোয়া কবুল হয় : দরুদ ছাড়া দোয়া দ্রুত কবুল হয় না। উমর (রা.) বলেন, 'নবী করিম (সা.)-এর ওপর সালাত (দরুদ) পাঠ না করা পর্যন্ত দোয়া আসমান ও জমিনের মাঝে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে এবং এর কিছুই আল্লাহর কাছে উত্থিত হয় না। (তিরমিজি, হাদিস : ৪৮৬)

নির্বাচিত কিছু দরুদ

নামাজে পঠিতব্য দরুদে ইবরাহিমই সবার কাছে পরিচিত। এ ছাড়া বিভিন্ন দরুদ পড়া যায়। সবচেয়ে ছোট ও সংক্ষিপ্ত দরুদ হলো 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'। আর সর্বোত্তম দরুদ হলো দরুদে ইব্রাহিম।

হাদিসে বর্ণিত কিছু দরুদ এখনে উল্লেখ করা হলোড়

১. কাব ইবনে উজরা (রা.) বলেন, 'একবার রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাদের মাঝে বেরিয়ে এলেন। তখন আমরা বললাম, আমরা আপনার প্রতি সালাম জানানোর প্রক্রিয়া জানতে পেরেছি। এখন আপনার প্রতি দরুদ কিরূপে পড়তে হবে? তখন তিনি বলেন, তোমরা বলবেড়আল্লাহুম্মা সল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ, কামা সল্লাইতা আলা ইব্রাহিমা ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম, ইন্নাকা হামিদুম মজিদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ, কামা বারাকতা আলা ইব্রাহিমা ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম, ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ।' (বুখারি, হাদিস : ৩৩৭০)

২. জায়েদ ইবনে খারিজা (রা.) বলেন, 'আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, তোমরা আমার ওপর দরুদ পাঠ করো এবং বেশি বেশি দোয়া করোড় আল্লাহুম্মা সল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ।' (নাসায়ি, হাদিস : ১২৯২)

৩. উকবা ইবনে আমের (রা.) বলেন, 'তোমরা বলবেড়আল্লাহুম্মা সল্লি আলা মুহাম্মাদিনিন নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন।' (আবু দাউদ, হাদিস : ৯৮১)

৪. রুয়াইফি ইবনে সাবেত আনসারি (রা.) বলেন, "রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি নবী (সা.)-এর ওপর দরুদ পড়বে এবং বলবে, 'আল্লাহুম্মা আনজিলহুল মাক আদাল মুকাররাবা ইন্দাকা ইয়াওমাল কিয়ামাহ' তার জন্য আমার সুপারিশ সুনিশ্চিত হয়ে যাবে। (মিশকাতুল মাসাবিহ, হাদিস : ৯৩৬)

জানা গেল রোজা শুরুর সম্ভাব্য তারিখ

পোস্ট ডেস্ক : মুসলিম সম্প্রদায়ের সবচেয়ে পবিত্র মাস রমজানের ইতোমধ্যে ক্ষণগণনা শুরু হয়েছে। এই মাসের অপেক্ষায় থাকেন ধর্মপ্রাণ মুসলিমরা। হিজরি ক্যালেন্ডার অনুয়ায়ী, শাবানের পরই আসে রমজান মাস, সেই হিসাবে আর চার মাস বাকি আছে। এর মধ্যেই ২০২৫ সালের রমজান শুরুর সম্ভাব্য তারিখ ঘোষণা করেছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই)। মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক দেশটির সংবাদমাধ্যম গালফ নিউজের এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে। আর সেই হিসাবে বাংলাদেশে ২ মার্চ রোজা শুরু হতে পারে।

দ্য ইমেরিটাস অ্যাস্ট্রোনমি সোসাইটি সোমবার (২৮ অক্টোবর) জানায়, ২০২৫ সালের ১ মার্চ দেশটিতে রোজা শুরু হতে পারে। এর আগে আকাশে হিজরি রমজান মাসের চাঁদ দেখা যাবে।

মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক সংবাদমাধ্যমটি জানায়, রমজান মাসের ক্ষণগণনা শুরু হয়ে গেছে, আর মাত্র চার মাস বাকি আছে। এসময় দ্য ইমেরিটাস অ্যাস্ট্রোনমি সোসাইটি রমজান শুরুর সময় নিয়ে পূর্বাভাস দিয়েছে।

সোসাইটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, হিজরি জমাদিউল আউয়াল মাসের চাঁদ দেখার ওপর নির্ভর করছে রোজার শুরুর তারিখ। এই মাসের চাঁদ আগামী ৩ নভেম্বর দেখা যেতে পারে।

এখন চাঁদ দেখার পরেই নিশ্চিত করা যাবে, রোজা কবে শুরু হবে। দ্য ইমেরিটাস অ্যাস্ট্রোনমি সোসাইটির চেয়ারম্যান ইব্রাহিম আল জারওয়ান গালফ নিউজকে জানান, সম্ভবত আগামী বছরের ১ মার্চ আমিরাতে রমজান শুরু হবে, তবে সবকিছু চাঁদ দেখার ওপর নির্ভর করছে।

উল্লেখ্য, সাধারণত সংযুক্ত আরব আমিরাত ও সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যে রোজা শুরুর একদিন পর বাংলাদেশে পবিত্র রমজান মাস শুরু হয়। সেই হিসাবে বাংলাদেশে ২ মার্চ রোজা শুরু হতে পারে।

দুনিয়ার লালসা মানুষকে যেসব বিপদের মুখোমুখি করে

মুফতি আবদুল্লাহ নুর

পার্থিব জীবনের মোহ সম্পর্কে সতর্ক করে মহান আল্লাহ বলেন, 'হে মানুষ! নিশ্চয়ই আল্লাহর অঙ্গীকার সত্য। সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদের ধোঁকায় না ফেলে।' (সুরা : ফাতির, আয়াত : ৫)

নবী করিম (সা.) বলেন, 'আমি আমার পরে তোমাদের জন্য যে বিষয়ে সবচেয়ে বেশি ভয় করি তা হলো দুনিয়ার চাকচিক্য ও তার সৌন্দর্য, যা তোমাদের ওপর উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ১৪৬৫)

বুজুর্গদের চোখে পার্থিব জীবন

কোরআন-হাদিসের নির্দেশনার কারণে বুজুর্গরা পৃথিবীর ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন এবং অন্যকেও সতর্ক করতেন। এখানে তাঁদের কয়েকজনের মতামত তুলে ধরা হলো-

১. অসম্মানের কারণ : ইবনে হানাফি (রহ.) বলেন, 'যে ব্যক্তি তার নিজের ওপর তার প্রবৃত্তিকে প্রাধান্য দেবে সে দুনিয়াতে অপমানিত হবে।' (ইকদুল ফারিদ : ৪/২৫৬)

২. শান্তির জায়গা নয় : আলী (রা.)-কে বলা হলো, আমাদের দুনিয়ার পরিচয় বলে দিন? তিনি বলেন, 'আমি দুনিয়ার কী বৈশিষ্ট্য বলব? তার শুরু হয় কষ্ট-ক্লেশ দিয়ে এবং শেষ হয় ধ্বংসের মধ্য দিয়ে। তার হালালগুলো হিসাবযোগ্য আর হারামগুলো শাস্তিযোগ্য। যে ব্যক্তি তাতে সম্পদশালী হয় সে প্রলুব্ধ হয় আর যারা দরিদ্র হয় তারা চিন্তাযুক্ত হয়।' (তাসাললিয়াতুল মাসয়িব : ১/৩১১)

৩. পরিত্যাগ করলেই প্রশান্তি : ইবনুল কায়্যিম জাওজি (রহ.) বলেন, 'দুনিয়া হলো চরিত্রহীন স্ত্রীর মতো, যে একজন স্বামীর সহচর্যে সন্তুষ্ট থাকে না। নিশ্চয়ই সে বহু স্বামীকে তার সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট করে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। সুতরাং তুমি শুধু তা পরিত্যাগ করো, তাহলেই খুশি থাকবে।' (আল ফাওয়ায়িদ : ১/৪৩)

৪. পরকালের পথে অন্তরায় : ইবনুল কায়্যিম জাওজি (রহ.) বলেন, 'বান্দার দুনিয়ার প্রতি আকাঙ্ক্ষা ও সন্তুষ্টির পরিমাণ অনুসারে মহান আল্লাহর অনুগত্যে ও আখিরাতের কাজে তার অলসতা সৃষ্টি হয়।

সুতরাং দুনিয়াকে পরিত্যাগ করো তার অনুসারীদের জন্য যেরূপ তারা (দুনিয়াদাররা) আখিরাতকে পরিত্যাগ করেছে তার অনুসারীদের জন্য।' (আল ফাওয়ায়িদ : ১/১০০)

৫. ধ্বংসের কারণ : হাসান বসরি (রহ.) বলেন, 'যে ব্যক্তি তোমার দ্বিনের ব্যাপারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাকে প্রকৃত একজন প্রতিদ্বন্দ্বী বানায়। আর যে তোমার দুনিয়ার ব্যাপারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাকে প্রকৃত অর্থে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয়।' (ইহইয়াউ উলুমুদ্দিন : ৩/২০৭)

পবিত্র মসজিদুল হারামে ইফতার পরিবেশন নিয়ে বিশেষ নির্দেশনা

পোস্ট ডেস্ক : প্রতিবছরের মতো আসন্ন রমজান মাসে মক্কার পবিত্র মসজিদুল হারামে মুসল্লিদের মধ্যে ইফতার পরিবেশন করা হবে। রোজাদার মুসল্লিদের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে হালকা খাদ্যসামগ্রী বিতরণ নিয়ে নানা প্রস্তুতি নিয়েছে মসজিদটির পরিচালনা পর্ষদ। ইফতারের খাবার পরিবেশনে সহায়তাকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে আবেদন করতে বলা হয়।

সৌদি বার্তা সংস্থার সূত্রে গালফ নিউজ জানিয়েছে, রমজানে মক্কার পবিত্র গ্র্যান্ড মসজিদে ইফতার পরিবেশন করা যাবে।

এতে ইফতার পরিবেশনে প্রতিষ্ঠানগুলো অনলাইনে মসজিদের স্থান নির্বাচন করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে মক্কার মেয়র স্বীকৃত ক্যাটারিং কম্পানি বা সৌদি ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অথরিটি অনুমোদিত কারখানা ও গুদামের সঙ্গে চুক্তি করতে হবে। ব্যক্তি পর্যায়ে একজন সর্বোচ্চ দুজনের ইফতার খাবার নির্বাচন করতে পারবে এবং দাতব্য দল সর্বাচ্চ ১০ জনের ইফতারের আবেদন করতে পারবে। অবশ্য ইফতারসামগ্রী হিসেবে খেজুর, কেক, পাই, জুসসহ অবশ্যই শুকনো খাবার পরিবেশন করতে হবে।

এরপর সংশ্লিষ্ট নীতিমালা মেনে এসব খাবার প্যাক করতে হবে। চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ১১ মার্চ থেকে সৌদি আরবে রমজান শুরু হবে। এ মাসের প্রতিদিন সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত মুসলিমদের সব ধরনের পানাহার থেকে বিরত থাকতে হয়। তা ছাড়া এ মাসে সর্বোচ্চ পরিমাণ মুসলিম ওমরাহ পালন করতে মক্কায় জমায়েত হন। ওমরাহ শেষে তাঁরা পবিত্র মসজিদে নববীতে যান এবং মহানবী (সা.)-এর পবিত্র রওজা শরিফ জিয়ারত করেন। গত বছর ১৩ কোটি ৫৫ লাখের বেশি লোক ওমরাহ পালন করেন, যা ছিল সৌদি আরবের ইতিহাসে সর্বোচ্চ সংখ্যা।

সপ্তাহের নামাযের সময় সূচী

তারিখ	ফজর	সুর্যদ্বয়	যোহর	আছর	মাগরিব	ইশা
০১.১১.২৪ শুক্রবার	6:25	7:40	01:45	3:56	5:56	7:45
০২.১১.২৪ শনিবার	6:25	7:41	01:30	3:54	5:54	7:45
০৩.১১.২৪ রবিবার	5:27	6:43	12:45	2:53	4:52	7:45
০৪.১১.২৪ সোমবার	5:29	6:45	12:45	2:51	4:50	7:30
০৫.১১.২৪ মঙ্গলবার	5:30	6:47	12:45	2:49	4:48	7:30
০৬.১১.২৪ বুধবার	5:31	6:48	12:45	2:47	4:46	7:30
০৭.১১.২৪ বৃহস্পতিবার	5:33	6:50	12:45	2:45	4:45	7:30

নামায শুদ্ধর এই সময়সূচি লন্ডনের জন্য প্রযোজ্য।

লিভারপুলকে হটিয়ে সিটিকে শীর্ষে তুললেন হালান্ড

পোস্ট ডেস্ক : ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে পয়েন্ট টেবিলের খেলা এবারও জমে উঠেছে বেশ। সবশেষ ম্যাচে সাউদাম্পটনকে ১-০ গোলে হারিয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষস্থান দখলে নিয়েছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ম্যানচেস্টার সিটি।

এ জয়ে ৯ ম্যাচে সিটির পয়েন্ট এখন

২৩। অন্যদিকে ৮ ম্যাচে ২১ পয়েন্ট লিভারপুলের। কাছেই পরের ম্যাচে সিটিকে ছাড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ আছে লিভারপুলের সামনে।

ইতিহাদ স্টেডিয়ামে এদিন ম্যাচের ৫ মিনিটেই দলকে এগিয়ে নিয়ে ছিলেন আর্লিং হালান্ড। তখন মনে হচ্ছিল তুলনামূলক দুর্বল সাউদাম্পটনের বিপক্ষে আজ বুঝি গোল উৎসব করবে সিটিজেনরা। যদিও সেটি হতে দেয়নি সাউদাম্পটন। ম্যাচে বাকি সময়টাতে গোল পোস্টের সামনে শক্ত প্রাচীর তৈরি করে গোল হজম করা থেকে বেঁচেছে দলটি।

অবশ্য গোলের জন্য কম চেষ্টা চালায়নি পেপ গার্দিওলার শিষ্যরা। ম্যাচে কতটা আধিপত্য ছিল সেটা পরিসংখ্যানেই স্পষ্ট। ২২টি শট নিয়ে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা আটটি লক্ষ্যে রাখতে পারে। বিপরীতে, সাউদাম্পটনের পাঁচ শটের দুটি ছিল লক্ষ্যে। আর পুরো ম্যাচে ৫৫ শতাংশের বেশি সময় বল দখল ছিল ম্যানসিটির।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বললেন ম্যাথু ওয়েড

পোস্ট ডেস্ক : গত মার্চে টেস্ট ক্রিকেটকে বিদায় বলার পর এবার সব ধরনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকেই বিদায় জানিয়ে দিয়েছেন ম্যাথু ওয়েড। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে সবশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের বিপক্ষে ক্যারিয়ারের শেষ ম্যাচটা খেলে ফেলেছেন এই ৩৬ বছর বয়সী উইকেটরক্ষক ব্যাটার।

তার অবসরের অন্যতম কারণ সম্প্রতি কোচিং প্যানেলে যুক্ত হওয়া। আসন্ন পাকিস্তান সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার সহকারী কোচের ভূমিকায় দেখা যাবে তাকে। নিয়মিত প্রধান কোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড এবং তার পুরো ইউনিট এই সিরিজে না থাকায় প্রধান কোচের দায়িত্ব সামলাবেন আরেক সহকারী কোচ আন্দ্রে বোরোভেচ। তার সহকারী হিসেবেই কাজ শুরু করতে যাচ্ছেন ম্যাথু ওয়েড। তার সঙ্গে থাকবেন ব্র্যাড হজ ও হ্যামিশ বেনেট।

ওয়েট অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ২০১১ সালে অভিষেকের পর টেস্ট ফরম্যাটে ব্যাগি গ্রিন ক্যাপে খেলেছেন ৩৬ ম্যাচ। ওয়ানডে ক্রিকেটে খেলেছেন ৯৭ ম্যাচ। আর টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে খেলেছেন ৯২ ম্যাচ। যেখানে অজিদের হয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের কীর্তিও আছে তার। অবশ্য অবসর বললেও বিগ ব্যাশে খেলা চালিয়ে যাবেন তিনি।

ব্যালন ডি'অর-এ পুরস্কার জিতলেন যারা

পোস্ট ডেস্ক : ব্যালন ডি'অর জয়ীর আলোচনায় গতকাল সন্ধা পর্যন্তও এগিয়ে ছিলেন ভিনিসিয়ুসই। কিন্তু সন্ধ্যার পর থেকে হঠাৎ করে শুনা যায় ভিনি নয়, ব্যালন ডি'অর পাচ্ছেন রদ্রি। এর পর প্যারিসে ব্যালন ডি'অর অনুষ্ঠানে যাওয়ার পরিকল্পনা বাতিল করে দেয় রিয়াল মাদ্রিদ। সংবাদমাধ্যম খবর দেয়, ভিনিসিয়ুস এবার ব্যালন ডি'অর জিতছেন না বলেই প্যারিসে যাওয়ার পরিকল্পনা বাতিল করেছে মাদ্রিদের ক্লাবটি।

প্যারিসের থিয়েটার দু শাতলেতে ৩০ জনের সংক্ষিপ্ত তালিকা থেকে ২০২৪ ব্যালন ডি'অর জয়ী ঘোষণা করা হয় রদ্রিকে।

এক নজরে ২০২৪ ব্যালন ডি'অর জিতলেন যারা:

ছেলেদের ব্যালন ডি'অর : স্পেন ও ম্যানচেস্টার সিটির ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার রদ্রি জিতেছেন ২০২৪ সালের ব্যালন ডি'অর পুরস্কার। তার এই অর্জন ঘোষণা করেন লাইবেরিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট ও ১৯৯৫ সালের ব্যালন ডি'অর জয়ী ফুটবল কিংবদন্তি জর্জ উইয়াহ। ১৯৬০ সালের লুইস সুয়ারেজের পর দ্বিতীয় স্প্যানিশ হিসেবে ব্যালন ডি'অর জিতলেন তিনি।

আর ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার হিসেবে ২০০৬ সালে ফাবিও কানাভারোর পর এই পুরস্কার জিতলেন তিনি। আর ম্যানচেস্টার সিটির প্রথম ব্যালন ডি'অর জয়ীও রদ্রি।

মেয়েদের ব্যালন ডি'অর : স্পেন ও বার্সেলোনার মিডফিল্ডার আইতানা বোনমাতি জিতেছেন ২০২৪ সালের মেয়েদের ব্যালন ডি'অর পুরস্কার। হলিউড অভিনেত্রী নাটালি পোর্টম্যানের কাছ থেকে ব্যালন ডি'অর ট্রফিটি নেন বোনমাতি।

তিনি গত ১৮ মাসে বিশ্বকাপ ও দুবার চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতেন।

বর্ষসেরা গোলকিপার (লেভ ইয়াশিন ট্রফি): টানা দ্বিতীয়বারের মতো বর্ষসেরা গোলকিপার হলেন আর্জেন্টিনা ও অ্যাস্টন ভিলা তারকা এমিলিয়ানো মার্টিনেজ। এমির হাতে লেভ ইয়াশিন ট্রফি তুলে দেন তারই জাতীয় দল সতীর্থ লাওতারো মার্টিনেজ।

বর্ষসেরা তরুণ খেলোয়াড় (কোপা ট্রফি): ১৭ বছর বয়সী স্পেন ও বার্সেলোনা তারকা লামিনে ইয়ামাল বর্ষসেরা তরুণ ফুটবলারের পুরস্কার জিতেছেন। তার এই অর্জন ঘোষণা করেন ডাচ কিংবদন্তি রুড খুলিত।

১৮ বছরের নিচে প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে এ পুরস্কার জিতেছেন তিনি।

সর্বোচ্চ গোলদাতা (গার্ড মুলার পুরস্কার) : সমান ৫২ গোল করে গত মৌসুমে সর্বোচ্চ গোলদাতা ছিলেন হ্যারি কেইন ও কিলিয়ান এমবাপ্পে। তবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না এমবাপ্পে। মঞ্চে থাকা কেইন ব্যালন ডি'অরের আয়োজক ফ্রান্স ফুটবল সাময়িকীকে ধন্যবাদ জানালেন। কৃতজ্ঞতা জানালেন সতীর্থদের প্রতি।

বার্সার বড় জয়

পোস্ট ডেস্ক : লা লিগায় রিয়াল মাদ্রিদকে ৪-০ গোলে বিধ্বস্ত করেছে বার্সেলোনা। শনিবার (২৬ অক্টোবর) সান্তিয়াগোর বার্নাব্যুতে অনুষ্ঠিত ম্যাচে রবার্ট লেভানদোভস্কি জোড়া গোল করেন। এছাড়া লামিনে ইয়ামাল ও রাফিনিয়া বাকিও দুটি করে গোল করেন।

সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে প্রতিপক্ষ এগিয়ে গেলে রাতটা নাকি লম্বা হয়। গত বুধবার ইউরোপিয়ান রাতেও সবাই তা দেখেছে। বরুসিয়া ডর্টমুন্ড ২-০ গোলে এগিয়ে বিরতিতে যাওয়ার পর ৫ গোল করেছে রিয়াল মাদ্রিদ। তারপর মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে ডর্টমুন্ডেরই দেশের এক ভদ্রলোক কি না মুদ্রার অপর পিঠও দেখিয়ে দিলেন!

প্রথমার্ধে পাতলেন অফসাইডের ফাঁদ। তাতে আটকে কিংবা লটকে জেরবার

হলো রিয়ালের আক্রমণভাগ। বিরতি শেষে ম্যাচের ৫৬ মিনিটের পর থেকে রাতটা উল্টো রিয়ালের জন্যই লম্বা হতে শুরু করল! যেন শেষ বাঁশি বাজতে যত দেরি হবে, বিপদ তত বাড়বে! ৫৬ মিনিটের মধ্যে ২-০ গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর ৮৪ মিনিটের মধ্যে সেটাই ৪-০!

এর আগে রিয়াল মাদ্রিদ টানা চার এল ক্লাসিকোয় বার্সেলোনাকে হারিয়েছিল। তবে শনিবার লা লিগায় টানা ৪৩ ম্যাচ অপরাজিত থাকার রেকর্ড ছোঁয়ার হাতছানি নিয়ে খেলতে নেমে মুখ থুবড়ে পড়ল রিয়াল মাদ্রিদ। অন্যদিকে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের বিধ্বস্ত করে এবারের আসরের পয়েন্ট তালিকার নিজেদের শীর্ষস্থান আরও মজবুত করলো হান্সি ফ্লিকের শিষ্যরা।

এদিন ঘরের মাঠে প্রথমার্ধে সুযোগ তৈরি করেও বল জালে জড়াতে ব্যর্থ হয় রিয়াল। অন্যদিকে ম্যাচের ৫৩ মিনিটে গোলের দেখা পায় বার্সা। ম্যাচের ৬০তম মিনিটে এমবাপ্পের শট সহজেই আটকে দেন পেনা। এর চার মিনিটের মাথায় ভিনিসিউসের বাড়িয়ে দেয়া বলে সুবর্ণ সুযোগ মিস করেন এমবাপ্পে। পরে ৬৬ মিনিটে বল জালে পাঠান এমবাপ্পে। তবে অফসাইডের কারণে ওই গোলটি বাতিল করেন রেফারি।

তবে ৬৬ মিনিটের পরপর প্রতিআক্রমণে দ্রুত ওপরে উঠে বাঁয়ে পাস দেন ডি ইয়ং। সে বল রাফিনিয়া ধরে পাস দেন লেভাকে। সে সময় লেভা শট নিলেও গোলপোস্টে লেগে তা প্রতিহত হয়। অন্যদিকে ৬৮ মিনিটে অল্পের জন্য হ্যাটট্রিক মিস করেন লেভানদোভস্কি।

বাফুফের নতুন সভাপতি তাবিথ আউয়াল

পোস্ট ডেস্ক : বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন সাবেক ফুটবলার ও বাফুফের সাবেক সহ-সভাপতি তাবিথ আউয়াল। নির্বাচনে তিনি ১২৩ ভোট পেয়েছেন। তার প্রতিদ্বন্দ্বী দিনাজপুরের ফুটবল কোচ মিজানুর রহমান চৌধুরী পেয়েছেন ৫ ভোট। ১৩৩ জন কাউন্সিলরের মধ্যে ১২৮ জন ভোট দিয়েছেন। সভাপতির ভোটের সংখ্যা জানিয়ে আনুষ্ঠানিক বক্তব্য দিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার মেজবাহউদ্দিন।

১৯৯৮ সাল থেকে ক্রীড়াঙ্গনে নির্বাচনী ব্যবস্থা শুরু হয়। এসএ সুলতান বাফুফের প্রথম নির্বাচিত সভাপতি। কাজী সালাউদ্দিন ছিলেন দ্বিতীয়। এই কিংবদন্তি ফুটবলার ৪ মেয়াদে বাফুফের সভাপতি ছিলেন। এবার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেননি তিনি। তাবিথ বাফুফের তৃতীয় নির্বাচিত সভাপতি। তবে ভোটের হিসেবে তিনি সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়েছেন।

এর আগে ২০১২ ও ২০১৬ সালে তাবিথ

আউয়াল সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের। ২০২০ সালে সহ-সভাপতি পদে টাই হয়েছিল। পুনরায় নির্বাচনে তাবিথ ৪ ভোটে হারেন। তিনি সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন এবার।

বাফুফে সভাপতি পদে তাবিথ আউয়ালের বিজয় ছিল শুধু সময়ের অপেক্ষা। সন্ধ্যা ৬টায় ভোটগ্রহণ শেষে নির্বাচন কমিশন সভাপতি পদ দিয়ে গণনা শুরু করেন। আধাঘণ্টার মধ্যেই সভাপতি পদে গণনা শেষ হয়। এতে তাবিথ ১২৩ ও মিজানুর পাঁচ ভোট পান। এখন সহ-সভাপতি পদে ভোট গণনা চলছে।

রেমিট্যান্স বাড়ানোর জন্য অবিলম্বে বিশেষ ব্যবস্থা

ব্যারিস্টার
জিল্লুর রহমান

বাংলাদেশী প্রবাসীদের কাছ থেকে উচ্চ পরিমাণে রেমিট্যান্স বাড়ানোর জন্য প্রয়োজন জরুরি পদক্ষেপ। সরকার, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং প্রবাসীদের সাথে যোগাযোগের সমন্বয়ে একটি বহুমুখী কৌশল অপরিহার্য। স্বল্পমেয়াদে রেমিটেন্স বাড়াতে সাহায্য করতে পারে এমন কয়েকটি ব্যবস্থা এখানে রয়েছে:

১. অন্তর্বর্তী সরকারের বর্তমান আর্থিক প্রণোদনা

নগদ প্রণোদনা বাড়ান : বাংলাদেশ সরকার বর্তমানে সরকারি চ্যানেলের মাধ্যমে প্রেরিত রেমিটেন্সের ওপর ২.৫% নগদ প্রণোদনা প্রদান করে। আরও রেমিট্যান্স আকৃষ্ট করতে এটি সাময়িকভাবে বাড়ানো যেতে পারে। এই ক্রান্তিকালে এই অন্তর্বর্তী সরকার কিছু বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে, যা আমাদের অবিলম্বে প্রবাসীদের আরও রেমিট্যান্সের জন্য চালু করা উচিত।

বর্তমান বিনিময় হার সমন্বয় : খোলা বাজারের তুলনায় রেমিট্যান্সে আরও অনুকূল বিনিময় হার অফার করা প্রয়োজন, যেন প্রবাসীরা আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আরও বেশি অর্থ পাঠাতে উৎসাহিত করতে পারে। এজন্য আমাদের রোড শো এবং আর্থিক সুবিধাগুলো সম্পর্কে বিশাল ইতিবাচক প্রচারণা শুরু করা উচিত; যা বিশেষত যুক্তরাজ্য এবং সৌদি আরবের জন্য যথেষ্ট নয়।

ট্যাক্স ছাড় বা হ্রাস : অস্থায়ী ট্যাক্স মওকুফ বা হ্রাস প্রবাসীদের জন্য বড় বা আরও ঘন ঘন রেমিট্যান্সকে উৎসাহিত করতে পারে। সম্প্রতি অন্তর্বর্তী সরকারি নীতিমালা এবং বিশেষ করের রেয়াত আমাদের প্রবাসীদের সাথে পরিচিত করা উচিত। আরব আমিরাত, সৌদিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, আমেরিকা এবং যুক্তরাজ্যের আশপাশে বাংলাভাষী লোকদের আরও ঘন বাসস্থানের দিকে আমাদের নজর দেওয়া উচিত। বিশেষ করে গত কয়েক দশকে আমার অভিজ্ঞতায় ইউনাইটেড কিংডম (লন্ডন, বার্মিংহাম, ওল্ডহ্যাম) থেকে প্রায় ৭০% রেমিটেন্স আনঅফিসিয়াল চ্যানেলের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে; যা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। গত সরকারের সময় তারা যথাযথ আনঅফিসিয়াল এবং মানি লন্ডারিং সিস্টেমে গুরুত্ব সহকারে উৎসাহিত করেছে।

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা : আমাদের অবিলম্বে দেশের স্থিতিশীল পরিস্থিতির পরিচয় দিতে হবে এবং সমস্ত ধরণের দমন ও রাজনৈতিক অপমান বন্ধ করতে হবে। তারপর যদি দেশের স্বাভাবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়; তাহলে আমি অনুভব করি যে, বেশিরভাগ প্রবাসীরা বিনিয়োগ করতে স্বাচ্ছন্দ্য এবং আস্থা অনুভব করবে এবং তাদের কঠোর পরিশ্রমে কামানো অর্থ মাতৃভূমিতে পাঠাবে। আমি বিশেষভাবে জানি, যুক্তরাজ্যে ১৬ হাজার রেস্তোরাঁর মালিক ব্রিটিশ বাংলাদেশি এবং তারা প্রতি বছর ব্রিটিশ অর্থনীতির ৪.৫ বিলিয়ন জিবিপিতে অবদান রাখে। অন্যদিকে, এই কারি শিল্পে প্রায় ৪,০০,০০০ মানুষ কাজ করছেন; যেখানে তাদের পুরো পরিবারের সদস্যরা এদেশে বসবাস করছেন। বিশেষ করে অলস বিনিয়োগের মাধ্যমে ব্রিটিশ বাংলাদেশিদের এদেশে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত করার এটি একটি দুর্দান্ত সুযোগ রয়েছে, অবশ্যই তার নিরাপত্তা থাকতে হবে। শুধুমাত্র সেই ব্রিটিশ বাংলাদেশী জনগণ তাদের দেশকে ফ্যাসিবাদী শাসন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত দেখার অপেক্ষায় রয়েছে। সুতরাং, আমাদের গুরুত্ব সহকারে বাংলাদেশি জনগণের (বিশ্বব্যাপী প্রায় ১.৫ কোটি) মধ্যে প্রচারণা শুরু করা উচিত।

অবিলম্বে নতুন আউটলেট চালু করুন : ফ্যাসিবাদী সরকার গত ১৫ বছর ধরে আউটলেটের সংখ্যা বন্ধ বা অপব্যবহার করেছে, যেখানে তারা অর্থ পাচারের জন্য তাদের সম্পূর্ণ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেছে এবং বিদেশে কালো টাকা পাঠাচ্ছে। আমাদের উচিত তাদের সেই বন্ধ আউটলেটগুলো পুনরায় খোলার জন্য উৎসাহিত করা এবং সুবিধা দেওয়া; যেখানে তারা প্রয়োজনে নতুন আউটলেটসহ যথাযথ ব্যাঙ্ক চ্যানেল ব্যবহার করবে।

২. ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের প্রচার

অনলাইন অর্থ স্থানান্তর সহজ করুন : ডিজিটাল রেমিট্যান্স সহজ, সুলভ এবং দ্রুততর করতে মোবাইল আর্থিক পরিষেবা (যেমন, বিকাশ, রকেট) এবং ফিনটেক কোম্পানিগুলোর সাথে অংশীদারিত্ব করা প্রয়োজন। যদি সম্ভব হয়, আমাদের সোশ্যাল মিডিয়ার অধীনে দুই মাসব্যাপী প্রচারাভিযান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা উচিত। এবং সারা বিশ্বে সহজতর রেমিট্যান্স লেনদেনের জন্য নতুন অ্যাপ এবং প্ল্যাটফর্মের সংখ্যা চালু করা উচিত।

মোবাইল অ্যাপ প্রচার : দ্রুত, কম খরচে স্থানান্তর অফার করে এমন রেমিট্যান্স অ্যাপগুলোতে প্রচার করা প্রয়োজন। যেন প্রবাসীরা সচেতন থাকে এবং সেগুলো সহজেই ব্যবহার করতে পারে। আমাদের দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা উচিত যে আমরা জনগণের কাছে পৌঁছাব এবং তাদের বোঝাতে পারব যে অর্থ ফেরত পাঠানোর এবং অন্তর্বর্তী সরকারের গৃহীত একটি স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পে বিনিয়োগ করার এটাই সেরা সময়।

৩. প্রসার এবং সচেতনতা প্রচারাভিযান

লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ করে সচেতনতা প্রচার : অন্তর্বর্তী সরকার এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উচিত প্রবাসীদেরকে আইনি চ্যানেলের মাধ্যমে পাঠানোর সুবিধা এবং উপলব্ধ প্রণোদনা (যেমন, নগদ প্রণোদনা, ভাল বিনিময় হার) সম্পর্কে অবহিত করার জন্য অবিলম্বে সচেতনতামূলক প্রচানাভিযান। আমাদের দুবাই, জেদ্দা লন্ডন, বার্মিংহাম, ম্যানচেস্টার, ওল্ডহ্যাম, নিউ ইয়র্ক এবং ইউরোপের রাজধানী শহরগুলিতে প্রচুর জমায়েত প্রচার কর্মসূচি, সেমিনার এবং সিম্পোজিয়াম করা উচিত।

দূতাবাসের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি করা : জাতীয় উন্নয়নে রেমিট্যান্সের ভূমিকা তুলে ধরে আনুষ্ঠানিক চ্যানেলের মাধ্যমে রেমিট্যান্স পাঠানোর বিষয়ে প্রবাসীদের সাথে সক্রিয়ভাবে যোগাযোগ করতে বাংলাদেশি দূতাবাসগুলোকে সক্রিয় করা প্রয়োজন। অর্থনৈতিক কনসুলার এবং মিশনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে বাংলাদেশি জনগণকে সংগঠিত করা এবং বর্তমান সরকারের অধীনে আর্থিক স্থিতিশীলতা সম্পর্কে ইতিবাচক সচেতনতা তৈরি। আমাদের উচিত নতুন অন্তর্বর্তী সরকারের নীতির অধীনে তাদের পরিবার, বাড়ির সম্পত্তির সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

৪. রেমিট্যান্স চ্যানেল উন্নত করা এবং খরচ কমানো

কম লেনদেন ফি : ব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক অর্থ স্থানান্তর সংস্থাগুলোর (ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম) সাথে লেনদেন ফি কম করা হলে প্রবাসীরা আনুষ্ঠানিক চ্যানেলের মাধ্যমে অর্থ পাঠাতে আরও উৎসাহিত হবে। গত ১৫ বছরে জনগণকে বিভ্রান্ত করা হয়েছে এবং আর্থিক প্যারামিটার সম্পর্কে ভুলভাবে জানানো হয়েছে।

অনুমোদিত এজেন্টের সংখ্যা বাড়ান : জনপ্রিয় স্থানে যেখানে বাংলাদেশি কর্মীরা বাস করে (যেমন, মধ্যপ্রাচ্য, মালয়েশিয়া) সেখানে পর্যাপ্ত আইনি রেমিট্যান্স এজেন্ট এবং ব্যাঙ্ক রয়েছে, তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। বিগত সরকারের শাসনামলে একটি বিশাল ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। তাই আমাদের অবিলম্বে অবাধ ও সুষ্ঠু যাচাই-বাছাইয়ের অধীনে এবং রাজনৈতিক বিবেচনা ছাড়া এসব সংস্থাকে সক্রিয় করতে হবে। তারা এ ক্ষেত্রে ভুল লোক ও এজেন্ট নিয়োগ করেছে; যে কারণে সরকারি চ্যানেলের মাধ্যমে রেমিট্যান্স পাঠাতে মানুষ সম্পূর্ণভাবে নিরুৎসাহিত হয়েছে।

৫. বিশ্বাস এবং নিরাপত্তা জোরদার করা

আর্থিক ব্যবস্থায় আত্মবিশ্বাস বাড়ান : রেমিট্যান্সের জন্য আনুষ্ঠানিক ব্যাংকিং চ্যানেলগুলোর নিরাপত্তা, স্বচ্ছতা এবং গতি হাইলাইট করা প্রয়োজন। এতে প্রবাসীরা নিশ্চিত বোধ করবে যে, তাদের অর্থ নিরাপদে পরিবারের কাছে পৌঁছাবে। গত ১৫ বছরে আমরা আমাদের প্রবাসীদের অনুপ্রেরণা এবং আর্থিক ব্যাংকিং খাতের স্থিতিশীলতা আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়েছি। এখনও, আমরা আমাদের বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ম এবং নীতি থেকে ৮-১০টি ব্যাংকের আর্থিক শক্তি সম্পর্কে পুরোপুরি পরিষ্কার মতামত দিতে পারিনি। তাই আমরা প্রবাসীরা আমাদের ঘাম ঝরানো টাকা পাঠানোর জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে বিশ্বাস করি না এবং আস্থা রাখতে পারি না।

মানি লন্ডারিং বিরোধী প্রচেষ্টা কঠোর করুন : অবৈধ চ্যানেল ব্যবহার করা থেকে প্রবাসীদের প্রতিরোধ করতে অর্থ পাচার বিরোধী এবং হুন্ডি বিরোধী (অনুষ্ঠানিক রেমিট্যান্স সিস্টেম) প্রচারাভিযানগুলোকে শক্তিশালী করা উচিত। প্রয়োজনে, বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে বিশ্বের প্রধান শহরগুলোতে অর্থপাচার বিরোধী প্রচার এবং আর্থিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য আমাদের বর্তমান ইতিবাচক পদক্ষেপগুলো সম্পর্কে সর্বদলীয় সমর্থিত বা সম্মিলিত জোট সংগঠিত করা উচিত।

৬. অস্থায়ী বোনাস বা আনুগত্য প্রোগ্রাম

আনুগত্য প্রোগ্রাম : বিশেষ বোনাস অফার করা (যেমন, একটানা প্রতি মাসে রেমিট্যান্সের জন্য অতিরিক্ত ১% ইনসেনটিভ) ধারাবাহিক রেমিট্যান্স প্রবাহ চালাতে পারে।

রেফারেল প্রোগ্রাম : পুরস্কারের বিনিময়ে প্রবাসীদের বন্ধু বা পরিবারকে আনুষ্ঠানিক রেমিট্যান্স চ্যানেলে রেফারের জন্য উৎসাহিত করা, যেন এই চ্যানেলগুলো ব্যবহার প্রসারিত হতে পারে।

৭. ব্যবসা এবং বিনিয়োগের সুযোগ যুক্ত করুন

ডায়াস্পোরা বন্ড : প্রবাসীদের উচ্চ-ফলনযুক্ত 'ডায়াস্পোরা বন্ড' বা অন্যান্য সরকার-সমর্থিত বিনিয়োগ স্কিমগুলোতে বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত করা প্রয়োজন; যা রেমিট্যান্স প্রবাহ এবং বিনিয়োগের রিটার্ন উভয়ই প্রদান করে। অন্তর্বর্তী সরকার প্রবাসীদের দ্বৈত নাগরিকত্ব ভোটার অধিকার, আরও বিমানবন্দর সুবিধা এবং ইত্যাদি নিশ্চিত করতে পারে, যাতে আমরা আমাদের জনগণকে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক বা অন্য কোনো ব্যাংকিং সেক্টর বা সারা দেশে উচ্চ প্রযুক্তির কোনো প্রকল্পের অধীনে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত করতে পারি।

উদ্যোক্তা প্রণোদনা : প্রবাসীদের জন্য ব্যবসায়িক অনুদান বা প্রণোদনার জন্য প্রস্তাবনা পাঠানো যেতে পারে; এতে বাংলাদেশে ছোট ব্যবসা বা সম্পত্তিতে বিনিয়োগের জন্য বেশি রেমিটেন্স পাঠাতে পারবে। নতুন সরকারের অধীনে, নতুন নিয়মের সাথে, নতুন দেশগুলোর বিকাশের জন্য অবিলম্বে এটি আমাদের প্রবাসীদের আকর্ষণ করার অন্যতম উপায়। তাই দেরি না করে দ্বিগুণ বৈদেশিক মুদ্রা আনার মাধ্যমে আমাদের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে আমাদের কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে।

এই তাৎক্ষণিক ব্যবস্থাগুলো যদি কার্যকরভাবে সমন্বিত এবং যোগাযোগ করা হয়, তাহলে বাংলাদেশি প্রবাসীদের কাছ থেকে দ্বিগুণ পরিমাণে রেমিট্যান্সের প্রবাহ বাড়াতে সহযোগিতা করতে পারে।

লেখক : সাংবাদিক ও যুক্তরাজ্য প্রবাসী আইনজীবী

BANGLA POST
www.banglapost.co.uk
Email: news@banglapost.co.uk

Labour's first Budget announced

Post Desk : Chancellor Rachel Reeves has told the BBC that she hopes Labour's first Budget since taking power, which includes massive tax increases, would be a one-off.

"This is not the sort of Budget we would want to repeat," she told the BBC's political editor Chris Mason.

"But this is the Budget that is needed to wipe the slate clean and to put our public finances on a firm trajectory."

Employers will bear the brunt of the £40bn in tax rises unveiled earlier by Reeves - the biggest increase in a generation.

She insists it is needed to plug a £22bn "black hole" in the nation's finances she inherited from the Conservatives and to invest in the NHS and other public services.

In a marathon 76 minute speech which outlined a change in priorities from Conservative predecessors, the first female chancellor laid out big spending and tax decisions.

Health, education and transport will see spending increases, with the biggest hike in funding for the NHS since 2010 - £22bn extra for the front line and another £3bn for equipment and buildings.

In a surprise move, Reeves decided not to continue a freeze on income tax thresholds beyond 2028, which would have dragged millions of people into the tax system for the first time or pushed them into paying higher rates.

And she announced changes to Labour's self-imposed borrowing rules to allow the government to pump billions into the UK's infrastructure.

She said Labour would fulfil its promise to voters in July's election to "invest, invest, invest" to "drive economic growth".

But the government's promise to make the UK the fastest growing economy in the developed world has been undermined by its own financial watchdog.

The Office for Budget Responsibility said the package of economic measures unveiled by Reeves would ultimately "leave GDP largely unchanged in five years".

Asked about the underwhelming forecasts, she said: "I absolutely accept this is not the summit of my ambitions. I want the economy to grow faster than this."

She added that the "growth numbers this year and next year are being revised up and that's good news".

The OBR says the economy will grow by 2% in 2025, up 0.1% on its previous forecast, but it will drift down in subsequent years to 1.5% in 2028.

In her Budget speech, Reeves said "working people" would not see an increase in income tax, National Insurance or VAT, fulfilling a promise made by Labour at the general election.

Instead, employers will see an increase in National Insurance contributions on their workers' earnings which will raise up to £25bn a year for the government.

There will also be an increase to capital gains tax on share sales and a freeze on inheritance tax thresholds.

In his response to the Budget, Conservative leader Rishi Sunak accused Reeves of "hobbling" economic growth.

"They're taxing your job, they're taxing your business, they're taxing your savings. You name it, they'll tax it," Sunak told MPs in his final Commons appearance as leader of the opposition.

But Reeves claimed any "responsible chancellor" would have been forced to do the same to "fix the foundations" of the economy.

Her Budget - the first Labour economic statement since 2010 - sees the second biggest increase in taxes in UK history.

As measured by amount of tax raised relative to the size of the economy, it is slightly smaller than Conservative Chancellor Norman Lamont's 1993 Budget.

But she also froze petrol duty for next year - and retained a 5p cut introduced by the Tories that was due to expire in April.

Other measures included:

Capital gains tax paid on profits from selling shares to increase from up to 20% to up to 24%

Freeze on inheritance tax thresholds extended beyond 2028 to 2030

VAT on private school fees from January 2025

Air Passenger Duty on flights by private jet to go up by 50%

New tax of £2.20 per 10ml of vaping liquid introduced from October 2026

Tax on tobacco to increase by 2% above inflation, and 10% above inflation for hand-rolling tobacco

Tax on non-draught alcoholic drinks to increase by the higher RPI measure of inflation, but tax on draught drinks cut by 1.7%

The stamp duty land tax surcharge for second homes will increase by two percentage points to 5% from Thursday

Budget 2024: Key points at a glance

Personal taxes

Rates of income tax and National Insurance (NI) paid by employees, and of VAT, to remain unchanged

Income tax band thresholds to rise in line with inflation after 2028, preventing more people being dragged into higher bands as wages rise

Basic rate capital gains tax on profits from selling shares to increase from from 10% to 18%, with the higher rate rising from 20% to 24%

Rates on profits from selling additional property unchanged

Inheritance tax threshold freeze extended by further two years to 2030, with unspent pension pots also subject to the tax from 2027

Business taxes

Companies to pay NI at 15% on salaries above £5,000 from April, up from 13.8% on salaries above £9,100, raising an additional £25bn a year

Employment allowance - which allows smaller companies to reduce their NI liability - to increase from £5,000 to £10,500

Tax paid by private equity managers on share of profits from successful deals to rise from up to 28% to up to 32% from April

Main rate of corporation tax, paid by businesses on taxable profits over £250,000, to stay at 25% until next election

Wages, benefits and pensions

Legal minimum wage for over-21s to rise from £11.44 to £12.21 per hour from April

Rate for 18 to 20-year-olds to go up from £8.60 to £10, as part of a long-term plan to move towards a "single adult rate"

Basic and new state pension payments to go up by 4.1% next year due to the "triple lock", more than working age benefits

Eligibility widened for the allowance paid to full-time carers, by increasing the maximum earnings threshold from £151 to £195 a week

Transport

5p cut in fuel duty on petrol and diesel brought in by the Conservatives, due to end in April 2025, kept for another year

£2 cap on single bus fares in England to rise to £3 from January, outside London and Greater Manchester

Commitment to fund tunnelling work to take HS2 high-speed rail line to Euston station in central London

Government says it will "secure the delivery" of Transpennine rail upgrade between York and Manchester, after reports ministers were looking to cut costs

Air Passenger Duty to go up in 2026, by £2 for short-haul economy flights and £12 for long-haul ones, with rates for private jets to go up by 50%

Extra £500m next year to repair potholes in England

Vehicle Excise Duty paid by owners of all but the most efficient new petrol cars to double in their first year, to encourage shift to electric vehicles

Drinking and Smoking

Tax on tobacco to increase by 2% above inflation, and 10% above inflation for hand-rolling tobacco

Tax on non-draught alcoholic drinks to increase by the higher RPI measure of inflation, but tax on draught drinks cut by 1.7%

Government to review thresholds for sugar tax on soft drinks, and consider extending it to "milk-based" beverages

Government spending and public services

Day-to-day spending on NHS and education in England to rise by 4.7% in real terms this year, before smaller rises next year

Defence spending to rise by £2.9bn next year

Home Office budget to shrink by 3.1% this year and 3.3% next year in real terms, due to assumed savings from asylum system

£1.3bn extra funding next year for local councils, which will also keep all cash from Right to Buy sales from next month

Housing

Social housing providers to be allowed to increase rents above inflation under multi-year settlement

Discounts for social housing tenants buying their property under the Right to Buy scheme to be reduced

Stamp duty surcharge, paid on second home purchases in England and Northern Ireland, to go up from 3% to 5%

Point at which house buyers start paying stamp duty on a main home to drop from £250,000 to £125,000 in April, reversing a previous tax cut

Threshold at which first-time buyers pay the tax will also drop back, from £425,000 to £300,000

Current affordable homes budget, which runs until 2026, boosted by £500m

Budget 2024

A Mixed Bag for Working Class Struggles

By Shofi Ahmed

Britain's first ever female chancellor's budget is the talk of the moment. Here I will analyse a social take on it giving all a working-class perspective. The budget offers some relief through the National Insurance Contributions (NICs) U-turn and cost-of-living payments. These measures are indeed a lifeline for many households struggling to make ends meet in the current economic climate. However, there is a palpable sense of unease among analysts and those affected that these provisions may only scratch the surface, failing to tackle the deeper, systemic issues that continue to plague the working class.

A Dual-Edged Sword for Working Families

The budget's commitment to providing immediate financial relief is a commendable step towards alleviating the hardships faced by working-class families. The reversal of the NICs increase saves workers a 1.25% rise in tax, essentially meaning they get to keep more of their hard-earned money. This decision is particularly beneficial for lower-income earners, who often rely on every pound to meet their daily needs.

In addition to this, the announcement of a one-time cost-of-living payment of £900 for low-income households is a strategic move to provide direct assistance to those most impacted by rising prices. With inflation still outpacing wage growth, this financial aid could prevent countless families from slipping into poverty or facing significant financial distress.

Nevertheless, these measures are temporary solutions to what many believe are long-term, deeply rooted problems. The working class has been advocating for permanent changes that address the growing wealth gap and a cost-of-living crisis that shows no signs of abating.

Income Tax and Wage Conundrum

A notable concern among the working class is the government's decision to maintain the status quo on income tax. Freezing the income tax threshold for a further two years means that while workers will not be taxed more, they will not be paying less either—despite the ever-increasing cost of living. This decision stands in stark contrast to the clamour for a more progressive tax system that eases the burden on the working class.

Coupled with this is the budget's silence on significant wage increases, particularly concerning the minimum wage. The Living Wage Foundation has advocated for a £11.05 minimum wage rate, exceeding the announced £10.90 National Living Wage. This minor increase may not substantially improve the lives of low-wage earners, making it challenging for them to afford essentials like food, housing, and utilities.

Second-Hand Economy: A Panacea or Placebo?

Chancellor Reeves's surprising U-turn on taxing profits from selling second-hand items online has sparked both enthusiasm and scepticism. This move aims to boost the circular economy, and it encourages individuals to make extra income from items they no longer need. From an environmental perspective, this decision is a step towards sustainability, minimising waste and promoting the reuse of resources.

However, the question remains whether this initiative will offer substantial benefits to the working class. Critics argue that such measures, while laudable, may not fundamentally change the financial trajectory for those facing unemployment, underemployment, or rising living costs. For this sector of society, the focus needs to be on more immediate and impactful interventions.

The Role of Small Businesses and Housing Support

Budget 2024 heralds a significant push to bolster small businesses, with the government vowing to make the UK the "best place to start and grow a business." While this could indeed stimulate the economy and potentially create more jobs, the working class might remain sceptical until they see tangible benefits. Ensuring that these jobs are well-paid and secure is pivotal to earning their trust.

Another bright spot in the budget is the £490 million boost for building new council housing. This investment could lead to increased housing affordability, a critical issue affecting the working class. Providing more social housing can help low-income families find stable accommodation, which in turn can free up resources for other essential expenses.

A Work in Progress

In summary, Budget 2024 delivers a mix of short-term relief and long-term question marks. While measures like the NICs reversal and cost-of-living payments offer immediate help, they are temporary and do not address the systemic flaws that perpetuate economic disparities.

The omission of impactful changes to income tax and minimum wage, as well as a clear, comprehensive strategy to tackle the escalating cost of living, may leave the working class feeling overlooked and underserved.

As politicians and analysts continue to dissect the budget's implications, the working class persists in their struggle, hopeful for a future where budgets truly reflect and address their pressing needs. The government should continue engaging with these issues to ensure that future budgets deliver more than just temporary relief for the hardworking citizens of the United Kingdom.

Man City and Spain midfielder Rodri wins men's Ballon d'Or

Manchester City and Spain midfielder Rodri has won the men's Ballon d'Or - awarded to the best footballer of the year - for the first time.

The 28-year-old, who lost just one game last season for club and country, is the first Spanish player to win the men's award since 1960 and the first Premier League player to win the award since Cristiano Ronaldo in 2008.

Rodri, who helped Spain win Euro 2024 in July, was awarded the prize in Paris on Monday.

He also won the Premier League, Uefa Super Cup and Club World Cup with City.

Rodri, the first player in the club's history to win the Ballon d'Or, claimed the award ahead of Real Madrid and Brazil winger Vinicius Jr.

Real Madrid midfielder Jude Bellingham was third - the highest an English player has finished since Frank Lampard's second place in 2005.

The Spanish side also won the award for club of the year and their manager Carlo Ancelotti was the winner of the men's coach of the year award, but there was no-one from the club present to receive the prizes.

It was reported earlier on Monday that Real Madrid were boycotting the ceremony after reports Vinicius would not win the Ballon d'Or.

"A very special day for me, my family and my country," said Rodri, who appeared on stage on crutches after rupturing his anterior cruciate ligament (ACL) in September.

"Today is not a victory for me, it is for Spanish football, for so many players who have not won it and have deserved it, like [Andres] Iniesta, Xavi [Hernandez], Iker [Casillas], Sergio Busquets, so many others. It is for Spanish football and for the figure of the midfielder."

Rodri rewarded for club and country record

The Ballon d'Or recognises the best footballer of the year and is voted for by a jury of journalists from each of the top 100 countries in the Fifa men's world rankings.

Having helped Manchester City to the Treble in 2023, Rodri finished fifth in last year's Ballon d'Or.

His continued success with City and his role within Spain's Euro 2024-winning side has seen him become one of the most influential players in world football.

The holding midfielder went off injured at half-time in the Euros final against England, but he had already done enough to be named player of the tournament.

Rodri scored a career-best nine goals for City last season, including two crucial late strikes in Premier League games and a goal in the title-clinching 3-1 win over West Ham.

"Today many friends have written to me and have told me that football has won, for giving visibility to so many midfielders who have a job in the shadows and today it is coming to light," added Rodri, who was presented the award by 1995 winner George Weah.

"I'm a regular guy with values, who studies, who tries to do things right and doesn't try to follow the stereotypes, and even so I have been able to get to the top and it is thanks to all of you."

Asked about the ACL injury that will rule him out of for the season, he said: "I am just trying to take care of myself. Rest, enjoy the free time with my family and come back stronger."

Kane and Mbappe share Gerd Muller Trophy

Harry Kane and Kylian Mbappe shared the Gerd Muller Trophy - the award for the best goalscorer - after both scoring 52 goals in all competitions last season.

With Real Madrid and France forward Mbappe absent, England captain Kane was presented the award alone following a stellar first season with Bayern Munich.

"Thank you to my club Bayern Munich, all my staff, team-mates, for helping me score all the goals I scored," said Kane, who finished 10th in the Ballon d'Or men's award standings.

"It's an honour to take this award from a club legend [Karl-Heinz Rummenigge] - thank you very much."

Absent Real Madrid sweep club and coach awards

When Real Madrid won the award for club of the year and Ancelotti achieved the inaugural Johan Cruyff Trophy for best coach, there were no speeches.

Instead the ceremony moved on swiftly.

Under Ancelotti, Real Madrid won La Liga by 10 points last season as well as the Spanish Super Cup, while they also triumphed in the Champions League - winning their 15th title in the competition. They had seven players shortlisted for the men's Ballon d'Or award.

Yamal wins Kopa Trophy

The Kopa Trophy, awarded to the best performing player under the age of 21, went to Barcelona and Spain winger Lamine Yamal.

Yamal, who turned 17 in July, made 50 appearances for Barcelona last season, scoring seven goals and seven assists.

He was part of Spain's Euro 2024-winning side where his four assists in Germany matched the record for any player in a single European Championship.

The youngest player, goalscorer and winner at a Euros, Yamal was named young player of the tournament.

Martinez wins second consecutive Yashin Trophy

Emiliano Martinez kept eight clean sheets for Aston Villa in the Premier League last season

Aston Villa and Argentina goalkeeper Emiliano Martinez won the Yashin Trophy - the award for the best goalkeeper - for the second year running.

Martinez, a World Cup winner in 2022, helped Aston Villa finish fourth in the Premier League last season and qualify for the Champions League for the first time.

The 32-year-old also played a key role in Argentina winning the Copa America with five clean sheets in six games.

"Winning once is an honour, back-to-back is something I never expected," said Martinez, who is the first player to win the goalkeeping award twice in a row.

Ballon d'Or top 10

Rodri (Spain and Manchester City)
Vinicius Jr (Brazil and Real Madrid)
Jude Bellingham (England and Real Madrid)
Dani Carvajal (Spain and Real Madrid)
Erling Haaland (Norway and Manchester City)
Kylian Mbappe (France and PSG/Real Madrid)
Lautaro Martinez (Argentina and Inter Milan)
Lamine Yamal (Spain and Barcelona)
Toni Kroos (Germany and Real Madrid)
Harry Kane (England and Bayern Munich)

Year: 22 ◆ Issue: 1034 ◆ Friday 01 Nobember - Thursday 07 Nobember 2024

BANGLA POST

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED BANGLA NEWSPAPER

রাষ্ট্রপতি ইস্যুতে অনড় অবস্থানে বিএনপি

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : রাষ্ট্রপতির পদ থেকে মো. সাহাবুদ্দিনকে অপসারণ ইস্যুতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক কমিটির আহ্বানেও অবস্থান বদলাবে না বিএনপি। এই ইস্যুতে সংবিধানের বাইরে না যাওয়ার দলীয় যে অবস্থান আছে, তাতেই অনড় রয়েছে দলটি।

গত সোমবার রাতে দলের গুলশান কার্যালয়ে বিএনপির স্থায়ী কমিটির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এ নিয়ে দীর্ঘ বৈঠকে দলের নেতারা পরবর্তী কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন।

বর্তমান পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপতি অপসারিত হলে সাংবিধানিক শূন্যতা বা রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি হতে পারে বলে বৈঠকে দলের নীতিনির্ধারকরা একমত হয়েছেন। তাঁরা মনে করেন, এই মুহূর্তে নির্বাচনের রোডম্যাপ জরুরি। কিন্তু তা না করে রাষ্ট্রপতির অপসারণ ইস্যু সামনে আসায় সন্দেহ তৈরি হয়েছে।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু বলেন, 'দেশে গণতন্ত্র ফেরাতে নির্বাচন, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধে ব্যবস্থা এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা মূল এজেন্ডা হওয়া উচিত। কিন্তু হঠাৎ কেন রাষ্ট্রপতি ইস্যু সামনে এলো?'

বৈঠকে বিএনপি নেতারা বলেন, বিপ্লব বা অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হলেও সাংবিধানিক পথেই অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়েছে। সুতরাং সেই সংবিধান উপেক্ষা করে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া যৌক্তিক হবে না। দলটি মনে করছে, বিদ্যমান পরিস্থিতিতে সংবিধান বাতিল ঘোষণা করা হলে দেশে সাংবিধানিক সংকট বা রাজনৈতিক সংকট তৈরি হবে।

দলের উচ্চ পর্যায়ের নেতারা মনে করেন, রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করার পেছনে দুরভিসন্ধি আছে।

এটি নির্বাচনপ্রক্রিয়া বিলম্বিত করে অন্তর্বর্তী সরকারের ক্ষমতা দীর্ঘায়িত করার একটি ষড়যন্ত্র বলে সন্দেহ প্রকাশ করছেন তাঁরা।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ --১৭ পৃষ্ঠায়

মোদি বিশ্ব শান্তির জন্য হুমকি

পোস্ট ডেস্ক : ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতায় আসার পর থেকে গোটা অঞ্চলের শান্তি প্রায় বিপন্ন। নিকটতম বা দূরবর্তী কোনো প্রতিবেশীই ভারতের হাত থেকে নিরাপদ নয়। ভারতের 'সন্ত্রাসী কার্যকলাপে' সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পাকিস্তান। ভারতের মনোবল এখন এতটাই বেড়েছে যে, তারা এসব কর্মকাণ্ডের কথা প্রকাশ্যেই বলে বেড়ায়।

চলতি বছরের শুরুর দিকে ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এক সংবাদ সম্মেলনে পাকিস্তানে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালানোর বিষয়টি স্বীকার করেছিলেন।রাজনাথ সিং আরএসএসের কট্টর মুসলিমবিরোধী মতাদর্শে বিশ্বাসী। মোদির মতো তাকেও চরমপন্থা ও মুসলিমবিরোধী মনোভাবের ভিত্তিতে ভারতের চরমপন্থি মহলে পছন্দের প্রার্থী হিসেবে দেখা হয়।

কাশ্মীরে ভারতীয় সন্ত্রাসবাদ বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদের --১৭ পৃষ্ঠায়

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রশিবির নিষিদ্ধ?

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : দীর্ঘ ৩৫ বছর পর প্রকাশ্যে এসেছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রশিবির। গত মঙ্গলবার সংগঠনটির প্রচার সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মামুন সাকির স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে সংগঠনটির সভাপতি ও সেক্রেটারির নাম জানানো হয়।

এতে দেখা যায়, জাবি শাখার সভাপতি হারুনুর রশিদ রাফি এবং সেক্রেটারি মহিবুর রহমান মুহিব। হারুনুর রশিদ রাফি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ৪৬তম ব্যাচের (২০১৬-১৭ সেশন) শিক্ষার্থী। মহিবুর রহমান মুহিব বাংলা বিভাগের ৪৭তম ব্যাচের (২০১৭-১৮ সেশন) শিক্ষার্থী।

সংগঠনটি প্রকাশ্য আসায় রাতেই বিক্ষোভ করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক ছাত্রসংগঠন। তাদের দাবি, জাহাঙ্গীরনগর --১৭ পৃষ্ঠায়

সাবেক কৃষিমন্ত্রী আব্দুস শহীদ আটক

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : রাজধানীর উত্তরা থেকে গ্রেপ্তার হয়েছেন সাবেক কৃষিমন্ত্রী উপাধ্যক্ষ মো. আব্দুস শহীদ। সাবেক এ মন্ত্রীকে গ্রেপ্তারের সময় তার বাসা থেকে বিপুল পরিমাণ টাকা, বৈদেশিক মুদ্রা ও স্বর্ণালংকার জব্দ করা হয়েছে।

পুলিশ জানায়, মো. আব্দুস শহীদের বাসা থেকে ৩ কোটি ১০ লাখ ২৭ হাজার টাকা; ১,১২০ কানাডিয়ান ডলার; ১,১০০ ইউরো; ৫,৩০০ থাইবাথ; ১,৯৫৩ --১৭ পৃষ্ঠায়

ইসরাইলি হামলায় গত ১ বছরে লেবাননে নিহত ২৭৯২

পোস্ট ডেস্ক : গত বছর অক্টোবর থেকে ইসরাইল-হিজবুল্লাহ সঙ্ঘাত শুরু হওয়ার পর থেকে লেবাননে ইসরাইলি বিমান হামলায় নিহতের সংখ্যা দুই হাজার ৭৯২ জনে পৌঁছেছে। একই সময় আহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২ হাজার ৭৭২ জনে।মঙ্গলবার লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এসব তথ্য জানিয়েছে। মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়, শুধু সোমবারই ৮২ জন নিহত ও ১৮০ জন আহত হয়েছেন।

লেবাননের সামরিক সূত্রগুলো জানিয়েছে, মঙ্গলবার ইসরাইলি সামরিক বাহিনী দক্ষিণ লেবাননের প্রায় ৩০টি গ্রাম ও শহরে ৫০টিরও বেশি বিমান হামলা চালিয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সূত্রগুলো --১৭ পৃষ্ঠায়

কুষ্টিয়ায় বিএনপি-আওয়ামী লীগ সংঘর্ষে নিহত ২

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : কুষ্টিয়া জেলায় দৌলতপুরে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছে। বুধবার (৩০ অক্টোবর) বিকেলে উপজেলার আড়িয়া ইউনিয়নে এ ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন হামিদুল ইসলাম (৪৮) ও তার ছোট ভাই নজরুল ইসলাম (৪৫)। তারা ছাতারপাড়া এলাকার বেগুনবাড়িয়া গ্রামের রমজান আলীর ছেলে।

এই ঘটনায় আহত অবস্থায় দুজনকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্র জানায়, --১৭ পৃষ্ঠায়

দেশের সিটি করপোরেশন-পৌরসভায় নিয়োগ হচ্ছে 'ফুলটাইম' প্রশাসক

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : সিটি করপোরেশন, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও পৌরসভায় 'ফুলটাইম' প্রশাসক নিয়োগ দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা এ এফ হাসান আরিফ।

বুধবার (৩০ অক্টোবর) সচিবালয়ে সেক্রেটারিয়েট রিপোর্টার্স ফোরামের সঙ্গে এক মতবিনিময় অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা জানান।

উপদেষ্টা বলেন, 'অতি শীঘ্রই আপনারা দেখতে পারবেন এখানে ফুলটাইম অ্যাডমিনিস্ট্রেটর দেওয়ার ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করতে যাচ্ছি। এটা নিয়ে এখন চিন্তা-ভাবনা হচ্ছে।

সাময়িক প্রশাসক দিয়ে এত বড় সিটি করপোরেশন, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ বা পৌরসভার সেবাগুলো

দেওয়া সম্ভব নয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'এখানে সার্বক্ষণিক দায়িত্ব আছে, সার্বক্ষণিক কর্তব্য আছে। সেগুলো পালন করার জন্য সার্বক্ষণিক একজন প্রশাসকের প্রয়োজন। সে ব্যাপারে আমরা পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছি। অতি শীঘ্রই আপনারা জানতে পারবেন।

প্রসঙ্গত, বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর দেশের সিটি করপোরেশন, --১৭ পৃষ্ঠায়

22 Years of KEEPING YOUPOSTED!

BANGLA POST- 22 YEARS OF KEEPING YOU POSTED! | বাংলা পোস্ট - ২২ বছর আপনাদের সাথে!

To advertise in Bangla Post
Please call 020 3633 2545 or advertising@banglapost.co.uk
www.banglapost.co.uk

Bangla Post is published by Brit Bangla Services Ltd, Unit S7, The Whitechapel Centre, 85 Myrdle Street, London E1 1HL, Registered at the Post office as a newspaper
Tel: News - 0203 674 7112, Sales - 0203 633 2545 Email : info@banglapost.co.uk, news@banglapost.co.uk Web: www.banglapost.co.uk